জিবরান খলিল জিবরান ঃ জীবন ও সাহিত্যকর্ম

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

GIFT

401597

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক
মোঃ জাহিদুল হক ছিদ্দিকী
এম.ফিল. দ্বিতীয় বর্ষ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Library
401597

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০০৪

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, **মোঃ জাহিদুল হক ছিদ্দিকী** এম.ফিল দ্বিতীয় বর্ষ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার তত্ত্বাবধানে **"জিবরান খলিল জিবরান ঃ জীবন ও সাহিত্যকর্ম"** শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি রচনা করিয়াছে। আমি তাহার পাণ্ডুলিপিগুলো আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। আমার জানামতে, অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে অন্য কোন ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য উপস্থাপন করা হয় নাই। সুতরাং গবেষককে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেওয়ার সুপারিশ করিতেছি।

401597

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

২৭/৬/০৪

ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **"জিবরান খলিল জিবরান ঃ জীবন ও সাহিত্যকর্ম"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক **ডঃ মুহম্মদ আব্দুল মা'বুদ**, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচনা করেছি। এটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য-এর পুরো বা অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

401597

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মোঃ জাহিদুল হক ছিদ্দিকী
এম.ফিল. দ্বিতীয় বর্ষ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আরবী ভাষার বিশ্ববিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গল্পকার, চিত্রশিল্পী ও দার্শনিক খলিল জিবরান জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৩ সালে। আজ থেকে একশো বছরেরও আগে লেবাননের প্রাচীন শহর বেশরীতে। তার মাতামহ ছিলেন একজন মেরোনাইট ক্যাথলিক ধর্মযাজক। জন্মের পর জিবরানকে মেরোনাইট চার্চেই দীক্ষা দেয়া হয় এবং সে সময়কার প্রচলিত লেবাননী প্রথা অনুযায়ী পিতামহ খলিল জিবরানের নামে তাঁর নাম রাখা হয়। ফলে তাঁর নাম দাঁড়ালো "জিবরান খলিল জিবরান"। নিজের নাম কবি আরবীতে ওই ভাবেই সই করতেন। যদিও ইংরেজীতে তিনি ব্যবহার করতেন শুধু "খলিল জিবরান" নামটি।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় আরবী'তে সিরিয়াতে ও বেশরিতে। তারপর তাঁর বয়স যখন বারো তখন মা কামিলা, ভাই পিটার ও দুই বোন মিরিয়ানা আর সুলতানার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। তাঁরা বাসা বাঁধলেন বোস্টন শহরে। সেটা ১৮৯৫ সালের জুন মাসের কথা। বোস্টনে চার বছর পড়াশোনার পর জিবরান লেবাননে ফিরে যেতে চাইলেন। ছেলের ঐকান্তিক অনুরোধে মা তাকে আবার লেবাননে পাঠিয়ে দেন সেখানকার বিখ্যাত মাদ্‌রাসা "আল হিকমাতে" ভর্তি হবার জন্য। বৈরুতে ঐ শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বনামধন্য মেরোনাইট বিশপ জোসেফ ডেবস।

মাদ্‌রাসা "আল-হিকমা" থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর জিবরান সমগ্র সিরিয়া ও লেবানন ঘুরে বেড়ান। একজন ভবঘুরে ভ্রাম্যমান মানুষ তাঁর সশ্রদ্ধ চিত্তে ও গভীর আগ্রহ নিয়ে অবলোকন করেন নিজের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ। ১৯০২ সালে স্বদেশ ত্যাগ করে তিনি চিরতরে আবার যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। এবার তিনি ছবি আঁকাটাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯০৮ সালে জীবরান প্যারিসের "একাডেমী অব ফাইন আর্টস" এ ভর্তি হন। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর অগাষ্ট রদ্যাঁর তত্ত্বাবধানে প্রায় তিন বছর তিনি শিল্পকলার কঠোর অনুশীলন করেন। রদ্যাঁ তার প্রতিভার স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন। ব্যতিক্রমী চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে রদ্যাঁ'র মনে কোন সংশয় ছিলনা। পরবর্তীকালে নিজের বইয়ের জন্য জিবরান অসামান্য ছবি এঁকেছেন। সেই সব ছবির ভঙ্গি তার মধ্যে অলৌকিকতার আভাস ও প্রতিকী ব্যাঞ্জনা ইংরেজ কবি ও চিত্রশিল্পী উইলিয়াম ব্লেকের কথা মনে করিয়ে দেয়। জিবরানের লেখায় যে সারল্য, নিস্পাপ আবেগ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও রূপকাভাস সুস্পষ্ট তাও ব্লেকের সঙ্গে তুলনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্যারিসের পাঠ সমাপ্ত করে জিবরান যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে নিউইয়র্কে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু প্রতি বছরই তিনি তাঁর বোন মারিয়ানার সঙ্গে ছুটি কাটাবার জন্য বোস্টনে যেতেন এবং স্নিগ্ধ, প্রশান্ত পরিবেশে বসে, সময় নিয়ে কোন রকম তাড়াহুড়া না করে ছবি আঁকতেন ও লিখতেন।

অবশেষে জিবরান ১৯৩১ সালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। আমেরিকা থেকে তাঁর মৃতদেহ লেবাননে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়।

১৯০৪ সালে ২০ খানা ছবি নিয়ে জিবরান একটি ছবির প্রদর্শনী করেছিলেন। জিবরানের এক ফটোগ্রাফার বন্ধুর স্টুডিওতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সে সময় জিবরান বইয়ের মলাট এঁকে, আর্টিষ্টদের মডেল হয়ে এবং এ জাতীয় নানা ধরণের ছোটখাট কাজ কর্ম করে যৎসামান্য রোজগার করতে শুরু করেছিলেন। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য যদিও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কিন্তু তা জিবরানের জীবনে একটি নতুন দিক উন্মোচিত করেছিল। এই প্রদর্শনীতেই মেরী হ্যাসকেল নামের এক মহিলার সাথে জিবরান পরিচিত হন। ফলে জিবরানের জীবনের ধারাটাই বদলে যেতে শুরু করে। অনতিবিলম্বে উভয়ের মধ্যে নিবিড়তর সম্পর্কের সূচনা হয়, পরস্পর পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ট হয়ে পড়েন। মেরী জিবরানকে আরো ভাল করে ইংরেজী শিখতে ও ইংরেজীতে লিখতে উপদেশ দেন। সেই সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেন। সে মতে তিনি ইংরেজীতে লেখা শুরু করেন এবং প্যারিসে গিয়ে শিল্পকলা সম্পর্কে পড়াশোনা করেন। জিবরানের জীবনে মেরী একমাত্র মহিলা প্রকৃতই অন্তরঙ্গতার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯১২ সাল থেকে ১৯২২ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের সময় জিবরানের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। বিশেষত আরবী ভাষা-ভাষীদের কাছে জিবরান তাদের নিজেদের কবি বলে আপন হয়ে উঠেন।

বিভিন্ন আরবী পত্রিকা ও সাময়িকীতে ১৯০৪ থেকে প্রকাশিত তাঁর কাব্যিক গদ্যের Poetic prose একটি সংকলন "দামআ ওয়া ইবতে সামাহ" (A tear and smile) প্রকাশ করেন। ১৯১৪ সালে সে বছরই নিউইয়র্কের মন্ট্রোস গ্যালারিতে তাঁর ছবি সমূহের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯১৭ সালে নিউইর্য়ক শহরের Koedler Galleries এবং বোস্টন শহরের Doll and Richards Galleries এ আরো দুটি প্রদর্শনী হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৮ সালে তাঁর প্রথম ইংরেজী গ্রন্থ "The Madman" (পাগল) প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় Twenty Drawing শিরোনামে ছবির একটি সংকলন এবং একই সালের শেষের দিকে "আল মাওয়াকিব" (The Processous) শিরোনামের তাঁর প্রথম দার্শনিক চেতনা সমৃদ্ধ কাব্যিক সংকলন, কয়েকটি চিত্রপর্ব সহ প্রকাশিত হয়। যা হোক খলিল জিবরানের প্রকাশিত গ্রন্থের প্রায় সবই এলিজাবেথ মেরী হ্যাসকেলের (ই-এম-এইচ) নামে উৎসর্গকৃত। তাঁর মূল ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে The Madman-1918, The Forerunner-1920, Jesus, The son of the man-1928 এবং মূল আরবী ভাষায় প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলো হচ্ছে আরাইস-আল-মুরুজ-১৯১০, দামআ' ওয়া ইবতিসামাহ-১৯১৪, আল-আরওয়াহ আল মুতামাররিদা-১৯২০, আল-আজনিহা আল মুতাকাসছিরা-১৯২২, আল-আওয়াসিফ-১৯২৩, আল-মাওয়াকিব-১৯২৩।

জিবরানের যাবতীয় লেখায় এমনকি তাঁর আঁকা ছবিতেও এই জগতের মধ্যে বেশী মাত্রায় বসবাস করা সত্বেও কোনও এক অসীম এবং অনন্ত জগতের জন্য আকুল কামনার সুরটি নিরন্তর ধ্বনিত। চূড়ান্ত আধুনিক এবং তীব্র বাস্তবতার নিখুঁত চিত্রনের মধ্যে থেকেও কবির সেই উত্তরণ যেন অনায়াসে পাঠকের মধ্যেও ছন্দিত হয়ে যায়। কবির আত্মমগ্নতা কঠিন দেয়ালের মধ্যে অবস্থান করলেও তাঁর দীর্ঘ ভালবাসা দূর-দূরান্ত পেরিয়ে পাঠকের অশ্রুসিক্ত চোখকে চুম্বন করে। তারপরে পাঠকের সঙ্গে করে নিয়ে যায় এক কল্পলোকে যে স্থানের অবস্থান কল্পনায় এমনকি কঠিনতম বাস্তবানুগ পাঠকও শিহরিত হতে বাধ্য হয়, চমকিত হওয়ার অনুভব যেখানে স্বাভাবিক। অর্থাৎ জিবরানের লেখায় নির্মল প্রশান্তির পাশাপাশি একটা বিষাদের স্পর্শ পাওয়া যায়। প্রথম যৌবনে তাঁর পারিবারিক জীবনে যে মৃত্যুর শীতলতা নেমে এসেছিল সম্ভবত তাই ছায়া ফেলেছে তাঁর বহু রচনায়।

১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর বোন সুলতানা মারা যান। ১৯০৩ সালে মারা যান ভাই পিটার ভরা যৌবনে, আর তার মাত্র তিনমাস পরে মারা যান তাঁর মা। যে মাকে জিবরান সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, ভক্তি করতেন। জিবরানের ভাষায়- "মানব জাতির মুখে সবচেয়ে সুন্দর শব্দ হচ্ছে "মা" শব্দটি আর সবচেয়ে সুন্দর ডাক হচ্ছে " আমার মা" ডাকটি। এ শব্দটি পরিপূর্ণ আশা এবং ভালবাসায় অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে আসা একটি মধুর এবং সহৃদয় শব্দ। মা হল সবকিছু- দুঃখে আমাদের সান্ত্বনা, বিপদে আমাদের ভরসা, দূর্বলতায় আমাদের শক্তি। তিনি প্রেম, দয়া, সহানুভূতি এবং শক্তির উৎস। যে মাকে হারায় সে একটি পবিত্র আত্মাকে হারায়, যে আত্মা তাকে সর্বদা আর্শীবাদ করেন, পাহারা দিয়ে চলেন নিয়ত।"

Dhaka University Institutional Repository

জিবরানের রচনায় প্রথম পাঠেই রূপক প্রতীকের ঐশ্বর্য্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ভাষায় নিরলংকার সারল্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বিশ্বের প্রাচীন, শ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রন্থরাজীর সুর ও ছন্দ। তাঁর কবিতার দার্শনিক দৃষ্টিকোণ, মানবিক আবেদন ও আবেগের গভীরতা কবির কাছ থেকে যে বিশেষ রচনাশৈলী ও ভাবভঙ্গী দাবী করেছিল জিবরান খলিল জিবরান তা যথার্থভাবেই পুরণ করেন। সুতরাং জিবরান খলিল জিবরানের জীবন ও সাহিত্যকর্মকে যথোপযুক্তভাবে সাবলিল ভাষায় পাঠকের জন্য সহজবোধ্য করে তোলার জন্য বক্ষমান অভিসন্দর্ভটিকে সর্বমোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। এতে প্রথম অধ্যায়ে - জিবরান খলিল জিবরানের জীবনধারায় তাঁর- জন্ম ও বংশ পরিচয়, শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন, বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জিবরান খলিল জিবরানের কর্মময় জীবন পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ধর্ম বিশ্বাস, জিবরানের শেষ জীবন তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জিবরান খলিল জিবরানের রচনাবলী ও সাহিত্যিক প্রতিভার বিভিন্ন দিক যেমন কাব্য সাহিত্যে জিবরান, গদ্য সাহিত্যে জিবরান, নাট্য সাহিত্যে জিবরানের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে জিবরান সাহিত্যে দর্শন, সমাজ ও প্রকৃতি, এবং পঞ্চম অধ্যায় চিত্রশিল্প ও চিঠি সাহিত্যে জিবরানের প্রতিভা তুলে ধরা হয়েছে। পর্যালোচিত অভিসন্দর্ভটির শেষে একটি গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন করে এর সমাপ্ত করা হয়েছে।

মোঃ জাহিদুল হক ছিদ্দিকী
এম.ফিল. দ্বিতীয় বর্ষ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়নপত্র + অঙ্গীকারনামা + কৃতজ্ঞতা স্বীকার + ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় পৃঃ

জিবরান খলিল জিবরানের জীবনধারা---------- ১-১৩

ক) জন্ম ও বংশ পরিচয় ---------- ২-৩

খ) শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন ---------- ৩-৮

গ) বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন ---------- ৯-১১

ঘ) তথ্য নির্দেশ ---------- ১২-১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিবরান খলিল জিবরানের কর্মময় জীবন---------- ১৪-২৩

ক) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড---------- ১৫-১৬

খ) অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ---------- ১৬-২১

গ) জিবরানের ধর্ম বিশ্বাস---------- ২১

ঘ) জিবরানের শেষ জীবন ---------- ২১-২২

ঙ) তথ্য নির্দেশ---------- ২৩

তৃতীয় অধ্যায়

জিবরান খলিল জিবরানের রচনাবলী ও সাহিত্যিক প্রতিভার বিভিন্ন দিক - ২৪-১২৫

ক) জিবরানের সাহিত্য কর্ম---------- ২৫-৩৪

খ) নাট্য সাহিত্যে জিবরান ---------- ৩৫-৩৯

গ) কাব্য সাহিত্যে জিবরান---------- ৪০-৯৮

ঘ) গদ্য সাহিত্যে জিবরান---------- ৯৯-১২৪

ঙ) তথ্য নির্দেশ ---------- ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পৃঃ

ক) জিবরান সাহিত্যে দর্শন, ---------- ১২৬-১৪৭

খ) সমাজ ও প্রকৃতির কবি জিবরান ---------- ১৪৮-১৪৯

গ) তথ্য নির্দেশ ---------- ১৫০

পঞ্চম অধ্যায়

চিত্রশিল্প ও চিঠি সাহিত্যে জিবরানের প্রতিভা ---------- ১৫১-২৩৪

ক) চিত্র শিল্পী জিবরান ---------- ১৫২-১৫৪

খ) জিবরানের চিত্রকর্মের কিছু নমুনা ---------- ১৫৫-১৭৯

গ) তথ্য নির্দেশ ---------- ১৮০-১৮১

ঘ) জিবরানের পত্র সাহিত্য---------- ১৮২-১৯১

ঙ) জিবরানের প্রেমের চিঠি (মে জিয়াদেহকে লেখা) ---------- ১৯১-২১৭

চ) জিবরানের প্রেমের চিঠি (মেরী হ্যাসকেলকে লেখা) ---------- ২১৮-২২৫

ছ) আমিন রায়হানীকে লেখা চিঠি ---------- ২২৫-২৩০

জ) তথ্য নির্দেশ---------- ২৩১-২৩৪

* **গ্রন্থপুঞ্জি**---------- ২৩৫-২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জিবরান খলিল জিবরানের জীবনধারা

(ক) জন্ম ও বংশ পরিচয়

(খ) শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন

(গ) বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম ও বংশ পরিচয়

জিবরান খলিল জিবারান [১] লেবাননের বিখ্যাত চিরহরিৎ বনভূমির নিকটবর্তী বিশাররী (Bisharri) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, নিবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী ও গল্পকার। তিনি শুধু আরবী সাহিত্যেই নন, বরং বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনেও তাঁর নামটি খুবই পরিচিত ও আদৃত। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবিদের একজন। আরবী ও ইংরেজী উভয় ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর রচনায় উচ্চতর মরমী ভাবধারার প্রকাশ এবং বাইবেল, নিটশে ও উইলিয়াম ব্লেকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রেম, মৃত্যু, নিঃস্বর্গ ও প্রজান্নসীর স্বদেশ প্রীতি ইত্যাদি জিবরানের রচনায় উপজীব্য বিষয়। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও ধর্মের নামে শাসন-শোষণ অধর্মাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

এই মহান মনীষী ১৮৮৩ সালের ৬ই জানুয়ারী লেবাননের রাজধানী বৈরুত শহরের অদূরে বিশাররী নামক এক গ্রামে নিম্নমধ্যবিত্ত খৃষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২]

তাঁর মাতা কামিলা রহিমা প্রথম স্বামী হান্না আব্দুস সালামের মৃত্যুর পর জিবরানের পিতা খলিল জিবরানের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বুতরুস নামের প্রথম স্বামীর ঔরসে কামিলা রহিমার এক পুত্র সন্তান ছিল। জিবরানের জন্মের সময় তার সৎভাই বুতরসের বয়স ছিল ছয় বছর। এ সম্পর্কে Gibran of lebanon গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- "Gibran Kahlil Gibran was born on January 6 near the Holly ceder grove on the edge of Wadi Qadisha (The Holly or Sacred Vally) in the town of Bisharri, Lebanon. His mother Kamileh, the daughter of a clergy man named Istiphan Rahmeh, was a widow when she married Khalil Gibran, father of the poet, Kamileh's first husband was Hanna 'Abd-es-Salam Rahmeh, by whom she had one son, Bowtross, who was six years old when Gibran was born." [৩]

তার মাতামহ ছিলেন একজন মেরোনাইট ক্যাথলিক ধর্মযাজক। জন্মের পর জিবরানের মেরোনাইট চার্চেই দীক্ষা দেয়া হয় এবং সে সময়কার প্রচলিত লেবাননী প্রথা অনুযায়ী পিতামহ খলিল জিবরানের নামে তার নাম রাখা হয়। ফলে তার নাম দাড়ালো 'জিবরান খলিল জিবরান'। জিবরানের জন্মের দুই বছর পর তার প্রথম বোন মারিয়ানা ১৮৮৫ সালে এবং তার ছোট বোন সুলতানা ১৯৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

খলিল জিবরানের ছোট বেলা কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। তাঁর পিতা ছিলেন মদ্যপ ও কলহপরায়ণ।[৪] তিনি একটি খামারের মালিক ছিলেন। উপার্জন পর্যাপ্ত ছিলনা। জিবরানের মা কামিলা শিক্ষিতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ মহিলা। সেই সাথে ছিলেন অত্যন্ত রুচিশীলা ও নিজের সন্তানদের ব্যাপারে উচ্চাকাংখী।

১৮৯৪ সালে তাদের পিতা মারা যান। অবেশেষে কামিলা রহিমা তাঁর চার সন্তান বুতরস, খলিল, সুলতানা ও মারিয়ানাকে নিয়ে অভাব-অনটনে অতিষ্ট হয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে সুদূর আমেরিকায় চলে যান বোস্টন শহরের চায়না টাউনে এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন।[৫]

শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

জিবরান যখন তার মা এবং দাদার সঙ্গে আমেরিকার বোস্টনে চলে আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল চার বছর। ছেলে বেলা থেকেই নিরন্তর দুঃখের জীবন তাঁর শুরু হয়। দশ বছর বয়সেই একে একে দাদা, মা এবং ছোট বোন সুলতানা যক্ষা রোগে মারা যান এবং বিদেশে জিবরান এক অসম্ভব শূন্যতা এবং নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। ভাই- বোনের মধ্যে বড় বোন মারিয়ানাই তখন বেঁচে আছেন এবং দিবানিশি সেলাইয়ের কাজ করে সংসার চালানোর প্রচেষ্টা চালান। জিবরান তখনও কৈশরের গন্ডি পার হননি। দারিদ্র এবং দুঃখ কষ্ট থাকলেও তাদের দিন কোন রকমে কেটে যায়।

শিশু কিশোর হয়, কিশোর যুবক। জিবরান ছবি আঁকার কাজ করতে শুরু করেন। সেই সাথে লেখা-পড়ার কাজকর্মও চালিয়ে যেতে থাকেন। যেমন সাধারণত নতুন শিল্পীর রোজগার হয়ে থাকে নামে মাত্র। নিদারুণ দারিদ্র ভাই-বোনের দুঃখের সংসারকে ক্রমাগত আহত করতে থাকে। সেই অসম্ভব করুণ পরিস্থিতিতেও জিবরান লেখা-পড়ার প্রতি উদ্যমী হয়ে উঠেন। লেখা-পড়াকে তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারেন না। অর্ধাহারে, অনাহারে ও প্রচন্ড শীতের মধ্যে রাত্রি জেগে উদ্যমতার সাথে লেখা-পড়া করতে থাকেন। অবিরাম ছবি আঁকেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় প্রথমে জন্মভূমি লেবাননের বেশরীতে। অতঃপর তারা স্ব-পরিবারে চলে যান আমেরিকায় ১৮৯৫ সালের জুন মাসে। প্রথম জিবরান বোস্টনে এসেছিলেন চিত্রকলা শিক্ষা নিতে। সেখানে চার বছর পড়াশোনা করেন। বোস্টনে চার বছর পড়াশোনার পর জিবরান লেবানন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার মা কামিলা রহিমা ছেলের ঐকান্তিক অনুরোধে লেবাননে ফিরে আসার অনুমতি প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

লেবানন ফিরে তিনি সেখানকার বিখ্যাত শিক্ষালয় "বাইতুল হিকমায়"[৬] ভর্তি হন। বাইতুল হিকমায় পড়া-লেখা করে তিনি আরবী ভাষায় ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করেন। সেখানে আরবী ও ফরাসী ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি বাইবেলও শিক্ষা নেন এবং আরব বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে পরিচিত হন। বৈরুতে চার বছরের শিক্ষা জীবনে প্রচুর পড়াশোনা করে জিবরান আরবী ভাষা ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।[৭] "বাইতুল হিকমা" থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করার পর সমগ্র সিরিয়া ও লেবাননে ঘুরে বেড়ান এবং একজন ভবঘুরে ভ্রাম্যমান মানুষ হিসেবে সশ্রদ্ধ চিত্তে ও গভীর আগ্রহ নিয়ে অবলোকন করেন নিজের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা-সংস্কৃতির-ধ্বংসাবশেষ। এ প্রসঙ্গে Gibran of Lebanon গ্রন্থে বলা হয়েছে- "In 1897 Gibran returned to Lebanon, Where he began a course of intensive study at al-hikmah school. He studied a wide variety of subjects beyond those prescribed in the curriculum, and immersed himself in Arabic Literature, ancient and modern. He also familiarized himself in the contemporary literary movements in the Arab world"[৮]

বোস্টনে ফিরে আসার পর ১৯০২ সালে এক আমেরিকান পরিবারের গাইড ও অনুবাদক হিসেবে পুনরায় লেবাননে যান কিন্তু সেবারে বেশী দিন থাকতে পারেননি। ছোট বোন সুলতানার মৃত্যু ও মায়ের অসুস্থতার সংবাদ শুনে ভগ্নহৃদয়ে বোস্টনে ফিরে আসলেও ছোট বোন সুলতানার সাথে তাঁর শেষ দেখা হয়নি।[৯] গভীর রাত পর্যন্ত বিছানায় ছটফট করে তিনি কান্নাকাটি করতে থাকেন এবং এমন কিছু বাক্য উচ্চারণ করেন যাতে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন বলে সন্দেহ করা হয়। তিনি বলেনঃ সুলতানার সাথে আমার ঈশ্বরেরও মৃত্যু ঘটেছে, ঈশ্বর ব্যতীত আমি কিভাবে বাঁচব।[১০] তাঁর বড় ভাই (সৎভাই) বুতরুস তাকে সান্ত্বনা দেন এবং লেবাননের প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যবলী স্মরণ করিয়ে শোকাহত হৃদয়কে ভুলিয়ে রাখতে ব্যর্থ চেষ্টা চালান।[১১]

এর মাত্র দশ মাস পর ১৯০৩ সালের মার্চ মাসে বিপদে সান্ত্বনা দানকারী ও অন্যতম সহযোগী বড় ভাই বুতরুসও ইহকাল ত্যাগ করেন। জুন মাসে তাকে ও বোন মারিয়ানাকে এতিম করে মাতা কামিলা রহিমাও মারা যান। মারিয়ানা দিন-রাত সেলাই-এর কাজ করে কোনমতে সংসার চালান। জিবরান লেখা-পড়া ও ছবি

Dhaka University Institutional Repository

আঁকার কাজ চালিয়ে যান। সেই সাথে ছিল তুচ্ছ কিছু রোজগার। কিন্তু অভাব চারদিক থেকে জাপ্টে ধরে, দুঃসহ নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে কি এক নেশার মতন অবিরাম সৃষ্টি করে ছলেন জিবরান- লেখেন, ছবি আঁকেন।[১২]

১৯০৩ সালে তাঁর বন্ধু আমীন গরীবের সম্পাদনায় নিউইর্য়ক থেকে প্রকাশিত আরব দেশত্যাগীদের পত্রিকা "আল-মুহাজির" এ তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। সেই সাথে প্রবাসী কবি নাসীব আরিদাহ ও নাজমী সামীম এর সম্পাদনায় প্রকাশিত আরবী সাময়িকী "আল-ফুনুন" এও লেখালেখি শুরু করেন।

১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর ড্রইং ও পেইন্টিং-এর প্রথম প্রদর্শনী হয়। আমেরিকার কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও শিল্পীদের বড় একটি দল প্রদর্শনী দেখতে আসেন, তাঁদের মধ্যে বোস্টন শহরের বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মেরী হ্যাসকেল ছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃতিমনা ও বড়মাপের শিল্পী ছিলেন। দেওয়ালে ঝুলানো বিভিন্ন কাল্পনিক ছবি ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন এবং ছবির পিছনে শিল্পীর লুকানো অর্থসমূহ বুঝার ব্যর্থ প্রয়াস চালান। হল ঘরের কোণায় বসে থাকা জিবরান তা লক্ষ্য করে ভদ্র মহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে ছবিগুলির ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। ভদ্র মহিলা বার বার বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন যখন জানতে পারলেন যে, ব্যাখ্যাদাতা নিজেই চিত্রকর এবং এই সকল ছবির শিল্পী ও আবিষ্কারক, তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ে আরেকটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনের অনুরোধ জানিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান।[১৩]

এই ভদ্রমহিলা হলেন মেরী হাসক্যাল যিনি জিবরানের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন। মেরীর স্নেহ-মমতা, ভালবাসা দেখে তিনি আনন্দে শুধু আত্মহারা হননি মেরীকে নিয়ে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তিনি স্বর্গীয় হাত দেখতে লাগলেন যেই হাত ধরে তিনি নিজ স্বপ্নের পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাবেন; ঘটেছিলও তাই।

১৯০৪ সালে জিবরান মেরী হাসক্যালের বিদ্যালয় ক্যাম্ব্রিজ স্কুলে তাঁর ছবির দ্বিতীয় প্রদর্শনী করলেন। অনুষ্ঠানে মিশেলীন নামক ফরাসী বংশোদ্ভুত এক সুন্দরী মেয়ের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি মেরী হাসক্যালের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর চোখ-মুখে ও আচার-ব্যবহারে রূপের এমন যাদু ও অলৌকিক শক্তি ছিল যা প্রতিটি যুবককে সম্মোহিত করত। জিবরানের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি; তাঁকে দেখেই তিনি প্রেমে পড়লেন।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫ সালে আরবী ভাষায় তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ "আল-মুসিকী" প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য অংগনে পর্দাপনের সুযোগ হয়। ১৯০৬ সালে তাঁর দ্বিতীয় আরবী গ্রন্থ আরায়িসুল আল-মুরুজ" (Nymphs of the valley-উপত্যকার স্বর্গীয় কন্যাগণ) প্রকাশিত হয় এবং ১৯০৮ সালে তাঁর তৃতীয় আরবী গ্রন্থ "আল-আরওয়াহু আল-মুতামারিরদাহ (Spirits Rebellious- অবাধ্য আত্মাসমূহ) প্রকাশ পায়, জিবরান ফলাসফাতু আল-দ্বীন ও আল-তাদায়্যুন (The philosophy of Religion and Religiosity) শিরোনামে আরো একটি আরবী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু বইটি কখনো প্রকাশের আলো দেখেনি।[১৫] আরবী ভাষায় রচিত এই তিনটি বইয়ে নতুনত্ব ও শৈল্পিক মাধুর্য থাকা সত্ত্বেও পাঠক সমাজে সেগুলো উল্লেখযোগ্য কোন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি।[১৬]

১৯০৮ সালে মেরী হাসক্যালের আর্থিক সহায়তায় তিনি শিক্ষা বিষয়ে অধিকতর পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার প্রধান কেন্দ্র প্যারিসে গিয়ে চিত্রশিল্প ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। প্যারিসে চার বছর অধ্যয়নকালে মেরী হাসক্যাল প্রতি মাসে পঁচাত্তর ডলার করে পাঠাতেন। জিবরান মনে করতেন এ যেন কোন স্বর্গীয় দান, এই টাকা দিয়ে তিনি নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যেতেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা বোস্টনে বোন মারিয়ানার নিকট পাঠিয়ে দিতেন।[১৭]

তিনি ইউরোপের শিল্প ও সভ্যতার রাজধানী রোম-লন্ডন সহ বড় বড় শহর ভ্রমণ করে ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন এবং সম-সাময়িক ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের প্রচুর বই পড়ার সুযোগ পান।[১৮] প্যারিসে অধ্যয়নকালে তিনি প্রসিদ্ধ ফরাসী চিত্রকর ও ভাস্কর অগাষ্ট রদ্যাঁর ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রদ্যাঁর মুখে ইংরেজ দার্শনিক কবি ও শিল্পী উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮৪৭) এর কাব্য ও চিত্রকলায় সমান কৃতিত্বের কথা শুনে বিস্মিত হন।[১৯] উইলিয়াম ব্লেকের দর্শন ও আত্মাজগতের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কথা শুনে, তাঁর লেখা পড়ে দার্শনিক কবির চিন্তাশক্তি ও কল্পনার গভীরতায় মুগ্ধ হন। বিশেষ করে প্রাচীন আইন, কুসংস্কার, অন্ধানুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং পাদ্রী, ধর্মযাজক ও ধর্মান্ধত্বের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের কাহিনী জেনে জিবরান দারুণ প্রভাবিত হন।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১০ সালে জিবরান "আল-হিকমাহ" বিদ্যালয়ের সহপাঠী ইউসুফ আল-হুয়ায়িক ও প্রবাসী আরবী সাহিত্যের অপর কর্ণধার আমীন আল-রায়হানীর সাথে লন্ডনে মিলিত হন। তাঁরা আরব বিশ্বে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের লক্ষ্যে বৈরুত শহরে একটি অপেরা হাউস প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নেন। সিরিয়া, লেবানন, কনস্টান্টিনোপল, প্যারিস ও নিউইয়র্কে অবস্থানরত আরব রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আরব বিশ্বকে ওসমানী সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে "আল-হালকা আল-জাহাবিয়্যাহ" নামক একটি রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু নির্বাসিত আরবদের মনে সংস্থার গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন উঠলে প্রথম অধিবেশনের পরই সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।[২১]

১৯১২ সালের হেমন্তে জিবরান বোস্টন ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে নিউইয়র্কে চালে যান। বিশেষ কোন প্রয়োজন অথবা বোস্টনে বোনকে দেখতে যাওয়া ছাড়া প্রায় বিশ বছর তিনি বাইরে যাননি। একারণে তাঁর প্রবাসী বন্ধুরা বাসাটিকে "জিবরানের আশ্রম" নাম রাখেন।[২২] সে আশ্রমে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, তাঁর চিন্তা-চেতনা, সাধনা ও কল্পনায় পশ্চিমা দার্শনিকদের প্রভাব স্পষ্ট হয়, বিশেষ করে উইলিয়াম ব্লেক ও নীৎসে দ্বারা এতই প্রভাবিত হন [২৩] যে, তাঁর রচিত আরবী গ্রন্থ "আল-আজনিহাতু আল-মুতাকাসসিরাহ (The Broken wings) প্রকাশনা থেকে বিরত থাকেন। পরে আবার এই ভেবে বইটি প্রকাশে সম্মতি দেন যে, সেটা আরব বিশ্বের চিন্তাধারায় নতুন দ্বার খুলে দেবে। তিনিও প্রতিজ্ঞা করেন যে হতাশামূলক কিছু না লেখার। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অভিযোগ ও হতাশা যুগের সমাপ্তি ঘটালেন।[২৪] সেই বছর ১৯১২ সালে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন।

এরই মাঝে তাঁর সাথে মিশরে বসবাসরত লেবাননী লেখিকা মাইজিয়াদাহর রোমান্টিক সম্পর্কের সূচনা হয়। অবশ্য তাঁদের যোগাযোগ পত্রমিতালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিভিন্ন আরবী পত্রিকা ও সাময়িকীতে ১৯০৪ থেকে প্রকাশিত তাঁর কাব্যিক গদ্যের- Poetic prose - একটি সংকলন "দামআ ওয়াবতিসামাহ" (A tear and a smile) প্রকাশ করেন।[২৫] ১৯১৪ সালে সে বছরই নিউইর্য়ক শহরের Koedler Galleries এবং বোস্টন শহরের Doll and Richards Galleries এ আরো দুটি প্রদর্শনী হয়েছিল।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৮ সালে তাঁর প্রথম ইংরেজী গ্রন্থ "The Madman" (পাগল) প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় "Twenty Drawings" শিরোনামে ছবির একটি সংকলন এবং একই সালের শেষের দিকে "আল-মাওয়াকিব" (The processions) শিরোনামের তাঁর প্রথম দার্শনিক চেতনা সমৃদ্ধ কাব্যিক সংকলন কয়েকটি চিত্রপর্বসহ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল মূলতঃ তাঁর কাব্যিক গদ্যের সংকলন।

১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় ছোট গল্পের সংকলন "আল-আওয়াসিফ" (The Tempests: প্রচন্ডঝড়)। সেই সাথে তাঁর দ্বিতীয় ইংরেজী বই (The Forerunner- অগ্রদূত) পাঠকের সামনে আসে।[২৭] সে বছরেই প্রবাসে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের উদ্দেশ্যে কয়েকজন লেখক ও শিল্পী নিয়ে "আল-রাবিতাতু আল-কালামিয়্যাহ" নামে একটি লেখক ফোরাম গঠন করেন।

১৯২১ সালে আরবী ভাষায় রচিত "ইরামা জাতি আল-ইমাদ", (Imram, City of Lofty pillars গৌরবের শহর) শিরোনামের নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।

১৯২২ সালে বোস্টন শহরের মহিলা সিটি ক্লাবে তাঁর চিত্রশিল্পের আরো একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯২৩ সালে তাঁর সতের বছর বয়সে আঁকা ইবনে সীনা, ইবনে খালদুন, আবুল ফারাজ, আল-মুতানব্বী, আল-গাজ্জালী, আবু নুওয়াস, খানসা ও ইবনে আল-মুকাফফা' এর মত বড় বড় আরবী দার্শনিক ও কবিদের কাল্পনিক ছবি সংযোজিত তাঁর অমর গ্রন্থ "আল-বাদায়ে' আল-তারায়িব" শিরোনামের বইটি প্রকাশ পায় এবং একই সালের শেষের দিকে তাঁর সফল সাহিত্যকর্ম The prophet বইটি প্রকাশিত হয়।

১৯২৬ সালে তিনি "Sand and Foam" শিরোনামের বইটি প্রকাশ করেন। বইটি প্রথমে "আল-জাবদ আল-রামল" শিরোনামে আরবী ভাষায় রচিত হয়েছিল, পরে তিনি নিজেই Jesus, The son of Man (যিশু, মানব সন্তান) গ্রন্থটি পাঠকদের সামনে আসে এবং তাঁর প্রকাশিত শেষ বইটি "The Earth Gods" মৃত্যুর মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হয়। তাঁর অসমাপ্ত বই ১৯৩২ সালে মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। পরে আমেরিকান মহিলা কবি এবং জিবরানের দার্শনিক শিষ্য বরবারা ইয়ং বইটি সমাপ্ত করে "Garden of the prophet" শিরোনামে প্রকাশ করেন।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন

১৬ বছর বয়সে কিশোর জিবরান সালমা কারামা নামক এক গ্রাম্য কিশোরীর প্রেমে পড়েন। তখন তিনি বৈরুতের আল-হিকমাহ বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৮৯৯ সালে গ্রীষ্মের অবকাশ কাটাতে নিজ গ্রামে যান। নিজ গ্রামেরই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের রূপসী মেয়ে সালমা কারামাকে দেখে ভাল লাগে। একটা রোমাঞ্চের ভিতর দিয়ে গরমের ছুটি কাটাতে এসে এক পর্যায়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[২৯]

পরিশেষে মেয়ে অপেক্ষা বেশ কয়েক বছর বড় হওয়া সত্ত্বেও পাদ্রীর ভাইপোর সাথে সালমার বিয়ে হয়। সালমা তার প্রেমিকের প্রতি বেশ দুর্বল ছিল বিধায় গোপনে তাদের সাক্ষাত হত। পরে কেলেংকারির ভয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন, দুই বছর পর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে এক ঘন্টার ব্যবধানে মা ও শিশু দু'জনই মারা যায় এবং তাদেরকে একই কবরে দাফন করা হয়।[৩০]

এই মর্মান্তিক ঘটনা যুবক জিবরানের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জীবনের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন। পাদ্রী, যাজক, ধর্ম ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি বিদ্রোহী হয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় নীতিমালা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান। বিশেষ করে "আল-আজনেহাতু আল-মুতাকাস্‌সিরা" (ভাঙ্গা ডানাগুলো) ও "আল-আরওয়াহু আল-মুতামাররিদাহ" (অবাধ্য আত্মাসমূহ) উপন্যাসে তাঁর বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার চিত্র বেশ ভালভাবে ফুটে ওঠে।

প্যারিসে অধ্যয়নকালে মিশেলীন নামক এক ফরাসী সুন্দরী মহিলার সঙ্গে জিবরানের পরিচয় ঘটে। প্রথম দেখাতেই মেয়েটিকে তাঁর ভাল লাগে এবং সেই ভাল লাগা ভালবাসায় রূপ নেয়। তাঁদের মধ্যে প্রায়ই সাক্ষাৎ হত; কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মিশেলীন তাদের সম্পর্ক বৈধ (বিয়ে) করার প্রস্তাব দিলে জিবরান বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন থেকে তাঁদের সম্পর্কের যবনিকা ঘটে।[৩১]

জিবরানের জীবনে তৃতীয় মহিলা ছিলেন মেরী হাসক্যাল, যিনি জিবরানের চেয়ে দশবছরের বড়। তার মধ্যে এমন কোন রূপ, লাবণ্য বা যৌবনের জৌলুস ছিল না যা দেখে কোন যুবক তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়বে। কিন্তু তাঁর সুন্দর বড় চোখ দুটিতে এমন কিছু রহস্য ছিল যা জিবরানের পিপাসু আত্মাকে প্রচন্ড নাড়া দেয়। আবেগ, চিন্তা ও চেতনার সবটুকু তিনি দখল করেন। তাঁকে আর্থিক সহায়তা দান, শিল্পজগতে তাঁর প্রেরণার উৎস, শহরের বড় বড় শিল্পী ও চিত্রকরদের মাঝে তাঁর পরিচিতি লাভ এবং তাঁর জীবনের সফলতার মূলে ছিলেন এই মেরী হাসক্যাল।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

এসকল দিক চিন্তা ভাবনা করে জিবরান মেরীকে জীবন সঙ্গিনী করার প্রস্তাব দিয়ে মেরীকে পত্র লেখেন কিন্তু মেরী তাঁর সেই পত্রের উত্তর দেননি।[৩৩] অনেক পরে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে একটি পত্র ৭৫ ডলার সাথে নিয়ে উপস্থিত হয়। সেই পত্রে মেরী জানান যে তিনি বিবাহিতা এবং স্বামীর সাথে দক্ষিণে চলে যাবেন।[৩৪] এরপর তাঁদের আর যোগাযোগ হয়নি।

এভাবে তাঁর সকল উষ্ণ-আবেগময় সম্পর্ক একে একে শেষ হতে থাকে। ধর্মান্ধ অপশক্তি তাঁর প্রথম প্রেম-ভালবাসার সালমাকে ছিনিয়ে নেয়। মিশেলীন রাগ করে তাঁকে ছেড়ে চলে যায় এবং পরিশেষে তাঁর দুঃসময়ের একমাত্র সহযোগী মেরী হাসক্যাল চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার পর জিবরানের চারপাশে অন্ধকার নেমে আসে। এসময়ে তাঁর জীবনে অরেক সুন্দরী-রূপসী মেয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয় দু'জনেই একে অপরকে দেখা ব্যতীত প্রেমে পড়ে যান। তিনি হলেন মিশরে বসবাসকারী লেবাননী লেখিকা মাই জিয়াদাহ। তিনি সে সময়ের মিশরে আরবী সাহিত্য অংগনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বও বটে।

জিবরানের সাহিত্য, কাব্য, চিত্র-শিল্প ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা শুনে মাই জিয়াদাহ তাঁর প্রতি দূর্বলতা অনুভব করেন এবং তাঁর লেখা পড়তে থাকেন। একসময় তিনি জিবরানের লেখনীতে অবিস্মরনীয় চিন্তাধারা, দর্শন ও এমন চেতনা-কল্পনা দেখতে পান যা তাদেরকে একে অপরের কাছে আসতে সাহায্য করে। অতঃপর ১৯১২ সালের মার্চের শেষের দিকে মে জিয়াদাহ জিবরানকে পত্র লেখেন যাতে তিনি নিজের পরিচয় তুলে ধরেন এবং তাঁর (জিবরানের) সাহিত্য কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও চিত্রশিল্প ও দর্শন সাহিত্যের ভূয়সী প্রসংশা করেন।[৩৫] এভাবে তাঁদের মধ্যে চিঠি পত্রের আদান-প্রদান চলতে থাকে এবং জিবরান তাঁর অন্ধকার জীবনে আশার আলো দেখতে পান। তাঁর ভগ্ন হৃদয়ে পুনরায় ভালবাসা ও উষ্ণতা জেগে উঠলে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে মাই জিয়াদাহকে এক পত্রে লেখেনঃ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি লিখব যাকে বিধাতা এমন দুই রমণীর মাঝখানে রেখেছেন, একজন তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেন। অন্যজন তাঁর বাস্তবকে স্বপ্নের রূপ দিতে চেষ্টা করেন। সে কি দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্যবান? সেকি এই পৃথিবীতে অপরিচিত ও নির্বাসিত? আমি জানিনা ... এই পৃথিবীতে অনেকেই আছেন যারা আমার ভাষা বুঝেনা এবং পৃথিবীতে এমনও অনেক আছেন যারা তোমার হৃদয়ের ভাষাও বুঝে না।"[৩৬]

দুঃখের বিষয় তাদের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। একে অপরকে জেনেছে শুধুমাত্র পত্রমিতালীর মাধ্যমে। তাঁদের প্রত্যেকেই আশা করেছিলেন ভালবাসার লোকটি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে কিন্তু তাঁদের এই আশা বাস্তবতার রূপ নেয়নি। যেমন মারুন আবুদ বলেন "যে

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক রীতিনীতি ও রক্ষণশীলতাকে জিবরান শতবার পদদলিত করেছেন সেখানেই তাঁর প্রেমিকার দুঃখের সমাপ্তি ঘটেছে, বেদনাদায়ক সমাপ্তি, মেয়ে তার মাথা নুয়ে কাংখিত যুবকের সাক্ষাতে চলে যেতে অস্বীকার করেছে। কেন না যুবকেরই তো দায়িত্ব এগিয়ে আসা। যদিও মাই জিয়াদাহ জিবরান বলতে প্রায়ই উন্মাদ এবং জিবরানের মধ্যে সে মানব উর্ধ্বে কোন সত্ত্বা দেখতে পেয়েছিলেন।[৩৭] তাঁরা কোন সুন্দর সমাধানে পৌঁছার পূর্বেই জিবরান পরপারে পাড়ি দেন আর মাইজিয়াদাহ! জিবরানের মৃত্যুর পর সে যেন জীবিত লাশ। বলা হয় যে, মাই জিয়াদাহ প্রেম-ভালবাসার জগত থেকে নির্বাসিত হয়ে তাঁর প্রেমিকের পাশে সাহিত্য জগতে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটান।[৩৮]

এসকল দিকে লক্ষ্য করলে বলা যায় জিবরানের জীবনে একাধিক মহিলার প্রবেশ ঘটে। তাদের প্রত্যেকেই তাঁর হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাতা কামিলা রহিমা, দারিদ্র ও কষ্টের দিনে দিবা-রাত্রী সেলাই-এর কাজ করে সংসার পরিচালনাকারী বোন মারিয়ানা, ধর্মব্যবসায়ীদের অপশক্তির হাতে অপহৃত তাঁর প্রথম যৌবনের প্রেয়সী সালমা কারামা, তাঁর জীবনের প্রেরণা ও দুঃসময়ের বান্ধবী মেরী হাসক্যাল, প্রেমিকা মিশেলীন এবং জীবনের সর্বশেষ মহিলা মাইজিয়াদাহ। তিনি অনেক দূরে অবস্থান করলেও অন্তরের খুবই পাশে ছিল তাঁর অবস্থান, দূরের সেই সর্বশেষ বান্ধবীকে মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে হৃদয়বিদারক এক পত্রে তিনি লিখেন আমি সেই শৈশব থেকে আজকের এই মুহূর্তে পর্যন্ত নারীদের কাছে ঋণি। নারী আমার আত্মার দ্বার উন্মোচন করেছে, খুলে দিয়েছে আমার চোখের জানালা। যদি আমার মা, বোন ও দুঃসময়ের বান্ধবী না হত তাহলে আমিও সেই সকল ঘুমন্ত লোকদের দলে থাকতাম যারা সময়ের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে।[৩৯] এদের সকলের মাঝে জিবরান সারা জীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন এমন এক মহিলাকে যিনি তাঁকে গান শুনাবেন এবং সর্বদা পাশে থাকবে। কিন্তু একে একে সকলেই তাঁকে ত্যাগ করায় নারীদের প্রতি অনীহা ও বিরক্তি জন্ম দেয়। আমৃত্যু চিরকুমার থেকে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন মাত্র ৪৮ বছর বয়সে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও টীকা নির্দেশিকা

১. জিবরানের পুরোনাম আরবীতে হল জিবরান খলিল জিবরান। নামের মধ্য অংশ 'খলিল' হচ্ছে তার বাবার নাম। নামের প্রথম অংশের পর বাবার নাম ব্যবহার করা আরবের একটা প্রচলিত রীতি। তিনি তাঁর আরবী রচনাগুলিতে পুরো নামই ব্যবহার করেছেন। ইংরেজী রচনায় তিনি নামের প্রথম অংশ ছেটে ফেলেন, এবং 'খলিল' এবং শুদ্ধ বানান 'কহলীল' লেখতে শুরু করেন। উল্লেখ্য ১৮৯৭ পর্যন্ত বোস্টনের স্কুলে লেখাপড়া করার সময় ইংরেজীর শিক্ষক তার নামের বানান শুদ্ধ করে দেন। (Suheil Badi & Paul Gotch "Gibran of Lebanon, American University of Beirut Press-1986, P.XiX).

২. Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature, Dairatul Maarif press, Osmania University, Hyderabad 1983, P. 144.

৩. Suheil Badi & Paul Gotch, Op, cit, P. xix.

৪. জওয়াজ মাইদাহ, আদাবুননাওয়া উলাবাউনা ফিল মাহাজিরিল আমেরিকায়াহ, তারিখ ও প্রকাশনা নেই, পৃ. ১৬৭

৫. মিখাঈল নুয়াইমা; জিবরান খলিল জিবরান, মাকতাবা, বৈরুত, লেবানন, ১৯৩৪, পৃ. ৩৬ (উল্লেখ্য যে, জিবরানের জন্মের দুই বছর পর তার প্রথম বোন মারিয়ানা ১৮৮৫ সালে এবং ছোট বোন সুলতানা ১৮৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

৬. বৈরুতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বাইতুল হিকমা"বা প্রজ্ঞার শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বনামধন্য মেরোনাইট বিশপ জোসেফ ডেবস।

৭. Suheil Badi & and Paul Gotch, Op, cit, P-xix.

৮. Ibid, P-xix.

৯. Ibid, P-xix.

১০. নাদিরা জামিল সিরাজ, ওয়াউর রাযিতাতুল কলামিয়্যা, দারুল-মা'রিফ, মিশর, ১৯৫৭, পৃ.

১১. প্রাগুক্ত, পৃ.

১২. জওরাজ সাইদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. /নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

১৩. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. /মিখাঈল নুআয়মা, প্রাগুক্ত, পৃ.

১৫. Suheil Badi & and Paul Gotch, Op, cit, P-xix.

Dhaka University Institutional Repository

১৬. জওরাজ সাইদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

১৭. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

১৮. Suheil Badi & and Paul Gotch. Op. cit. P-21.

১৯. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

২১. Suheil Badi & Paul প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২২. ইউসুফ হায়সাম "আলমুফিদা ফিল আদাবিল আরবী" বৈরুত, লেবানন, ১৯৫৩, খন্ড ২য়, পৃ. ৬০৮

Suheil Badi & Paul প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৩. মিখাঈল নুআয়মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

২৫. Suheil Badi & paul Gotch, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১/ নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

২৯. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬-২৯৭

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

৩৩. মিখাঈল নুআয়মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৩৪. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

৩৫. ড. মনসুর ফাহমী, মাই জিয়াদাহ, আয়ায়িদাতিন নাহদাতিন-নিসাইয়্যাহ্ আল-হাদিসাহ, কায়রো, ১৯৫৪, পৃ. ১৮৭

৩৬. জমিল জবর, য়াসায়িলু জিবরান, বৈরুত-১৯৫১, পৃ. ৫৭

৩৭. মারুন আববূদ, জুলাদ ওয়া কুদাসা, দারুস মাকাসা, বৈরুত-১৯৮০ পৃ. ১৫৮

৩৮. নাদিরা জমিল সিরাজ, প্রাগুক্ত-পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিবরান খলিল জিবরানের কর্মময় জীবন

* সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড
* অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
* জিবরানের ধর্ম বিশ্বাস
* জিবরানের শেষ জীবন

Dhaka University Institutional Repository

জিবরানের সাংস্কৃতিক তৎপরতা

আমেরিকার সাহিত্য অংগনে জিবরান একটি খুবই পরিচিত নাম, আমেরিক্যান কবি-সাহিত্যিক বিশেষ করে কিছু মহিলা কবি-সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, তাদের মধ্যে মেরী হাসক্যালের নাম উল্লেখযোগ্য। সেই সম্পর্ক, মেরী হাসক্যালের প্রেরণা ও আর্থিক সহযোগিতা নিয়েই তাঁর জীবনের চারটি বছর চিত্রশিল্প অধ্যয়নে প্যারীসে কাটান। তাছাড়া চিত্রশিল্প ও দার্শনিক সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে আমেরিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি অংগনে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং পশ্চিমা সাংস্কৃতি ও আমেরিকান সাহিত্যে প্রচুর জ্ঞানও লাভ করেন।

সেই সুবাদে তিনি বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে দেশত্যাগী নির্বাসিত আরবদের একত্র করার চেষ্টা চালান। দেশত্যাগী আরব কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে তাঁর প্রচেষ্টার কথা জেনে তাঁদের একদল তাঁর ডাকে সাড়া দেন, তাঁরাও এমন একটি সংগঠনের অভাব অনুভব করেন যার মাধ্যমে তাঁদের শক্তিকে সমন্বিত করা যাবে এবং প্রবাসে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার প্রসারে তাঁদের চেষ্টা সকল হবে। আরবী সাহিত্যিকে প্রাচীন সংস্কার ও অন্ধানুগত্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে তাতে সতেজ প্রাণের সঞ্চার করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।

১৯২০ সালের ২৮ এপ্রিল নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আরবী সাময়িকী "আল-সায়েহ" এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক আব্দুল মাসীহ হাদ্দাদের বাসভবনে নির্বাসিত কবি সাহিত্যিকদের সম্মেলনে "আল-রাবেতা আল-কালামিয়্যাহ" (Pen Associassion: কলম সংঘ) নামে একটি লেখক ফোরাম গঠন করা হয়।[১] সেই রাতেই জিবরানের বাসভবনে আধ্যাত্মিক কবি নাসীব আরিদাহ, রশীদ আয়্যুব, আবদুল মসীহ হাদ্দাদ, নুদরাহ হাদ্দাদ, মিখাঈল নুআইমা ও ঈইলিয়াম উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জিবরানকে আমীদ (পরিচালক), মিখাঈল নুআইমাকে মুসতাশার (উপদেষ্টা), ইউলিয়ামকে খাজিন (কোষাধ্যক্ষ) ও অন্যান্যদের সদস্য করে কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরী হয়েছিল।[২]

১. সংগঠনের নামকরণ হয়েছিল আরবীতে 'আল রাবেতাতু আল-কালামিয়্যাহ' এবং ইংরেজীতে AR RABITAH.

২. সংগঠনের মূল দায়িত্বে থাকবেন তিনজনঃ পরিচালক, উপদেষ্টা ও কোষাধ্যক্ষ।

৩. সংগঠনের সদস্যবৃন্দ তিন শ্রেণীর হবেনঃ কর্মী, দাতা ও রিপোর্টার।

৪. রাবিতা তার কর্মিদের ও সংগঠন-বহির্ভূত লেখকদের লেখা প্রকাশ করবে, আরবী ব্যতীত অন্য সাহিত্যের মূল্যবান লেখার অনুবাদ আরবী ভাষায় প্রকাশ করবে।

৫. রাবিতা কাব্য, গদ্য রচনা ও অনুবাদ কর্মের উৎকর্ষের ভিত্তিতে লেখকদের আর্থিক পুরস্কার প্রদান করবে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

রাবিতার উপদেষ্টা মিখাঈল নুআইমাকে একটি নীতিমালা রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি অল্প সময়ে রাবিতার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে একটি যুগপোযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করে দেন।[৪]

জিবরান রাবিতার জন্য মনোগ্রাম অংকন করেন। মনোগ্রামের রূপ এই রকমঃ গোলকের ঠিক মাঝখানে একটি খোলা বইয়ের উভয় পৃষ্ঠায় একটি বাণী আরবীতে লেখা ছিল যার অর্থ "আল্লাহর আরশের নীচে গুপ্তধনের ভান্ডার, কবিদের ভাষা তার চাবিসমূহ", বইয়ের ওপরে সূর্যের চিত্র এবং নীচে একটি বাতির ডানপাশে কালির দোয়াতে একটি ডুবানো কলমের চিত্র এবং গোলকের নীচে জিবরানের নির্বাচিত রাবিতার নাম আরবী ও ইংরেজীতে লেখা ছিল।[৫]

অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে জিবরানের সংগ্রাম

জিবরানের জীবনই ছিল একটি সংগ্রাম তথাকথিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রাচীন ঐতিহ্য ও কুসংস্কার, অন্ধ অনুকরণ ও অন্ধ আনুগত্যের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সূচনা হয়। অন্যদিকে তিনি আরবী সাহিত্যেও আমূল পরিবর্তনের প্রয়াস চালান এবং আরবী কাব্যের প্রাচীন গঠন প্রণালী ও পদ্যে অপ্রয়োজনীয় ছন্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কাব্যিক গদ্য বা গদ্যের আকৃতিতে পদ্য নামে একটি আধুনিক অধ্যায়ের সূচনা করেন।[৬] সেই রকম সংগ্রামের মধ্যেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

তাঁর মতে কাব্য রচনায় কবি নিজের অনুভূতির বর্ণনা দেওয়া বাঞ্চণীয়, পূর্ববর্তীদের অনুভূতি বর্ণনা কাব্য নয়। অনুগত কাব্যের বিষয়বস্তু সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ প্রশংসা, শোকগাঁথা ও মানপত্র নিয়ে কাব্য রচনা করার ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মসম্মানবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, অন্ধ-অনুগতের মাধ্যমে নিজেদের হৃদয়কে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অঙ্গার করা অপেক্ষা সাহিত্য চর্চা ত্যাগ করে মৃত্যু কামনা আরবী সাহিত্যের জন্য অনেক উত্তম।[৭] তাঁর পুরো সাহিত্য জীবনে কোন সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রশংসায় অথবা কোন আত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যুতে শোকগাঁথায় একটি শ্লোকও তিনি রচনা করেননি। তিনি নিজের আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা ও কল্পনা জগতের কবি, নিজের অনুভূতি ও নিজেকে নিয়ে কাব্য রচনা করেন, অপরকে নিয়ে নয়। অতঃপর নিজের চিন্তাধারা ও অনুভূতি দিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে দর্শন, সমাজ, প্রকৃতি ও মানব সমস্যাদি নিয়ে কাব্য-রচনা করে পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের জন্য এক জীবন্ত ছবি চিত্রায়ন করেন।

অনুগত কাব্যের ক্ষেত্রে নিজের ও রাবিতা আল-কালামিয়্যার কবিদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন-"আমি নিজে বিদ্রোহীদের একজন কিন্তু যখন আত্মার ভাষা বোকাদের মুখে নকল ও তাদের কলমে প্রবাহিত হতে দেখি তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনা; মনে হয় অন্ধ ও অজ্ঞতার গর্তে আমি শুধু একা নই, বরং নিজেকে অনেকের মাঝে দেখতে পাই।" অতঃপর তিনি কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আরবদের উদ্দেশ্য বলেন- "হে আমার সম্প্রদায়! কাব্য পবিত্র আত্মা ও মুচকি

Dhaka University Institutional Repository

হাসির নাম শরীর তাঁর হৃদয়কে প্রেরণা যোগায় অথবা চোখ থেকে অশ্রু চুরি করে এমন কোন ছায়া যা হৃদয়ে বাস করে অন্তর তার খাদ্য ও আবেগ তার পানীয়, কাব্য যদি তার ব্যতিক্রম রূপ ধারণ করে তাহলে নর্দমায় নিক্ষিপ্ত মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা মাত্র।"[৮] অতঃপর তিনি সাহিত্যের মৌলিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন- মানব জীবনের পরিচিতি, প্রচারণা ও মানব-সেবাই মূলত সাহিত্য অথবা শিল্পে-সাহিত্যে থাকবে জীবন-মৃত্যু, প্রেম-ভালবাসা, আবেগ-অনুভূতি, হাসি-কান্না ও দুঃখ-দুর্দশা।[৯]

অন্ধ অনুগত্যের বিরুদ্ধে জিবরানের সংগ্রামের একমাত্র কারণ তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব ও উজ্জ্বল চিন্তাধারা। তাছাড়া তিনি এমন এক পরিবেশে বড় হয়েছেন যেখানে ধর্মস্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান এবং এমন একদেশে তিনি চোখ খুলেছিলেন যেখানে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন, যেখানে নিজস্ব মতামত প্রকাশকে বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে এসে সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে শুধু সংগ্রাম নয় বিদ্রোহ করাও বিচিত্র কিছু নয়। বিশেষ করে ইংরেজ দার্শনিক, কবি ও শিল্পী উইলিয়াম ব্লেক এর অনুভূতি, চিন্তাধারা ও গভীর কল্পনা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জিবরানের হৃদয়ে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম, সরকার, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বীজ জন্ম নেয়। তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাব পড়েছিল উইলিয়াম ব্লেক, নীৎসে ও অগাষ্ট রোদিনের। তাঁদের মধ্যে প্রথম জন ইংরেজ দার্শনিক কবি ও শিল্পী, দ্বিতীয় জন জার্মান দার্শনিক ও তৃতীয় জন ফরাসী চিত্র শিল্পী।[১০]

তিনি ছোট বেলা থেকেই সমাজের অসৎ এবং তথাকথিত ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার ছিলেন। কারণ তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ জনগণের সম্পদ ও মালিকানা নিজেদের করে নিতে এতটুকু দ্বিধা করেনা। তিনি প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসের মধ্যদিয়ে এর চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরেন। জিবরান শুধু একা নয়, রাবিতা কালামিয়্যার সাহিত্যিকগণ সকলেই গুরু জিবরানের পথ অনুসরণ করে সাহিত্য চর্চা করেন। মিখাঈল নুআইমা নিজেই স্বীকার করেন যে, আরবী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও পূর্ণজাগরণের লক্ষ্যে প্রবাসী কবি-সাহিত্যিকগণ ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য থেকে অনেক দিক নির্দেশনা লাভ করেন, আরো বলেন যে, ইউরোপীয় সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি গজল, লোকগীতি, প্রেমগীতি, প্রশংসা, সামালোচনা, শোকগীতি, অহংকার ও বীরত্ব ব্যতীত কাব্য রচনা করা শুধু সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যকে সার্বজনীন ও সমৃদ্ধ করে তোলে, তাই আধুনিক কবি সাহিত্যিকগণের মধ্যে যাঁরা সেই সীমা অতিক্রম করার সাহস করেছেন তাঁদের কাব্য, গল্প, প্রবন্ধ এমনকি তাঁদের কণ্ঠও পাঠকদের মাতিয়ে তোলে এবং পাঠক সমাজে এক অন্য রকম সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

মিখাঈল নুআইমা কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি ঠিক তাঁর গুরু জিবরানের পদাংক অনুসরণ করে বলেন- মানুষের আবেগ, চিন্তা ও কল্পনার প্রকাশ ও প্রচারের একমাত্র মাধ্যম ভাষা, সুতরাং কাব্যই আত্মার একমাত্র ভাষা ও কবি আত্মার ভাষ্যকার।[১২]

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত রাবিতা কালামিয়্যার সদস্যদের কাব্য সংকলনের শিরোনাম থেকেই সংকলনের উদ্দেশ্য ও মৌলিকতার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। মাহজরী কবিগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের নামানুসারে তাঁদের সংকলনের নামকরণ করেছেন।[১৩] ঈলিয়া আবু মাদীর কাব্য সংকলন যথাক্রমে "আল-জাদায়েল" (নালাসমূহ) "আল-খামায়েল" (বনাঞ্চল) এবং নাসীব আরিদার কাব্য সংকলন "আওরাকুল খরীফ" (হেমন্তের পাতাগুলো) উল্লেখযোগ্য, তেমনিভাবে কাল্পনিক ও দার্শনিক শিরোণামেও প্রবাসী কবিদের কাব্য-সংকলন পাওয়া যায়। যেমন ঃ "আল-আরওয়াহ আল-হায়িরাহ" (বিস্মিত আত্মাসমূহ) "হিয়া আল-দুনিয়া" (এটাই পৃথিবী) নিম্নোদ্ধৃত "নাশিদুল বাহার" (সমুদ্রের গান), ইত্যাদি নিম্নে শেষোক্ত কবিতার কয়েকটি চরণের অনুবাদ উপস্থাপন করা হল ঃ-

এবং সৈকত সেই সমুদ্রের নিছক প্রেমিক,
ঢেউয়ের ভালোবাসা গুলোই
তাদের প্রেমের আত্মিক যোগসূত্র।
সেই সব দেখে
উজ্জ্বল আলোর চাঁদ সমুদ্রকে কাছে টানে।
সেই চঞ্চল ঢেউগুলো
গড়াতে গড়াতে
সৈকতের কাছে আসে
প্রশস্ত বুকের গভীরে ঠাঁই নেবার জন্যে।
গতি কি প্রবল!
বিদায় বড়ই করুণ, নীরব
কান্নার বুদ্ধুদের সম্পন্ন।

সেই চঞ্চলতা
সুনীল দিগন্ত থেকে শুরু,
আচমকা তটের বালিতে এসে পড়ে।
মনে হয় রূপোর চাকতি
অজস্র ফেনার ঐতিহ্যে বর্তমান,
সূর্যের আলোকে গলিত সোনার চাকচিক্য।

Dhaka University Institutional Repository

এখন সেই সমুদ্র-তটের তৃষ্ণার নিবৃত্তি
এবং আত্মার পূর্ণস্নান।
সমুদ্রের আস্ফালন সেইখানে নীরব
সকল অহংকার চূর্ণ।

প্রত্যূষে তাকালে দেখতে পাই:
সমুদ্র তার প্রেমিকের কানে
ভালোবাসার শ্লোক পাঠ করে
বাহুর উৎশীর্ণে নিবিড় আলিঙ্গন।

উন্মত্ত জোয়ারে সমুদ্রের গান শুনি।
দু'হাতে ছিটিয়ে দেওয়া জলের প্রেম
এবং তটের মুখে অংসখ্য চুমোর দাগ
সমুদ্র চঞ্চল,
সমুদ্র ভয়ঙ্কর,
সৈকত প্রশান্ত,
সৈকত গম্ভীর,
জীবনই তার যৌবনের একমাত্র আকাংখা।

তার সেই প্রশান্ত বুকের গভীরে
সমুদ্রের সকল অহংকার চূর্ণ।

স্রোতের আবর্তে ঢেউগুলোর
স্পর্শকাতর হাসি, ঠাট্টা-
এখন সেই সৈকত,
যখন কাছে টানে
আলগোছে সমুদ্রের প্রেম-নিবেদন।

কখনো সেই সমুদ্র
মৎস কন্যার সাথে
বৃত্তাকারে নাচে।

Dhaka University Institutional Repository

জলের নরম হাত ধরে গহীন অতল থেকে
উপরে উঠে আসে,
এবং আকাশে উড়ে যাবার আগে।
ঢেউয়ের মস্তকে আশ্রয় নেয়,
তারার দেয়ালিতে তাদের প্রেমের উচ্ছ্বাস,
ক্ষুদ্রত্বের বিলাপ,
সমুদ্রই তাদের সান্তনা।

কখনো সেই সমুদ্রের কাছে
পর্বতের জ্বালাতন;
আবার সোহাগের হাসি-
পর্বতের কোন দুঃখ নেই।

সেই সমুদ্র তার প্রেমিককে
নির্মজ্জিত অচেতন দেহ
উপহার দেয়,
তটের হাতেই সেই সব দেহের জীবন প্রাপ্তি
কেননা জীবন নিয়েই তটের সমস্ত ভাবনা।

কখনো সেই সমুদ্র
ঢেউয়ের হাতে তার প্রেমিককে
মণি-মুক্তা, মূল্যবান প্রেমের চিহ্নগুলোকে
নিরাপদ পৌঁছে দেয়।

উজ্জল আলোকে তটের কী হাসি!
ভালোবাসার সেই ঢেউগুলোকে
কাছে পাবার
সাদর সম্ভাষণ!

ঠিক গভীর রাত্রে
যখন সমস্ত পৃথিবী
ঘুমের কোলে শায়িত
করুণ কান্নার মতো
সমুদ্রের গান শুনি।

Dhaka University Institutional Repository

এই একটানা
ঘুমহীন কাতরতা
তাকে বেশ নির্জীব করে রেখেছে।
প্রেমিকের কাছে
ঘুম কিছুই নয়;
প্রেমের আকাংখাই সবচেয়ে প্রবল।
কেননা প্রেম অমর। [১৪]

জিবরান ও ধর্ম

জিবরান নিম্নমধ্যবিত্ত খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও খ্রিষ্টধর্মসহ সকল ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি যিশু খ্রিষ্টকে নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর বিশ্বাস বাইবেলের যিশু ও জিবরানের যিশু সম্পূর্ণ ভিন্ন। জিবরানের যিশু সাধারণ পুরুষদের একজন; তিনি জিবরানের মত স্বপ্ন ও আবেগ রাজ্যের একজন কবি। জিবরান কখনো ধর্ম নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছেন, ঈমান ও কুফরের মধ্যে সাম্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে অসংখ্য ঈশ্বরের মাঝে প্রকৃত ঈশ্বরের খোঁজ পাওয়া খুবই কঠিন। তিনি বলেছেন "আমি নিজেই আমার ঈশ্বর"[১৫] তিনি নিজের আশা আকাঙখার পূজারী ছিলেন। তিনি নারী প্রেমের উপাসনা করতেন। তাঁর রচনায়, কবিতায় গদ্য-উপন্যাসে ও ছোট গল্পে এর প্রভূত উদাহরণ রয়েছে।

জিবরানের শেষজীবন

জিবরান বেশ কিছুদিন থেকে যক্ষ্মা রোগে ভোগেন। ১৯৩১ সালে তিনি চিকিৎসার জন্য নিউইয়র্ক শহরের সেন্টভিনসেট হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে বোন মারিয়ানা ও দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহযোগী মিখাঈল নুআইমাহ ছাড়া কেউ তাঁর পাশে ছিল না।[১৬] জৈবিক চাহিদা, অবিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদে জর্জরিত জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বলেন " হে জিবরান আমি তোমার ভালোবাসাকে তোমার চাহিদার কাছে বিসর্জন দিয়েছি। তোমার মানবিক শক্তির নিকট তুমি নিজে লজ্জিত। তোমারই তো বাণী ভালোবাসা তো ঈশ্বর। সুতরাং জৈবিক চাহিদাকে ঈশ্বর বানিওনা এবং পার্থিব আনন্দ ও চাহিদাকে জীবনের উৎস মনে করিওনা"[১৭] হাসপাতালেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী লেবানন সরকার তাঁর মৃতদেহ লেবাননে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩১ সালের ২১ আগষ্ট তাঁর মরদেহ বৈরুত বন্দরে পৌঁছলে লাখো আরব নিজেদের কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জিবরানকে জন্মস্থান বিশরী গ্রামের গীর্জার পাশে সমাহিত করা হয়।[১৮]

তিনি তাঁর সাহিত্যকর্ম ও শিল্প কর্মের এক চতুর্থ ভাগ নিজের গ্রামের নামে উইল করে যান, বিশরী গ্রামও তার কবি সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি কোন কৃপণতা করেনি। কবির সম্মানার্থে প্রতিষ্ঠা করা হয় জিবরান জাদুঘর, জিবরান পার্ক, জিবরান হোটেল ইত্যাদি সহ প্রতিটি মোড়ে জিবরানের নাম দেখতে পাওয়া যায় যা জিবরান ভক্তদের মনে প্রেরণা যোগায়।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও টীকা নির্দেশিকা

১. মিখাঈল নুআয়মা, আল মাজমুআতুল কামিলা, দারুল ইলম লিল মালাঈন, বৈরুত, লেবানন-১৯৮৭, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৮৬

২. মিখাঈল নুআয়মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৩. মিখাঈল নুআয়মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৪. মিখাঈল নুআয়মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৫. মিখাঈল নুআয়মা প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৬. মিখাঈল নুআয়মা, জিবরান খলিল জিবরান, মাকতাবা, বৈরুত, লেবানন-১৯৩৪, পৃ. ৩৬

* মহিউদ্দিন রেজা, বালাগাতুল আরব ফিল কারানিল ইশরীন, বৈরুত, মাতবায়াতু কাথোলফিয়া, ১৯৬৯, পৃ. ৮৩

৭. মহিউদ্দিন রেজা, বালাগাতুল আরব ফিল কারানিল ইশরীন, বৈরুত, মাতবায়াতু কাথোলফিয়া, ১৯৬৯, পৃ. ৮৩

৮. জিবরান খলিল জিবরান, দামআ ওয়া ইবতিসামা, মাকতাবাতু হেলাল, আলফজ্জালা মিশর, ১৯১৪, পৃ. ৬১

৯. জিবরান খলিল জিবরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১০. অধ্যাপক আদিয়াদেব, আশশিরুল আরাবী ফিলমাহযারীল আমেরিকী, দারুর রায়হানী লিত্তাবায়া ওয়ান্নাশার, বৈরুত, ১৯৫৫, পৃ. ১৪৭

১১. মিখাঈল নুয়ায়মা, আলগিরবাল, কায়রো, ১৯২৩, পৃ. ৮৩

১২. মিখাঈল নুয়ায়মা, আলগিরবাল, কায়রো, ১৯২৩, পৃ. ৯২

১৩. নাদিরা জামিল সিরাজ, তয়াউর রাযিতাতুল কালামিয়া, দারুল মায়িফ, মিশর, ১৯৫৭, পৃ. ২৯৮

১৪. জিবরান খলিল জিবরান, আল মাওয়াকিব, মাকতাবা, বৈরুত, ১৯২৯, পৃ. ১৭২

১৫. জিবরান খলিল জিবরান, আলমাদাঈ আততারাঈব, মাকতাবা, বৈরুত-১৯২৯, পৃ. ২০৩

১৬. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

১৭. মিখাঈল নুয়ায়মা, জিবরান খলিল জিবরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

১৮. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

১৯. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জিবরান খলিল জিবরানের রচনাবলী ও সাহিত্য প্রতিভার বিভিন্ন দিক

* নাট্য সাহিত্যে জিবরান

* কাব্য সাহিত্যে জিবরান

* গদ্য সাহিত্যে জিবরান

Dhaka University Institutional Repository

জিবরানের সাহিত্যকর্ম

প্রবাসী আরবী সাহিত্যের অগ্রদূত জিবরান সাহিত্য ও শিল্পের সকল শাখায় অবদান রেখেছেন; কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক ও চিত্রশিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধু আধুনিক আরবী সাহিত্যে নয় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁর অবদান রয়েছে। আরবী ও ইংরেজী দু'ভাষাতেই তাঁর আটটি করে গ্রন্থ রচনা করে পাঠক সমাজে অমর হয়ে আছেন। এখানে আরবী সাহিত্যে জিবরানের অবদানের আলোচনায় ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ নেই। তবে ইংরেজী সাহিত্য অংগনে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যায়।

বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর অমর দার্শনিক গ্রন্থ "The Prophet" এর আলোচনা তুলে ধরা হবে। কেননা এই "The Prophet" এর মাধ্যমেই বিশ্ব সাহিত্য অনুযায়ী আরবীতে রচিত তাঁর কতগুলো গ্রন্থ হচ্ছে-

(i) "আল-মুসিকা" (মিউজিক)

(ii) "আরায়িযুল মুরুজ" (উপত্যকার পর)

(iii) "আল আরওয়াহুল মুতামাররিদা" (অবাধ্য আত্মা)

(iv) "আল আজনিহাতুল মুতাকাস্‌সিরা" (ভাঙ্গা ডানা)

(v) "দামআ ওয়া ইবতিসামা" (হাসি-কান্না)

(vi) "আল মাওয়াকিব" (প্রবাহ)

(vii) "আল আওয়াসিক" (খড়)

(viii) "আল বাদায়েই আল তারায়িব" (অসাধারণ ও দুর্লভ প্রবাদ)

(i) "আল মুসিকা" (১৯০৫)

এই গ্রন্থের মাধ্যমেই জিবরান আরবী সাহিত্য অংগনে পদার্পণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। ১৯০৫ সালে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম লেখা হিসাবে এটি পাঠক মন জয় করতে সক্ষম হয়নি। যদিও তাতে শৈলী বিষয়ে নতুনত্বের অভাব ছিলনা। এটি তিনটি গল্পের একটি সংকলন। প্রথম গল্পে রোমাঞ্চকর কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ, দ্বিতীয় গল্পে সমাজের বিত্তশালীদের চারিত্রিক দূর্বলতা ও অসহায়দের উপর অত্যাচার, তৃতীয়টিতে ধর্মযাজকদের ভন্ডামীর চিত্র আছে।

Dhaka University Institutional Repository

(ii) "আরায়িসুল মুরুজ" (১৯০৬)

এটি জিবরানের ছোট গল্পের প্রথম সংকলন। এতে লেবাননের সামাজিক জীবন ও সমস্যাদি নিয়ে রচিত তিনটি গল্প স্থান পেয়েছে। ১৯০৬ সালে সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর গল্প তিনটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

প্রথম গল্প ঃ

"রামাদুল আজয়াল আল-বারুল খালিদা"- এটি একটি কাল্পনিক গল্প। এতে জিবরান রোমাঞ্চকর কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাঁর 'পরজন্ম বিশ্বাসের' চিত্রায়ন করার চেষ্টা করেন। তিনি কিছু দার্শনিক পরিভাষাও ব্যবহার করেছেন যার মাধ্যমে পাঠক প্রাকৃতিক ভালবাসা ও স্মৃতির সাথে পরিচিত হয়। মানবজাতির বর্তমানের সাথে অতীতের সমন্বয়ের চিত্রায়নও করা হয়। আসলে একটি আধ্যাত্মিক উন্মাদনার চিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তা রোমাঞ্চকর দৃশ্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ভ সেই কলা কৌশলীদের সঙ্গে আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্য পরিচিত নয়।

দ্বিতীয় গল্প ঃ

"মুরতা আল-বানিয়া"-এটি আরায়িযুল মুরুজ গল্পে সংকলনের সবচেয়ে চমকপ্রদ গল্প। এতে আছে সমাজের অসহায় নিস্পাপ নারীর সম্ভ্রম নিয়ে তাঁদের উল্লাস করা, সমাজের তথাকথিত আইন তাঁদের স্পর্শ করতে না পারা এবং অসহায় নারীর পরিস্থিতির শিকার হওয়ার কাহিনী। মাতা-পিতাহীন এক অনাথ মেয়ের জীবনের মাধ্যমে চিত্রায়ন করেন। বিত্তবান প্রতিবেশী অনাথ মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়ে বাড়ীর কাজে লাগিয়ে রাখে। সে যখন কিশোরী থেকে যৌবনে পদার্পন করে তখন একদিন বিকালে একটি পাথরে বসে কি যেন ভাবছিল। ঠিক সেই মূহুর্তে এক অশ্বারোহী তার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তাকে দেখে ঘোড়া থামিয়ে মধুর কথায় রঙীন স্বপ্ন দেখিয়ে তাকে নিয়ে যায়। অতঃপর জৈবিক চাহিদা পূর্ণ করার পর বিভিন্ন নির্যাতন করে তাকে তাড়িয়ে দেয় এবং মেয়েটি দুঃখে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

এই গল্পে সমাজের দুঃশ্চরিত্র বিত্তবানদের অসহায় অবলা নারীদের প্রতি ভালবাসা দেখিয়ে সম্ভ্রম লুণ্ঠন করার চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়। যা বর্তমানে আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে।

তৃতীয় গল্প ঃ

"ইউহানা আল মাজনুন"- জিবরান এই গল্পে তথাকথিত ধর্মযাজকদের প্রতি ঠাট্টা ও কটাক্য করার দৃশ্য তুলে ধরেন যারা ধর্মের দোহায় দিয়ে সমাজের সহজ-সরল মানুষের ধন সম্পদ লুটে নিচ্ছে। প্রতিবাদে শুধু মিলে গলাধাক্কা ও অহেতুক হয়রানী। ইউহানা নামক এক যুবককে নিয়ে গল্পের কাহিনী শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দিনের বেলায় সে মাঠে মেষ চরাত এবং রাত্রে বাইবেল পাঠে মগ্ন থাকত। একদিন তার মেষপাল থেকে কিছু পশু পালিয়ে গীর্জায় সংরক্ষিত এলাকায় এসে পড়লে গীর্জার সন্যাসীরা পশুগুলো আটকে রেখে তার উপর মোটা জরিমানা চাপিয়ে দেয়। ইউহানা অসহায়ত্ব ও গাফলতির কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে বেদম প্রহার করে অচেতন অবস্থায় ফেলে রাখে। অতঃপর মা নিজের মূল্যবান হার বিক্রি করে নিজের একমাত্র ছেলে ও পশুগুলোকে গীর্জার পশুদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করে নিয়ে যান।

(iii) "আল-আরওয়াহুল মুতামাররিদা" (১৯০৬)

এটি জিবরানের ছোট গল্পের আর একটি সংকলন। এটি ১৯০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে ৮টি চমকপ্রদ গল্প স্থান পেয়েছে। যা সমাজের বিত্তবান, ধর্মযাজক ও রাজনৈতিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার বহিঃপ্রকাশ।

প্রথম গল্প ঃ "ওয়ার দাতুহানী"- এতে মধ্যপ্রাচ্যে মেয়েদের বিয়ে প্রথার বিরুদ্ধে এক সংস্কারবাদী বিপ্লবীদের কণ্ঠ তুলে ধরা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের একমাত্র খুটি ভালবাসাকে জলাঞ্জলী দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সাথে মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ের চিত্র নিখুঁতভাবে চিত্রায়ন করা হয়।

সমাজের প্রতি ছুড়ে দেওয়া হয়েছে কঠিন প্রশ্নঃ মানব জাতি কি অনন্তকাল সেই অবৈধ প্রথার গোলামী করতে থাকবে? না সময় তাকে সেই গোলামী থেকে মুক্তি দেবে? যেন সে নিজের মত করে বাঁচতে শিখে। মানব জাতির চোখের ধূলা কি কখনো মুছে ফেলা হবে যেন সে সত্য দেখতে পায়? না তাকে সূর্য্যের দিকে মুখ করে রাখা হবে যেন সে সুখ, আকাঙ্খা ও আবেগের মাঝে তার নিজের শরীরের ছায়া দেখতে না পায়।

দ্বিতীয় গল্প ঃ "চুরাখুল কুবুর"- এই গল্পে জিবরান সংস্কারবাদী কবি সাহিত্যকদের বিপ্লবের চিত্র তুলে ধরেন। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের ও বিংশ শতাব্দির গোড়ার ঘটনাবলীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। বিপ্লবীর ভাষায় তিনি বলেনঃ আমরা কি খারাপের মোকাবেলা করব তার চেয়ে খারাপের মাধ্যমে এবং বলব এটাই আইন-বিধান আমরা কি এক ধ্বংসের মোকাবেলা করব তার চেয়ে ধ্বংস দিয়ে এবং চিৎকার করে বলব এটাইতো সংবিধান? আমরা কি এক অন্যায়ের মোকাবেলা করব তার চেয়ে বড় অন্যায় করে এবং বলব এটাই ন্যায়?

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় গল্প ঃ "মাদজায়ুল আরুন"-এটি মধ্যপ্রাচ্যে মেয়েদের অশুভ বিয়ে প্রথার বিরুদ্ধে জিবরানের বিদ্রোহের অপর একটি বহিঃপ্রকাশ। যেখানে মেয়েদের বেচাকেনার সামগ্রী হিসেবে গণ্য করা হয়। ষাট বছরের বৃদ্ধ এক পা কবরে রেখে বিয়ের পিড়িতে বসে টগবগে এক যুবতী মেয়ের সঙ্গে যার শরীরে যৌবন ও সৌন্দর্যের বন্যা অথবা যার সাথে মেয়ের কোন পূর্ব পরিচিতি নেই। এমনকি বিয়ের পিড়িতে বসার পূর্বে কখনো দেখেনি জোর পূর্বক মেয়েকে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। তার মতামত বা ইচ্ছার কোন মূল্যায়ন করা হয়নি। এই অবৈধ প্রথার শেষ কোথায়? দুঃখ, ত্যাগ, ডির্ভোস অথবা অপমৃত্যু।

চতুর্থ গল্প ঃ "খলিল আল কাফির"-এই গল্পে জিবরান নামক সন্ন্যাসীর কাহিনীর মধ্য দিয়ে গীর্জার সন্ন্যাসীদের লোক দেখানো জীবনের চিত্র তুলে ধরেন। খলিল নামের এই সন্ন্যাসী লোক দেখানো জীবন ত্যাগ করে সত্যিকারের জীবন যাপনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে তার মতামত প্রকাশ করলে বর্ষণমুখর অন্ধকার ঝড় রাত্রিতে তাকে গীর্জা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এক গরীব পরিবার তাকে আশ্রয় দেয়। অপরদিকে সকল সন্ন্যাসী গ্রামের সর্দারের নিকট তার কঠোর শাস্তি দাবি করে বসে এবং গ্রামের ধর্মযাজক তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। খলিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে এবং সত্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়।

একদিকে রাজনৈতিক নেতা গ্রামের প্রতিনিধি, অপর দিকে ধর্মের প্রতিনিধি ধর্মযাজক দু' পক্ষই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সে এখন যাবে কোথায়? এমতাবস্থায় সাহস করে সমবেত জনতার সামনে তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা তুলে ধরলে জনতা প্রতিবাদ মুখর হয়ে সর্দার ও ধর্মযাজদের উপর চড়াও হয় এবং খলিলের জয়ের মাধ্যমে সত্যের বিজয় হয়।

অবশেষে ঝড় রাত্রিতে আশ্রয়দাতা গরীব পরিবারে ফিরে যায় এবং তাদের ষোড়শী যুবতী মেয়ে মরিয়মকে বিয়ে করে সুখের দিকে এগিয়ে যায়। উল্লেখ্য এই সংকলনটি জিবরান মেরী হাসক্যালকে উৎসর্গ করে তাঁর এক বাণীতে লেখেন- "সেই আত্মার প্রতি যা আমার আত্মাকে আলিঙ্গনে রেখেছিল। সেই হৃদয়ের প্রতি যার সব কিছু আমার হৃদয়ে উজাড় করে দিয়েছিলো। সেই হাতের প্রতি যা আমার আবেগময় জীবনে ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়ে ছিল। তাঁর প্রতি উৎসর্গ করলাম এই অমর গ্রন্থ।"[১]

Dhaka University Institutional Repository

(iv) চতুর্থ গ্রন্থ ঃ আল-আজনিহাতুল মুতাকাস্‌সিরা ঃ (১৯১২)

জিবরানের প্রথম এই উপন্যাসটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে এবং রচনা করেছিলেন ১৯০৬-১৯০৮[২] সালের মাঝামাঝি সময়ে এবং শেষ কয়টি অধ্যায় প্যারিসে অবস্থানকালে রচনা করেছিলেন। মূলত জিবরান নিজেই এই উপন্যাসের মূল নায়ক। তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনাকে উপন্যাসে রূপ দেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে জিবরান 'সালমা কারামা' নামক এক গ্রাম্য মেয়ের প্রেমে পড়েন। বেশ রূপসী সালমা তাঁর মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়। এবং এক পর্যায়ে জিবরান বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে সালমার অভিভাবক জানান গীর্জার পাদ্রীর ভ্রাতুস্পুত্রের সঙ্গে সালমাকে বিয়ে দিবে। পাত্রের বয়স অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিয়ে হয় কিন্তু দু'বছর পর সন্তান প্রসবের সময় মা ও শিশু দু'জনই মারা যায়। এতে জিবরান খুবই দুঃখ পান এবং সালমার মৃত্যুর জন্য মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে প্রথা, পাদ্রীর তথাকথিত শক্তি এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে দোষী মনে করেন। অতঃপর তিনি পুরো জীবন এই অবাঞ্ছিত ঘটনা ভুলে যেতে পারেননি এবং কিশোর বয়সেই সেই ঘটনা তাঁর মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। সেই থেকেই তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জিবরান উপন্যাসটি মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেন। তিনি আর কোনদিন এই রীতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেননি।[৩]

(v) পঞ্চম গ্রন্থ ঃ "দামআ ওয়া ইবতিসামা"

এটি মূলত জিবরানের ৫৬টি গদ্য কবিতার সংকলন। এতে ৫৬টি গদ্য কবিতা স্থান পেয়েছে। এতে তিনি মানব জীবনে ঘটে যাওয়া দুঃখ বেদনায় জর্জরিত সামাজিক সমস্যাদি নিজের দার্শনিক স্টাইলে চিত্রায়ন করেন। এই গদ্য কবিতাগুলো প্রথমে জিবরানের প্রবাসী বন্ধু আমীর গরীব কর্তৃক সম্পাদিত। স্বীয় জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে কবিতাগুলো রচিত।

সংকলনের ভূমিকায় তিনি বলেছেন-"আমার হৃদয়ের দুঃখ সমূহ মানুষের আনন্দের মাঝে পরিবর্তন করে দেয়। আমার আহত হৃদয়ের আঘাতে অশ্রু দিয়ে মুছে ফেলে হাসতে আমি রাজী নই; আমি আশাবাদী যে হাসি-কান্নার মাঝেই আমার জীবন অব্যাহত থাকবে। অশ্রু! আমার হৃদয়কে পবিত্র করে তুলবে এবং জীবনের গভীর রহস্য বোঝার উপকারে আসবে। আর হাসি! যা আমার আধ্যাত্মিক প্রজন্মের সাথে আমার সংযোগ ঘটাতে এবং আমার অবস্থানই আমার হাসির শিরোনাম হয়ে থাকবে।"

এই সকল কাল্পনিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা দিয়েই জিবরান তাঁর প্রবন্ধ ও গদ্য কবিতার সিরিজ লেখা শুরু করেন। তিনি নিজের প্রচুর অশ্রু পাপাড়িতেই রুখে রাখেন। তার পরেও যা রুতে পারেননি সেগুলো কবিতা, উপন্যাস ও গল্পে প্রকাশ করেন। প্রবাসী কবি নাসীর আরিদা যখন এগুলো গ্রন্থের রূপ দিয়ে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন প্রথম জীবনে নষ্ট হয়ে যাওয়া অসংখ্য লেখার মত এগুলোকে তিনি প্রকাশ করতে রাজী ছিলেন না এবং তিনি নাসীব আরিদার প্রশ্নের উত্তরে একটি কবিতার ছন্দে বললেন-

Dhaka University Institutional Repository

"আমার জীবনের সেই অধ্যায়--- প্রেমালাপ, অভিযোগ ও লোক কান্নার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে" অতঃপর তিনি আগে বলেন যে, "হাসি কান্না" নামক গ্রন্থের প্রণেতা সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং স্বপ্ন জগতে সমাধিত হয়েছে। কেন তোমরা তার সমাধি খনন করার চেষ্টা করছ? তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর। তবে ভুলে যেওনা সেই যুবকের আত্মা এমন এক ব্যক্তির শরীরে পূর্ণজাত হয়েছে যে দৃঢ়তা আর শক্তিকে সৌন্দর্য আর পরিস্থিতির ভালবাসা হিসাবে নেনে নিয়েছে এবং সে ধাবিত হয় একই সময়ে ভাংতে ও গড়তে। অতঃপর সে একই সময়ে মানুষের বন্ধু ও শত্রু।"[৪]

(vi) ষষ্ঠ গ্রন্থঃ "আল মাওয়াকিব"

এটি জিবরানের প্রথম কাব্য সংকলন। সেগুলো তিনি ১৯১৮ সালের দিকে রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ আরবীতে তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ "আল মুসিকা, আরায়িযুল নুরুজ, আল আর ওয়াহুল মুতামাররিদা, আল আজনিহাতুল মুতাকাস্‌সিরা ও দামআ ওয়া ইবতিসামা) প্রকাশিত হওয়ার পর এতে তিনি তাঁর অন্যান্য গদ্য রচনার মত তথাকথিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে কাব্য করে নিখুতভাবে বর্ণনা করেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য মানব জীবনের তথাকথিত আইন সংবিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিদ্রোহের বহিঃ প্রকাশ এবং সহজ সরল স্বাভাবিক জীবনের প্রতি ফিরে যাওয়ার উদাত্ত আহবান। এই সংকলনে তিনি যেমন লৌকিকতা ত্যাগ করে সহজ সরল প্রাকৃতিক জীবন ধারণের প্রতি আহবান করেছেন। অনুরূপভাবে প্রচুর রোমাঞ্চকর দৃশ্যেরও সমাহার ঘটিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন-

"হে গীতিকার কবি ও প্রেমিকের রজনী,
হে কল্পনা, আত্মা ও প্রতি ছায়ার রজনী,
হে স্মৃতি, ভালবাসা ও সুখের রজনী।"[৫]

এতে আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, জিবরানের "আল মাওয়াকিব" কাব্য সংকলনটি কবির হৃদয়ের অন্ত:কলহের ফসল, যুবক জিবরান ও অভিজ্ঞ জিবরানের মধ্যে। সেই কারণে আমরা তাঁর এই কাব্য সংকলনে আবেগ ও পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অবস্থানরত চিন্তাবিদ ও দার্শনিক জিবরানের পরিচয় পেয়ে থাকি। যেমন তিনি বলেন-

"অপারগবস্থায় হয় মানুষের মাদল
সমাধিস্থ হলেও শেষ হয়না তাঁর মাদল।"[৬]

সেই কারণে বলা যেতে পারে যে, জিবরানের "মাওয়াকিব" তাঁর জীবনের দু'টি অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। এক তাঁর অভিযোগ অনুভূতি ও আবেগময় সাহিত্য জীবন, দুই তাঁর কাল্পনিক চিন্তাধারা ও গভীর পর্যবেক্ষণের দার্শনিক জীবন।

Dhaka University Institutional Repository

(vii) সপ্তম গ্রন্থ ঃ "আল আওয়াসিফ" (১৯২০)

এটি একটি প্রবন্ধ সংকলন। এটি 'আল-আওয়াসিফ (ঝড়) শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং আরবী পাঠক অংগনে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, বিশেষ করে রচনাগুলো পাঠক সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার মধ্যে "হুফ্ফারুল কুবুর" (কবর খননকারী) 'আল উবুদিয়্যাহ' (উপাসনা), 'আল মালিকুস সিজ্জিন' (বন্দি রাজা), 'মাতা আহলী' (আমার মৃত পরিবার) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধগুলোতে আমরা লেখকের মাথায় ঝড়তোলা চিন্তাধারার চিত্র দেখতে পাই এবং জার্মান দার্শনিক নীৎসের (১৮৪৪ - ১৯০৯) চিন্তাধারার প্রভাব প্রবন্ধ সমূহে সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে।

তিনি "ইয়া বনী উম্মী" (হে আমার মাতৃ সন্তান) শিরোনামের প্রবন্ধে বলেন- "আমি তোমাদের ভালবাসতাম, এই ভালবাসা আমার ক্ষতি করেছে। তোমাদের কোন লাভ করেনি। আজ আমি তোমাদের ধিক্কার দিই, কিন্তু আমার ধিক্কার বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া শুকনো পাতা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি এবং কুঁড়ে ঘর ব্যতিত কোন কিছু ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। হে আমার মাতৃ সন্তান, তোমাদের দূর্বলতার উপর আমার ভয় হয় এবং ভয় দূর্বলতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।... হে আমার মাতৃ সন্তানেরা! আমি তোমাদের ধিক্কার দেই কারণ তোমরা সম্মান ও মর্যাদা সন্ধান করোনা। আমি তোমাদের ঘৃণা করি, কারণ তোমরা নিজেদের ছোট করে দেখ। আমি তোমাদের শত্রু, কারণ তোমরা তো ঈশ্বরেরও শত্রু, কিন্তু তোমরা তা জাননা।"[৭] এভাবে জিবরান তাঁর স্বজাতির বিরুদ্ধে নিজের দুঃখ ও ক্ষোভ বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক সমাজে তুলে ধরেছেন।

(viii) অষ্টম গ্রন্থ "আল বাদায়েই আল তারায়িব" (১৯২৩)

এটি একটি কাব্য সংকলন। সাহিত্য, শিল্প ও ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনা করার জন্য তার তাত্ত্বিক ধারণা এতে পাওয়া যায়। তিনি ১৭ বছর বয়সে এটি রচনা করেন এবং ১৯২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে জিবরান তাঁর দর্শন কাব্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। পাশাপাশি প্রবন্ধে আরব মুসলিম দার্শনিকদের আলেখ্যও রয়েছে।

(ix) নবম গ্রন্থ ঃ "The Prophet"

"দি প্রফেট" জিবরানের সু-প্রসিদ্ধ কাব্য। এটি তাঁর পরিচিতির অন্যতম বিষয়। এটি তাঁকে বিশ্ব সাহিত্য অংগনে স্থান করে দিতে শুধু সহযোগিতাই করেনি, বরং গদ্য ও কাব্য উভয় ক্ষেত্রে বিশ্ব সাহিত্য অংগনে বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের সারিতে দাঁড় করাতে সফল হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, জিবরান মূলতঃ রোমান্টিক এবং বাইবেল, নীৎসে ও উইলিয়াম ব্লেক দ্বারা প্রভাবিত হন। আরবী ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই তাঁর সব রচনায় ভালবাসা, মৃত্যু, প্রকৃতি, জীবন

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞাসা এবং মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি মৌলিক ভাবনা স্থান করে নিয়েছে। "দি প্রফেট" গ্রন্থে সেগুলি গভীর মমতা ও আবেগ নিয়ে প্রকাশিত। তিনি মানব জীবনের ভালোবাসা, বিয়ে, সন্তান, দান, পানাহার, কাজ, সুখ-দুঃখ, ঘর-বাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছেদ, বেচা- কেনা, অপরাধ-শাস্তি, বিধান, স্বাধীনতা, যুক্তি, আবেগ- বেদনা, আত্মজ্ঞান, শিক্ষা, সখ্যতা, কথাবার্তা, সময়, ভালবাসা, প্রার্থনা, আনন্দ, সুন্দর, ধর্ম ও মৃত্যু প্রভৃতির মত মানব জীবনের প্রধান বিষয় সমূহ তিনি সহজ ভংগীতে অথচ গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞায় সহজ-সরল শৈলীতে ব্যক্ত করেছেন। ফলে সহজে পাঠক চিত্তকে প্রভাবিত করে তাঁর কবিতাসমূহ।

বিশ্ব সাহিত্যের কালজয়ী এই কাব্যগ্রন্থে জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গভীর ও স্পষ্টভাবে বিধৃত যা মনের জানালাগুলো পরম যত্নে খুলে দেয় আর তখনি সত্য ভোরের আলোর মত পাঠকের সর্বত্র স্পর্শ করে। সহজ ভঙ্গিতে করা এসব উচ্চারণ মানবিক দর্শনকে নিটোল অন্তরঙ্গের সাথে তুলে ধরে আর নিরন্তর চিন্তার নির্দেশনায় যোগান দেয়। ব্যক্তির জীবনাচরণকে এই কাজ মহিমান্বিত করতে পারে। বিশুদ্ধ আনন্দের উৎসাহই শেষ পর্যন্ত এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়। সুন্দর নির্জনতা থেকে মানুষের হৃদয়ের কাছে এসে এই সব উচ্চারণ করেছেন জিবরান।

"দি প্রফেট" কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য তিনি এমন এক সময় বেছে নেন যখন মানুষ হাসি-তামাসা বাদ দিয়ে বাস্তবতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। খেলাধূলা থেকে মুখ ফিরিয়ে চিন্তা ও কল্পনার দিকে ধাবিত হয় এবং বস্তুবাদের ওপর আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়ে জিবরানের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় এবং পাঠক সমাজে এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, প্রথম প্রকাশেই আশি হাজার কপিরও বেশী বিক্রি হয় এবং বিশটিরও বেশী ভাষায় গ্রন্থটি অনুদিত হয়। এখন পৃথিবীর সবকটি চালু ভাষায় গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে। এর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কপিসহ এর বিক্রিত কপির সংখ্যা আমাদের কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

"The Prophet" এর মূল পঠন ভঙ্গিটা এরকম যে, "মোস্তফা" নামের একজন প্রেরিত মানুষ তাঁর দীর্ঘ প্রবাসকাল শেষে দ্বীপ জন্মভূমিতে ফেরার প্রক্কালে প্রবাস নগরীর "আল মিতরা" নামের এক মহিলার জীবন মৃত্যু ও মধ্যবর্তী সময়ের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বলেছেন যে, তিনি শুধু বক্তাই নন, নগরবাসীদের সাথে তিনিও এসব কথার শ্রোতা। শ্রোতারা শুরুতেই বলেছিল তারা তাঁর সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করবে।[৮]

"The Prophet" আরবীতে ভাষান্তর করেন জিবরানের ঘনিষ্ট বন্ধু মিখাইল নুআয়মা। মূল অবিকৃত রেখে তাতে নিপূণ প্রাণ সঞ্চার করেছেন, যা পাঠককে মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় অনুবাদের কথা। নিয়ে যায় একান্ত মৌলিকতার সাথে বিশ্বমানের নিয়ন্ত্রণ যেখানে, মনে হয় যেন গ্রন্থটি জিবরান আরবীতেই রচনা করেছেন, তারপরও মনে হয় জিবরান যদি নিজেই অনুবাদ হাতে নিতেন, অন্তত পক্ষে "The Prophet" গ্রন্থটি অনুবাদ করতেন নিজের একান্ত কলাকৌশল দিয়ে, মনের মাধূরী মিশিয়ে তাহলে পাঠক, বিশেষ করে আরবী সাহিত্য বড় লাভবান হতো, এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি কিন্তু তা করেননি। অনুবাদ অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এখানে "The Prophet" থেকে "আত্মজ্ঞান" সম্পর্কে জিবরানের বক্তব্যের অনুবাদ তুলে ধরা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

তোমার হৃদয়ে
নীরবতার মধ্যেই জানতে পায়
দিনগুলির ও রাতগুলির গোপন খবর।
কিন্তু তোমাদের শ্রবনেন্দ্রীয় তৃষ্ণার্ত হয়
তোমাদের হৃদয় জ্ঞানের ধ্বনির জন্যে।
চিন্তার মধ্যে সর্বদাই সজ্ঞাত হও
তাকে শব্দের আকারে জানা চাই,
তোমাদের নগ্ন শরীরকে
তোমাদের আঙ্গুল দিয়ে ছুঁতে পারা চাই।
তোমাদের ভালো করেই তা পারা দরকার
তোমাদের আত্মার মধ্যে লুকানো ফোয়ারাটিকে
অবশ্যই জাগিয়ে তোলা দরকার
যেন ঝির ঝির শব্দে সে
সাগরের দিকে বয়ে যায়।
আর তোমাদের অতল গভীরে থাকা ঐশ্বর্যকে
তোমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ করতে হবে
তবে তোমাদের অজানা ঐশ্বর্যকে মাপার জন্যে
কোন নিক্তি পাবেনা।
আর তোমাদের জ্ঞানের গভীরতার তল পাবেনা
দন্ড কিংবা গভীরতা মাপার দড়ি দিয়ে।
কারণ আত্মা একটা সমুদ্র
যা অসীম ও পরিমাপহীন
বলো না-
"আমি সত্যকে পেয়েছি"
বরং বলো-
"আমি একটি সত্য পেয়েছি"
একথা বলোনা-
"আমি আত্মার পথটি খুজে পেয়েছি"
বরং বলো-
"আমি আমার পথে যেতে যেতে
আত্মার দেখা পেয়েছি।"
কারণ আত্মা সব পথেই হেঁটে যায়
আত্মা একটা রেখা ধরে হাটে না
অথবা বাড়েনা নলখাগড়ার মতন
আত্মা নিজেকে
পক্ষের অগন্য পাপড়ির মত ছড়িয়ে দেয়।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

জিবরানের এই দর্শন পড়ে অনেক পশ্চিমা দার্শনিকগণ তাঁর অমরগ্রন্থের প্রশংসা করতে কৃপণতা করেননি। যেমন পশ্চিমা লেখক জর্জ রাসেল বলেন- "আমি ভাবিনা প্রাচ্যে এত সুন্দর একটা কণ্ঠস্বরে কথা বলেছে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর পর খলিল জিবরানের "The Prophet" ঠিক সে রকম যিনি একাধারে চিত্র শিল্পী ও কবি। বহু বছর ধরে এমন সুন্দর চিন্তার পরিপূর্ণ বই আমি দেখিনি। যখন পড়ি আমি আগের চাইতে ভাল বুঝি সক্রেটিস ব্যাংকুয়েট এ যা বলতে চেয়েছেন যখন তিনি চিন্তার সৌন্দর্যের কথা বলেন যা রূপের সৌন্দর্যের চেয়ে গভীরতর মায়ানুদ্ধতার অনুশীলন করে। আমি এর প্রতিটি পাতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি, আর প্রতি পাতা থেকে আমি খুজে পাই কিছুনা কিছু সৌন্দর্য ও প্রবাহমান চিন্তা।"[১০]

অপর পশ্চিমা লেখক ক্লদ ব্রাগডন বলেন- "তাঁর ক্ষমতা এসেছিল আধ্যাত্মিক জীবনের একটি মহৎ ভান্ডার থেকে। তা নাহলে তাঁর এই সৃষ্টি এতোটা সার্বজনীন ও এরকম শক্তিশালী হতে পারতোনা। তবে ভাষার মহিমা ও সৌন্দর্য যা দিয়ে একে তিনি আবৃত করেছেন, সে সব ছিল তাঁর নিজস্ব।"[১১]

এটাই জিবরান সাহিত্য যা বিশ্ব সাহিত্য অংগনে জিবরানিজম বা **'জিবরানবাদ'** নামে খ্যাত যার মাধ্যমে তিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যে ঈর্ষণীয় স্থান করে নিতে শুধু সক্ষম নন সফলও হয়েছেন। তাই তাকে আধুনিক আরবী সাহিত্য বিশেষ করে প্রবাসী আরবী সাহিত্যের "অগ্রদূত" উপাধিতে ভূষিত করা হলে একটুও বেশী বলা হবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

নাট্য সাহিত্যে জীবরান

আরবী সাহিত্যে নাটক রচনার প্রচলন ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে। এর আগে নাটক রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আধুনিক আরবী কবিতা ও গদ্য রীতিতে যেমন দুটো ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের দান অপরিসীম তেমনি আরবী নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশেও এদুটো মহাযুদ্ধের অবদান অনস্বীকার্য।

আরবী নাটকের প্রারম্ভিক পর্বে ঐতিহাসিক ঘটনা, স্বজাত্যবোধ ও ঐতিহ্য চেতনা নাটক রচনার বিষয় বস্তু ছিলনা। কিন্তু পরবর্তীকালে আরবী সাহিত্যিকগণ নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী ও বিষয়বস্তুকে তাঁদের নাটক রচনার উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেন।[১২]

গদ্য রীতিতে যাঁরা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তাদের মধ্যে জীবরান খলীল জীবরান অন্যতম। জীবরান মূলতঃ কবি এবং দার্শনিক কবি। এজন্যে তাঁর নাটকে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাই আশ্রয় লাভ করেছে অধিক মাত্রায়। জীবরান দর্শনের মূলতত্ত্ব জীবনবাদ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সমন্বয় সাধনই জীবরান দর্শনের মূল বক্তব্য। এক বিন্দু জলে গোটা সমুদ্রের অস্তিত্ব কিংবা এক কণা বালিতে গোটা মরুভূমির অস্তিত্ব এই দার্শনিক তত্ত্বই জীবরান মতবাদের সারবস্তু। এবং এই মতবাদই তাঁর সমস্ত রচনায় বিস্তারিত।[১৩]

খলিল জিবরান মূলত খৃষ্টধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর রচনার বিষয় বস্তুতে মুসলিম দর্শন পরিস্ফুট। তাঁর 'ইরামা জাতিল ইমাদ' গৌরবের রাজধানী নাটকটি মুসলিম দর্শনের একটি জলন্ত আলেখ্য। নাটকটির ভূমিকা দিতে গিয়ে লেখক পবিত্র কুরআনের আয়াত, "আ'লাম তারা কায়ফা বেআদে ইরামা জাতিল ইমাদ আললাতি লাম ইউখলাক মিসলুহা ফিল বিলাদ" এবং হাদিসের অংশ 'ইয়াদ যুলুহা বায়াদা উম্মাতি' ছাড়াও আশরাবীর মাযেরুল মুলুক' গ্রন্থ থেকে একটি গল্পের অবতারণা করেছেন।

অতঃপর 'স্থান' 'সময়' 'চরিত্র' ইত্যাদি সন্নিবেশ করে নাটকের শুরু করেছেন। নমুনা হিসাবে নাটকটির প্রথম ও শেষ অংশ থেকে কিছু অংশ পেশ করা যায়।[১৪]

যেমন, স্থান ঃ ছোট বন; চারপাশে দাঁড়ানোর পপলার গাছ ও ঝাউশাখা। মাঝখানে গ্রাম। গ্রামের নাম আল-হারমিল। লেবাননের পূর্ব-উত্তরদিকে অবস্থিত। অদূরে একটি নদী বহমান। নদীর নাম আল-আসি। গ্রামের একটি নির্জন পুরোনো বাড়ী।

সময় ঃ মাঝামাঝি শ্রাবণের বিকেল।

চরিত্র ঃ জয়নুল আবেদীন (নাহাওন্দের অধিবাসী। বয়স চল্লিশ। সিন্ধ পুরুষ।)

নাজীব রাহমী (লেবাননের একজন বিজ্ঞ পন্ডিত। বয়স তিরিশ বছর।)

আমিনা (বয়স কেউ বলতে পারেনা। তাপসী বলে পরিচিতা।)

Dhaka University Institutional Repository

[পর্দা উঠালে দেখা যাবে জয়নুল আবেদীন একটা হাতের তালু ভাঁজ করে গালে ঠেকিয়ে এবং কনুই হাঁটুতে ভর দিয়ে বৃক্ষের ছায়ায় বসে আছেন। বেড়ানোর ছড়িটা পাশেই মাটিতে ঠেস দেওয়া নাজীব রাহমী সেখানে ঘোড়ায় চড়ে প্রবেশ করবেন : তারপর ঘোড়া থেকে অবতরণ করে ঘোড়াটা গাছের কান্ডের সাথে বেঁধে দু'হাত দিয়ে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে জয়নুল আবেদীনের ঠিক সামনে এসে বসবেন।]

নাজীব।। আস্‌সালামু আলাইকুম, জনাব।

জয়নুল।। ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম। (মুখটা একটু নোড়ালেন। তারপর মনে মনে আওড়ালেন, সালাম হয়ত গ্রহণ করলাম কিন্তু এর পবিত্রতা? সেটা ভিন্ন জিনিস।)

নাজীব।। আচ্ছা, এখানে কি তাপসী আমিনা থাকেন?

জয়নুল।। হ্যাঁ, এটা তাঁর বাসস্থানের মধ্যে একটা।

নাজীব।। এটা ছাড়া কি তাঁর আরও বাড়ী আছে?

জয়নুল।। তার এতো বাড়ী যে, সেসব গণনার বাইরে।

নাজীব।। আমি অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি। কই, অসংখ্য বাড়ীর কথাতো কেউ বলেনি?

জয়নুল।। এতে বুঝা যায় আপনাকে যারা সংবাদ দিয়েছে তারা চর্মচক্ষু ছাড়া আর কিছুই দেখেনা এবং দুটো কান দিয়ে ছাড়া কিছুই শুনেনা। আমিনা তাপসী সবখানেই আছেন। (পাশের ছড়িটা হাতে নিয়ে অগ্রভাগ দিয়ে পূর্বদিকে দেখিয়ে) এমনকি ঐ পাহাড়ের চূড়ায়ও তাঁকে দেখা যায়, আবার এই উপত্যকা ভূমিতেও তিনি বিচরণ করেন।"

নাজীব।। আচ্ছা, আজ কি তিনি এখানে ফিরবেন।

জয়নুল ।। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি নিশ্চয় ফিরবেন।

নাজীব।। (জয়নুল মুখোমুখী হবে একটা পাথরের উপর বসে এবং এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে) কিছু মনে করবেন না, আপনার দাড়ির ধরণ দেখে মনে হয় আপনি প্রার্থী।

জয়নুল।। হ্যাঁ, আমার জন্ম নাহওয়ান্দে, প্রতিপালিত হয়েছি সিরাজে এবং লেখাপড়া শিখেছি নিসাপুরে। পূর্ব-পশ্চিম অনেক জায়গায়ই ভ্রমণ করেছি: কিন্তু একটা কথা কি আমি সব জায়গায়ই জ্ঞানে দরিদ্র ছিলাম।

নাজীব।। নিজেকে সবাই দরিদ্র বলেই পরিচয় দেয়।

জয়নুল।। সত্যি কথা। আমি হাজার লোকের সাথে মিসেছি, আলাপ করেছি, কিন্তু এমন একটি লোকও পাইনি যে নিজের ভাগ্যেই সন্তুষ্ট। বিরাট পৃথিবীর ভিতর নিজের সামান্য গন্ডি নিয়ে সকলকেই ব্যস্ত দেখতে পাই। পৃথিবী সম্বন্ধে ধীরভাবে কোন চিন্তাই তারা করে না।

নাজীব।। (জয়নুলের কথায় একটু আশ্চর্যান্বিত হয়ে) আচ্ছা, জনাব তা'হলে কি মানুষ ও তার জন্মের সাথে কোন যোগসূত্র নেই?

Dhaka University Institutional Repository

জয়নুল।। মানুষের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা নিজেদের জীবনেই সীমাবদ্ধ এবং চিন্তাধারা কেবল নিজেদের জীবন ঘিরেই। তাদের দূর্বল দৃষ্টি নিজের চলার পথের পদক্ষেপ ছাড়া এক ইঞ্চি বাইরে যায়না এবং নিজের হেলান দেওয়ার দেয়াল ছাড়া কোথাও কাঁধ সরেনা।

নাজীব।। আমাদের মধ্যে সবারই তৃতীয় চক্ষু নেই যা দিয়ে তারা জীবন সম্বন্ধে খুব তলিয়ে দেখবে। এই কারণেই তাদের দূর্বল দৃষ্টি থেকে আলোর উৎস দূরের কথা সূক্ষ্ম চিন্তাও আশা করা যায়না।

জয়নুল।। সত্যি কথাই বলেছেন। তবে এটাও ঠিক যে, আঙ্গুর না চটকালে তা থেকে শারাব পাওয়া যায়না।

নাজীব।। (কিছুক্ষণ ধীরভাবে চিন্তা করে) আমি অনেক বছর যাবত আমিনার তাপসীর জীবন সম্বলিত গল্প শুনেছি। সেই সব গল্প আমাকে আকৃষ্ট করেছে। শেষ পর্যন্ত মনস্থ করেছি তাঁর সাথে দেখা করবো। তাঁর জীবনের গোপন রহস্য জানবো।

জয়নুল।। পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই আছে যে আমিনাকে ভাল করে জানতে পারে। বাগানে ভ্রমন করে কি সাগরের তলদেশের মুক্তোর সন্ধান পাওয়া যায়?

নাজীব।। মাফ করবেন, জনাব। আমি আপনার কথা স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিনা। জানি আমার পক্ষে তাঁর জীবন রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়, তথাপি আমার জানবার ইচ্ছা, তিনি যে সাধনা নগরের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন আমাকে তার অধিবাসী করবেন। সেই নগরের সুবর্ণ রাজধানীতে আমি তাঁর একজন হবো।

জয়নুল।। তাঁর ধৈর্য্যের দরজার পাশে আপনার প্রতীক্ষা করা উচিত। যদি সে দরজা খুলে যায় তবে আপনার সৌভাগ্য, গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবেন। যদি তা না হয় আপনার পক্ষে আক্ষেপ, নিরানন্দ জীবন।

****

নাজীব ।। প্রত্যেক ধারণায়ই কি সত্য নিহিত আছে?

আমিনা।। নিশ্চয়, কোন কিছু আত্মার আয়নার সামনে না দাঁড়ালে প্রতিবিম্ব পড়েনা। স্বচ্ছ হ্রদের ধারে গাছপালা না থাকলে কি করে হ্রদের জলে ছায়া প্রতিফলিত হবে? অস্তিত্ববিহীন কোন পদার্থের সূর্যের আলোকে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়না। অস্তিত্ব না থাকলে কোন কিছু দেখা এবং অনুভব করা যায়না। যখন আপনি কোন জিনিস দেখেন, বিশ্বাস করবেন সত্যিকারের গোপন রহস্য কিছুই আপনি বাইরের চক্ষুতে দেখবেন না। সেই সব বুঝতে হলে তৃতীয় চক্ষু খুলতে হবে, তবেই আপনি সফল হবেন। বিশ্বাসীদের ধারণা সাধারণ মানুষের চেয়ে পৃথক। তাঁরা বিশ্বাসটাকে তাঁদের চারপাশের দেয়াল মনে করেন এবং সেই দেয়াল ঘেরা পথে যখন তাঁরা ভ্রমণ করেন তখন ভাবেন; এই শহরের কোন বহিঃপথ নেই। ভেতরেই এটা স্বয়ংসম্পন্ন।" (আমিনা উঠে দাঁড়ালেন ও চারপাশে একটু চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে ঘুরে ঘুরে।) বিশ্বাসীরা চিরকাল বেঁচে থাকবেন আর অবিশ্বাসীরা

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র কয়েক ঘন্টা। তাদের জীবন কত ক্ষুদ্র যারা পৃথিবীতে হওেও মুখের সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়া আর কিছুই বুঝেনা। আর তারাও খুব বুদ্ধিহীন যারা সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দৈহিক ছায়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই দেখেনা।

নাজীব।। (দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়ে) তাহলে লোকের কাছে কি বলব যে, ইরাম, গৌরবের শহর, কেবল আধ্যাত্মিক স্বপ্নের শহর? আমিনা তাপসী সেখানে পৌঁছেছেন তাঁর প্রেম, ভালবাসা, চেষ্টা, আকাঙ্খা ও একনিষ্ঠ বিশ্বাস দ্বারা?

আমিনা।। হ্যাঁ, তাদেরকে বলবেন, ইরাম গৌরবের রাজধানী, পৃথিবীর সাগর পর্বত মরুভূমি যেরূপ বর্তমান, তদ্রুপ। বলবেন আমিনা সেখানে পৌঁছেছে কঠিন মরুভূমি পার হয়ে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করতে নির্জন জীবনের অভিশাপ বহন করে। বলবেন সেই রাজধানী তাদের পরিশ্রমে মানব থেকে গোপন করে নয় বরঞ্চ মানবই তাঁর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বলবেন, ইরামে পৌঁছেতে যারা পথ ভুল করে তারা যেন কঠিন রাস্তাকে দোষারুপ না করে বস্তুতঃ দোষারূপ করে, তাদের পথ চালককে। আরও বলবেন, যারা সত্যের আলো না জ্বালে, তারা তাদের সামনের পথ বরাবরই অন্ধকার দেখবে, একেবারে অন্ধকারময়। (আমিনা প্রেমময় চোখ তুলে উপরে তাকালেন মুখে স্বর্গের আভা।)

নাজীব।। (আস্তে আস্তে আমিনার দিকে অগ্রসর হলেন ও ভক্তিতে মস্তক নোয়ালেন) তাহলে আমি মানুষের ঘরে পৌঁছে যাবো সূর্যাস্তের পূর্বেই যেন অন্ধকার আমার রাস্তাকে গিলতে না পারে।

আমিনা।। আলোকে পথ চলুন। আল্লাহর বিশ্বাসই আলো।

নাজীব।। যে প্রদীপ আমার হাতে দিলেন তা নিয়ে হাঁটতে আমার আর কোন ভয় নেই।

আমিনা।। আলোময় সত্য পথে চলুন। দেখবেন কঠিন ঝড়ও সে আলো নিভাতে পারবেনা। (আমিনা দীর্ঘ ও এক দৃষ্টিতে নাজীবের দিকে তাকালেন।)

জয়নুল।। (নাজীবের দিকে অগ্রসর হয়ে) এখন আপনি কোথায় থাকবেন?

নাজীব।। আমার প্রতিবেশীদের কাছে, আমি নদীর ধারে।

জয়নুল।। সেসব লোকের সান্নিধ্যে পৌঁছতে আপনার সাথী হতে পারব কি?

নাজীব।। নিশ্চয় পারবেন। তবে আপনিত এখানে আমিনা তাপসীর কাছাকাছি আছেন। আমিও যদি থাকতে পারতাম।

Dhaka University Institutional Repository

জয়নুল।। আমরা সূর্য থেকে দূরে আছি। সূর্যের কাছাকাছি যেতে পারিনা তথাপি সূর্য আমাদের খুবই দরকারী। আমি সপ্তাহে একবার আসি আর্শীবাদের জন্য; নিজেকে পরিতৃপ্ত করে চলে যাই।

নাজীব।। চলুন আমরা যাই। এখন থেকে একা নয় অনেকে-সপ্তাহে একবার নয়, হাজার বার এই পথে আসবো।

(নাজীব ঘোড়াটাকে বৃক্ষের কান্ড থেকে মুক্ত করলেন এবং জয়নুল আবেদীনকে পাশে বসিয়ে দু'জনে চললেন অনন্তের পথযাত্রী।)

'ইরামা বাতিল ঈমাদ' নাটকে জীবরানের রচনার বৈশিষ্ট্যময় দিক জীবনবাদই সুস্পষ্ট। নাটকোচিত গুণাবলীতে এটা কতটা সমৃদ্ধ সেটা অবশ্য প্রশ্নসাপেক্ষ। নাটকে চরিত্র অঙ্কন এবং দৃশ্য ইত্যাদির বাহুল্য নেই। তিনটি মাত্র চরিত্র এবং তিনটি চরিত্রই প্রধান; এক অঙ্ক এবং এক দৃশ্যেই নাটকটির পরিসমাপ্তি। তবে সংলাপ বাক্য এতো দীর্ঘ যে, তা বক্তৃতায় রূপ লাভ করেছে। আধুনিক নাট্য সমালোকদের মতে দীর্ঘ সংলাপ যুক্ত বাক্য আধুনিক ভঙ্গী সঞ্জাত নয় এবং নাটক মঞ্চস্থ করার সময় এসব প্রায়ই বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে অসুবিধে ঘটায়। তবে নাটকটির ভাষা পান্ডিত্যপূর্ণ এবং উপমা রূপকল্পও চমৎকার।

জীবরান রচনা দর্শনতত্ত্ব ভারাক্রান্ত একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই নাটকটি তত্ত্ব সমৃদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মিশরের আনতুন ইয়াজবাক এবং সিরিয়ার মারুন গুমন (জন্ম ১৮৮১) নাটকে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করে জনসাধারণের যে সমর্থন অর্জন করেছেন, জীবরানের ভাগ্যে তা জোটেনি। জীবরানকে বুঝতে হলে যেমন তৃতীয় চক্ষুর দরকার তেমনি তাঁর নাটক অনুধাবন করতে হলেও অন্তঃচক্ষু উন্নত হওয়া দরকার। এদিক দিয়ে বিচার করলে 'ইরামা জাতিল ইমাদ' নাটক রচনা কিন্তু সার্থক নাটক নয়। সার্থক নাটকের জীবন সম্পর্কিত গতিবেগ এবং মর্মাত্মক ভূমিকা এতে অনুপস্থিত এবং রসানুভূতিও কম।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য সাহিত্যে জীবরান

রেনেসাঁ যুগই আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলে চিহ্নিত। ফরাসী বিপ্লবকে এই যুগের সূচনাকাল বলা চলে। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নেপোলিয়নের মিশর ও নিকট প্রাচ্য আক্রমণের ফলশ্রুতি সমগ্র আরব জগতে এক চেতনা সঞ্চারী ক্রিয়া করে। তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী শক্তি মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিদায় নেয়ার পর পশ্চিমা দেশসমূহের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের এক সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন পশ্চিমা প্রভাবের তেজোদ্দীপ্ত আলো মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাণ বন্যা বইয়ে দেয়।

পাশ্চাত্য ভাবধারা সম্বলিত নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে। এপ্রসঙ্গে মিশরীয় পণ্ডিত হাসান আল আরবার (মৃত্যু-১৮৩৪) এর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'দারউল-উলুন'-এর নাম করা যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ এখানে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করতেন। লেবাননের প্রখ্যাত পন্ডিত বুতরুস আল বুসতানী (১৮৮১-১৮৮৩) প্রতিষ্ঠিত আরবী সাময়িক পত্রিকা 'আলজিনান'-এর ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।[১৬] সাংস্কৃতিক বিনিময় ও আরবী সাহিত্যে ফলপ্রসূ ক্রিয়া সাধিত করার পক্ষে পরম সহায়ক হয়। মিশরের খেদিব মোহাম্মদ আলী সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি রিফা-আ-আল তাহতাবী (১৮০০-১৮৭৩) এর নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক দল ইউরোপে প্রেরণ করেন।[১৭]

পরবর্তী সময়ে এই পণ্ডিত ইউরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন রচনা আরবীতে অনুবাদ করে মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেন। খেদিব মোহাম্মদ আলী ভেষজ, কারিগরী ইত্যাদি শিক্ষা সংক্রান্ত অসংখ্য স্কুল কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬৯ সালে সুয়েজ খালের উন্মুক্তিকরণ ও মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক যোগাযোগে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই খাল উন্মুক্তের ফলে পশ্চিমা দেশের সঙ্গে মিশরসহ মধ্যপ্রাচ্যের সব অঞ্চলেই যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হয় এবং পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করে তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।

সর্বপরি গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই মিশর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পীঠস্থানে উন্নীত হয়। মুসলমানদের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র মিশরের 'আল আযহার' বিশ্ববিদ্যালয়ও রেনেসাঁ আন্দোলনে অগ্রনীর ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই আন্দোলনে আহমদ লুতফী আল-সায়্যীদ সম্পাদিত 'আল জারিদা' (গেজেট) এবং মাহমুদ হাসান হায়কল সম্পাদিত 'আল সিয়াসা' (রাজনীতি) নামক মিশরের পত্রিকা দুইটির ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ইরাক থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আল জাবরা' এবং তারও দুই দশক আগে রাজ্জা গান্নাম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'আল ইরাক' পত্রিকাদ্বয়ের ভূমিকাও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী কবিতায় আধুনিক ভাবধারা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই শুরু হয়। কবিতার আঙ্গিক গঠন, বর্ণনা কৌশল, রূপকল্প, উপমা নির্বাচন সব কিছুতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আরোপিত হতে শুরু করলো। প্রাচীনপন্থী কাসিদা, গজল ও গানের স্থানে রূপলাভ করলো সনেট, ট্রিওলেট, ভিন্‌লানেল এবং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের খন্ড কবিতা।[১৮]

এই প্রচেষ্টায় যাঁরা সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন তাদের মধ্যে মিশরের মাহমুদ সামী আল বারোদী (১৮৩৯-১৯০৪) , আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২), হাফিজ ইব্রাহীম (১৮৭২-১৯৪৯), আব্দুল মোহসীন কাজেমী (১৮৭০-১৯৩৫), আহমদ জাকী আবু শাদী (১৮৯২-১৯৫৫), সিরিয়ার নাসিফ আল ইয়াজেজী (১৮০০-১৮৭১), ফ্রান্সিস মাররাম (১৮০৫-১৮৭৩), ইরাকের আল-ফারুকী (১৭৮১-১৮৬১), আল-আখরাম (১৮০৫-১৮৭৩), ইবরাহীম আল তাবা-তাবাঈ (১৮৩২-১৯০১), মারুফ আল-রুসাফী (১৮৭৩-১৯৪৫), জামিল সিদকী আল জাহাবী (১৮৬৩-১৯৩৬), নাজিব আল-হাদাদ (১৮৬৬-১৮৯৯), লেবাননের জীবরান খলিল জীবরান (১৮৮৩-১৯৩১), আমিন আল রায়হানী (১৮৭৬-১৯৪০), তানিয়্যুল আবদুহ্ (১৮৭৫-১৯২৬), হালিম দাসূল (জন্ম-১৮৮৮) প্রমূখ নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের কাব্যকর্মের মূল পটভূমি স্বাধীনতা, স্বজাত্যবোধ, স্বদেশ প্রেম, সামাজিক ও রাজনৈতিক যন্ত্রনা, নিসর্গপ্রীতি ইত্যাদি। তাছাড়া কাব্যের আঙ্গিক, ছন্দ, বর্ণনাভঙ্গী, চিত্রকলা এবং উপমা নির্বাচনেও কবিরা সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

কবিতা যে শুধু আঙ্গিক গঠন, চিত্রকর্ম ও বর্ণনা কৌশল সীমাবদ্ধ নয় তার প্রমাণ বিধৃত জীবরান খলীল জীবরানের কবিতায়। জীবনবোধের সঙ্গে দর্শন ও আধাত্মিকতার সমন্বয় জীবরানের কবিতাকে এমন স্তরে উন্নীত করেছে যার উপলব্ধিতে দার্শনিক মনোভাবেরই প্রয়োজন। দর্শন তত্ত্ব ছাড়াও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যময় দিক এই যে, কাব্যের আঙ্গিক নির্মাণ এবং ছন্দ প্রকরণে সম্পূর্ণ আধুনিকতার ধারার পক্ষপাতী তিনি।

জীবরানের রচনায় প্রথম পাঠেই রূপক প্রতীকের ঐশ্বর্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা তাঁর ভাষার নিরলঙ্কার সারল্যের মধ্যে লক্ষ্য করি বিশ্বের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরাজির সুর ও ছন্দ। তাঁর কবিতার দার্শনিক দৃষ্টিকোণ, মানবিক আবেদন ও আবেগের গভীরতা কবির কাছ থেকে যে বিশেষ রচনা শৈলী ও ভাষাভঙ্গী দাবী করেছিলো তা তিনি অভিনন্দনযোগ্য
ভাবে পূরণ করনে।[১৯] নমুনা স্বরূপ জিবরান খলিল জিবরানের লেখা কিছু কবিতা তুলে ধরা হল-

কুসুমের গান

কবি প্রকৃতির রাজ্যে বিদ্যমান ফুলের আত্মকাহিনী তুলে ধরেছেন তার **"কুসুমের গান"** কবিতায়। ফুলের নিজেস্ব কোন বাকশক্তি নেই। সে প্রকৃতির কণ্ঠে কথা বলে। সে নিজকে আকাশ থেকে খসে পড়া নক্ষত্র বলে মনে করে সে পঞ্চভুতের কন্যা, শীতের মধ্য দিয়ে বসন্তে এসে জন্ম

Dhaka University Institutional Repository

নেয়। সে গ্রীষ্মে লালিত পালিত হয়ে শীতে ঝড়ে যায়। সে ভোরের বাতাসে দোল খেয়ে আলোর আগমন বার্তা শোনায় এবং সন্ধ্যায় পাখিদের সাথে মিলিত হয়ে দিনের আলোকে বিদায় জানায়। ------ সে উষার আলোতে চোখ খোলে, শিশির কণা পান করে। পাখিদের গান শোনে, ঘাসের ছন্দে ছন্দে সে নাচে। সে প্রেমের উপহার মালা, সে বিয়ের ফুল, সে স্মৃতিময় উপকরণ। সে মৃতের কফিনে জীবিতের শেষ দান। সে মানুষের আনন্দ ও বেদনার অংশ। এজন্য সে নিজেকে নিয়ে কখনো ভাববার অবকাশ পায় না। তাই কুসুমের আবেদন, মানুষ যেন তার মত এই প্রজ্ঞা অর্জন করে। কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

আমি এক সদয় শব্দ
প্রকৃতির কণ্ঠে উচ্চারিত ও পুনরুচ্চারিত;
নীল তাঁবু থেকে খসে পড়া আমি এক নক্ষত্র।
আমি দুহিতা পঞ্চভূতের, শীতের গর্ভজাত,
যাকে জন্ম দিয়েছে বসন্ত।
আমার শৈশব কাটিয়েছি আমি গ্রীষ্মের ক্রোড়ে,
আর ঘুমিয়েছি শীতের শয্যায়।।

উষার আমি মিলিত হই সমীরণের সাথে,
ঘোষণা করি আলোর আগমন;
সন্ধ্যায় যোগ দিই পাখিদের সঙ্গে,
আলোকে জানাই বিদায়।।

আমার মোহন বর্ণালীর সাজে
সেজে ওঠে সমতল প্রান্তর,
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সুগন্ধ আমার।।

তন্দ্রাকে আমি আলিঙ্গন করি যখন,
নিশীথের নয়ন তখন আমাকে সতর্ক প্রহরা দেয়।
জেগে উঠে আমি সূর্যের পানে তাকাই,
সেই তো দিবসের একমাত্র আঁখি।।

সুরার বদলে আমি পান করি শিশিরকণা,
আমি কান পেতে শুনি পাখিদের গান,
আমি নেচে চলি তৃণের দোলার ছন্দে ছন্দে।।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিকের উপহার আমি,
আমি বিয়ের ফুলমালা;
আমি সুখ-মুহূর্তের মধুমাখা স্মৃতি,
মৃতকে দেয়া আমি জীবিতের শেষ দান,
আমি অংশ আনন্দ ও বেদনার।।

কিন্তু আমি ঊর্ধ্বে দৃষ্টি মেলে দিই
শুধু আলোর জন্য,
কখনো নিচের দিকে তাকাই না
নিজের ছায়া দেখার বাসনায়।
এই হল প্রজ্ঞা, যা শিখতেই হবে মানুষকে।।

***

মানুষের গান

মানুষের যে সত্তা বেদনা লাঞ্ছিত হয়, সে কখনো লয় পেতে চায়না। সে বিশ্বের প্রারম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত অমর হয়ে থাকতে চায়। মানুষের সত্তা অন্তহীন ক্ষমতা চায়। সে আকাশে বিচরণ করে; আর্দশের জগতে সে প্রবেশ করতে চায় অসীম শূন্যের ভিতর দিয়ে। কিন্তু তার কষ্ট হল সে পৃথিবীর নীতিমালায় বন্দি। কনফুসিয়াস, ব্রহ্ম, বৌদ্ধ আর্দশের ছায়াতলে তৃপ্ত না হয়ে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানুষের সত্তা সর্বত্র আছে। মুসার সাথে সীনাই পাহাড়ে, যীশুর সাথে জর্দানে, মুহাম্মদের সাথে মদীনায়, তবুও সে বিভ্রান্ত। ব্যবিলন, মিশর, রোম সভ্যতা তাকে তৃপ্ত করতে পারেনি। সে আইনদূরের যাদুকর, আসিরিয়ার পুরোহিত, ফিলিস্তিনের প্রেরিত পুরুষদের জ্ঞান অর্জন করেও সত্য খোঁজে বেড়ায়। সে প্রাচীন ভারত ও আরবীয় সভ্যতার জ্ঞান আহরণ করেও অন্ধ ও বধির। শত লাঞ্ছনা, ক্ষুধার যন্ত্রনা তাকে ক্লান্ত করতে পারে না, অদম্য এক শক্তি তাকে প্রেরণা দেয় নতুন দিনকে বরণ করে নেয়ার। যেদিন হৃদয় পূর্ণ হয়ে ইশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। মানুষের সত্তার অসীম সম্ভাবনার এমনই এক জয়গান গেয়েছেন কবি জিবরান তার "মানুষের গান" কবিতায়। কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

প্রারম্ভের মুহূর্তে থেকে আমি এখানে ছিলাম,
এবং এখনো আমি এখানে আছি।
আর বিশ্বের অন্তিম লগ্ন অবধি আমি এখানে থাকবো,
কারণ আমার বেদনালাঞ্ছিত সত্তা।
কোন বিলুপ্তি নেই।।

Dhaka University Institutional Repository

আমি অনন্ত আকাশে বিচরণ করেছি,
উর্ধ্বে আরোহণ করেছি আদর্শ জগতের সীমানায়,
ভেসে গিয়েছি অসীম শূন্যের ভেতর দিয়ে,
কিন্তু এখন আমি এইখানে,
মাপ-জোকে বন্দী।।

কনফুশিয়াসের শিক্ষার বাণী আমি শুনেছি,
আমি শুনেছি ব্রহ্মার প্রণ্ড উচ্চারণ,
জ্ঞানবৃক্ষের পাদদেশে আমি বসেছি
বুদ্ধের চরণতলে,
তবু এখনো আমি এইখানে
উদ্ধত অবিশ্বাস আর অজ্ঞানতার আঁধারে নিমজ্জিত।

জোহাভা যখন মুসার কাছে আসেন
তখন আমি ছিলাম সিনাই পাহাড়ে,
আমি যিশুকে দেখেছি জর্দানে
নানা অলৌকিক কান্ড করতে,
মুহম্মদ যখন মদিনায় যান
আমি তখন সেখানে ছিলাম।
তবু আজও আমি এইখানে,
চরম বিভ্রান্তির শিকার।।

তারপর আমি প্রত্যক্ষ করেছি ব্যাবিলনের শক্তি,
আমি দেখেছি মিশরের গৌরবগাথা,
আমি দেখেছি যুদ্ধরত রোমের মহাত্মা,
তবু আমার পূববর্তী শিক্ষা
ওইসব অর্জনের বিষাদ ও দূর্বলতা
আমার চোখের সামনে স্পষ্ট খুলে দিয়েছে।।

আমি আইনদূরের যাদুকরদের সঙ্গে আলাপ করেছি,
আমি বির্তকে লিপ্ত হয়েছি।
আসিরিয়ার পুরোহিতদের সঙ্গে,
আমি প্যালেস্টাইনের প্রেরিত পুরুষদের কাছ থেকে
ছেঁকে নিয়েছি জ্ঞানের মণিমুক্তা
তবুও আজও আমি সত্যের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি।।

Dhaka University Institutional Repository

আমি জ্ঞান আহরণ করেছি
সুনীল শান্ত ভারত থেকে,
আমি আরবের প্রাচীনতার গভীরে ডুবে দিয়েছি,
আমি শুনেছি সব
যেখানে যা কিছু আছে শোনবার,
তবু আমার হৃদয় অন্ধ ও বধির।।

স্বৈরশাসকদের হাতে আমি লাঞ্ছিত হয়েছি,
উন্মাদ আগ্রাসী শক্তি আমাকে
ক্রীতদাসে পরিণত করেছে,
নির্যাতনের শিকার আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়েছি,
কিন্তু তবুও আমার ভেতরে
একটা অদম্য শক্তি আছে
যার সাহায্যে প্রতিটি নতুন দিনকে স্বাগত জানাবার জন্য
আমি সতত সংগ্রাম করে চলি।।

আমার চিত্তপূর্ণ
কিন্তু শূন্য আমার হৃদয়।
আমার দেহ বৃদ্ধ
কিন্তু আমার অন্তর এক শিশু।
হয়তো যৌবনে আমার হৃদয় বেড়ে উঠবে,
কিন্তু আমি প্রার্থনা করি সেই মুহূর্তের জন্যে
যখন বার্ধক্য পৌঁছে
আমার ঈশ্বরের কাছে আমি প্রত্যাবর্তন
করতে পারবো।
তখন শুধু তখনই, পূর্ণ হয়ে উঠবে আমার হৃদয়।।

প্রারম্ভের মুহূর্ত থেকে আমি এখানে ছিলাম,
এবং এখনো আমি এখানে আছি। আর
বিশ্বের অন্তিম লগ্ন অবধি আমি এখানে থাকবো,
কারণ আমার বেদনা লাঞ্ছিত সত্তার
কোন বিলুপ্তি নেই।।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মার গান

কবির ভাষায়, আত্মার গভীরে হৃদয়ের অন্ধুরে শব্দহীন গান বাস করে। সে কালির অক্ষরে গান গাইতে চায়না। সে গান স্নেহ-মমতা ঢেকে ফেলে; কখনো মুখে ফুটে উঠেনা। সে পার্থিব ইথারে ভেসে যাবে-এ আশংকায় নিঃশ্বাসের সাথে তাকে বের করে দিতে চায় না। অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শি ভাষায় কবি তার আত্মার আত্মকাহিনী তুলে ধরেছেন **"আত্মার গান"** কবিতায়। কবিতাটি এখানে তুলে ধরা হল ঃ

আমার আত্মার গভীরে আছে
এক শব্দহীন গান,
যে গানের বাস আমার হৃদয়ের অন্ধুরে।
কাগজের পাতায় কালির অক্ষরে
সে গান গলে যেতে নারাজ।
এক স্বচ্ছ আভরণে সে-গান
ঢেকে ফেলে আমার স্নেহ মমতা,
আর ভেসে যায়, ভেসে যায়,
কিন্তু কখনো ফুটে ওঠে না মুখে।

কেমন করে তাকে আমি বার করে দেবো
আমার নিঃশ্বাসের সাথে?
আমার ভয় হয়
সে মিশে যাবে পার্থিব ইথারে।
কাকে শোনাবো আমি এই গান?
এর বাস আমার আত্মার গৃহে,
নিষ্ঠুর কানকে যে এর বিষম ভয়।

আমি যখন আমার ভেতরের নয়নের দিকে তাকাই
তখন এর ছায়ার ছায়াকে দেখতে পাই।
আমি যখন আমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ স্পর্শ করি
তখন অনুভব করি তার দ্রুত স্পন্দন।

হ্রদের বুকে যেভাবে
ঝলমলে নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পড়ে,
তেমনিভাবে আমার হাতের যাবতীয় কর্মকান্ড
তার উপস্থিতি মেনে নেয়।
উজ্জ্বল শিশির বিন্দু যেভাবে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষীয়মাণ গোলাপের গোপন কথা বলে দেয়
সেই ভাবে তা প্রকাশ করে
আমার চোখের জল।
এই গানকে রচনা করে
প্রকাশ করে নীরবতা।

এড়িয়ে চলে হট্টগোল।
একে বিকশিত করে সত্য,
স্বপ্ন একে উচ্চারণ করে বারংবার,
প্রেম একে বোঝে
জাগরণ একে রাখে লুকিয়ে
আর এই গানই গায় আত্মা।

এগান হল ভালোবাসার গান,
কোন কেইন বা ইসাউ
গাইতে পারে এই গান?

যুঁই ফুলের চাইতেও মিষ্টি এর ঘ্রাণ,
কোন কণ্ঠ পারে একে বন্দী করতে?
কুমারীর গোপন কথার মতো হৃদয়বন্দী এই গান।
কোন তন্ত্রী পারে একে শিহরিত করতে?
কার সাহস হয় সমুদ্রের গর্জন
আর বুলবুলির গান
এক সঙ্গে মিলিয়ে দিতে?
কার সাহস হয়
ঝড়ের তীব্র চিৎকারের সংগে
শিশুর কোমল নিঃশ্বাস তুলনা করতে?
কার সাহস হয়
তাকে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করতে?
যে গান ঈশ্বরের
কোন মানব সন্তান পারে
তাকে মুখে উচ্চারণ করতে?

******

Dhaka University Institutional Repository

অপার্থিব

মাটি থেকে যেমন মাটি বেরিয়ে আসে, তেমনি ক্রোধ আর হিংসা জন্ম দেয় ধ্বংস। পৃথিবীর উপাদান দিয়েই পৃথিবী সৃজন করে দালান, কোঠা আর স্তম্ভ। কবির ভাষায় উর্ধ্বমুখ উপাসনাগৃহ, পৃথিবীই পৃথিবীকে নিয়ে লোকগাঁথা, অনুশাসন, নীতিমালা বুনন করেছে। এসব দেখে পৃথিবী ক্লান্ত হয়েছিল। স্বপ্ন আর অলৌকিক মায়া দৃশ্য দেখে সে ক্রুদ্ধ। এমনিভাবে সে পৃথিবী বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে অপার্থিবতার চিত্র এঁকেছেন তার **"অপার্থিব"** কবিতায়। যেমন-

ক্রোধ আর হিংসার ঝাপটে মাটি বেরিয়ে আসে-
মাটির ভিতর থেকে মাটি,
মনোরম ছন্দে পৃথিবীর উপর দিয়ে নৃত্যায়িত
ভঙ্গিমায় হেঁটে যায় পৃথিবী
পৃথিবীর উপাদান ছেনে পৃথিবী সৃজন করে অট্টালিকা
তৈরি করে স্তম্ভ।

উর্ধ্বমুখ উপাসনাগৃহ,
এবং পৃথিবী বুনন করে পৃথিবীকে নিয়ে লোকগাথা
এমনকি অনুশাসন, আইন শৃঙখলার নিয়ম কানুনগুলি-

এইসব করার পরে পৃথিবী ক্লান্ত হয়েছিল, এইসব
অবিশ্রান্ত কর্মচঞ্চলতায়,
পৃথিবীর ফাঁপানো বিস্তারে
স্বপ্ন আর অলৌকিক মায়াদৃশ্য দেখে ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

তখন তো পৃথিবীর দৃষ্টিপথ, অনির্বচনীয় বিশ্রামের ঘুম,
নিশ্চিন্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী আলস্যের আয়োজনে
প্রতারিত হতে থাকে,
এবং সেই সময়ে,
তখন পৃথিবী ডেকে বলে পৃথিবীকে-
আমি সেই মাতৃগর্ভ, আমিই তো সমাধিস্থল,
যতদিন না ওই আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি
ধ্বংস হয়ে যাবে।
সূর্য পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে,
ততদিন
আমিই সেই গভীরে মাতৃগর্ভেই থেকে যাব,
কিংবা সমাধির অঙ্গনমঞ্চে-

Dhaka University Institutional Repository

হে রাত্রি

কবি **'হে রাত্রি কবিতায়'** রাতকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তুমি সন্ধ্যার পর বিশাল আকার ধারণ করে প্রত্যুষকে গ্রাস কর, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মুকুট পড়ে তুমি স্তব্ধ হয়ে থাক। তুমি তোমার সকল দৃষ্টি নিয়ে জীবনের গভীরতা স্পর্শ কর, শুনতে পাও মৃত্যুর আর্তনাদ। দীর্ঘ এ কবিতায় কবি সমস্ত প্রাকৃতিক জগতটা কিভাবে রাত্রির কোলে ঢলে পড়ে; আর রাত্রি প্রাকৃতিক জগতের সাথে কি আচরণ করে তারই একটা মর্মস্পর্শি চিত্র আঁকা হয়েছে এ কবিতায়। যেমন-

হে রাত্রি- প্রেমিকের প্রেমিকার রাত্রি, কবি আর গায়কের রাত্রি হে,
তুমি তো অশরীরীর রাত্রিকাল, অলৌকিক এবং আত্মার মোহময়ী রাত্রি,
হে আশার এবং স্মৃতির দীর্ঘস্থায়ী রাত্রি,
তুমি সন্ধ্যার মেঘকে খর্বায়িত করে বিশাল হয়ে অধিকার কর প্রত্যুষকে
ত্রাসের তরবারি হাতে তুমি অস্ত্রধারী উজ্জ্বল জোৎস্নার মুকুটে সজ্জিত
স্তব্ধতা, নিস্তব্ধতার আবরণে তুমি আবৃত।

তোমার সহস্র রকমের দৃষ্টি দিয়ে তুমি গভীরতা স্পর্শ কর
জীবনের, তোমার সহস্ররকমের শ্রুতি নিয়ে তুমি
শুনতে পাও মৃত্যুর আর্তনাদ।

অনস্তিত্বের গোঙানি,
স্বর্গের আলোক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তোমার অন্ধকারের ভিতর থেকে
তার কারণ কি দিন, যা আলো হয়ে আমাদের
পরিবৃত করে রাখে পৃথিবীর দুর্বোধ্য ব্যবহারে,

যন্ত্রণাবিদ্ধ শাশ্বতকালের সম্মুখে তুমি চোখ খুলে দাও
আমাদের আশার দিকে,
কারণ দিন আমাদের প্রতারণা ক'রে অন্ধ ক'রে রাখে
সীমার মধ্যে- পরিমাপের মধ্যে,
তুমি সেই অনাহত নীরবতার আবরণ উন্মোচন কর, ধীরে অতি সন্তর্পণে
স্বর্গের উন্মীলিত শক্তির উন্মোচন,
কারণ দিনের কোলাহল আত্মাকে উত্তেজিত করে কেবলই,
যার অস্তিত্ব শুধু প্রয়োজন এবং বিস্ময়ের মধ্যে স্থিত,
রাত্রি- তুমি সেই বিচার উপহার দাও দুর্বলকে, স্বর্গীয় ঘুম দাও,
যাতে সে সবসময়ে সবলের শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে পারে নিজেকে।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি সেই ক্ষমাশীল রাজন, কোমল আঙুলের আশ্রয় বুলিয়ে দাও
সহস্র হতভাগ্যের জ্বলে যাওয়া চোখের উপরে,
তখন হৃদয়ে আসুক শান্ত অবস্থান-
তোমার নীল আচ্ছাদনের ভাঁজে ভাঁজে প্রেমিকের আত্মা
সমর্পণ খুঁজে পায়, সান্ত্বনা খুঁজে পায়
তোমার শিশিরে ধোঁওয়া পা দু'খানিতে যন্ত্রণাবিদ্ধরা
অশ্রুমোচন ক'রে ভারহীন হয়েছিল।
তোমার কররেখায় যেখানে উপত্যকার নীল সৌরভ রয়েছে
সেখানে আগুন্তুকরা স্নেহাতিশয্য অনুভব করে- কত সহজ সেই পাওয়া,
তুমিই প্রেমিকের একাকিত্বের সঙ্গী, তুমিই সান্ত্বনা দিয়ে থাকো
বঞ্চিতকে, তোমারই আশ্রয় তাঁর একমাত্র যে নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন যে,
তোমার ছায়ায় কবির ভালবাসা স্থিত, যেখানে দেবদূতেরা জেগে ওঠেন,
তোমারই মুকুটের আশ্রয়ে চিন্তাশীলের চিন্তা বিস্তারিত হয়ে ওঠে,
কবিকে প্রেরণা যুগিয়ে দাও তুমি, দেবদূতকে তার বোধি, আর
দার্শনিককে সত্যিকারের পথ দেখাও তুমি, দর্শনের সঠিক পথরেখা।

যখন আমার অস্তিত্ব ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মানবিক বোধে
যখন আমার দুচোখ দিনের মুখচ্ছবি দেখে ক্লান্ত হয়,
যখন অতীত ইতিহাসের অশরীরীরা কোথায় ঘুমিয়ে রয়েছে খুঁজতে থাকি,
খুঁজতে থাকি সেই অস্পষ্ট উপস্থিতি
হাজার পায়ে যা এইসব পথ হেঁটে গিয়েছিল
মাটির উপর দিয়ে হেঁটে- দীর্ঘকাল আগে।

তারপর অস্থির পৃথিবীকে যে তুমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলে,
তোমার সামানে থমকে দাঁড়াই,
সেখানে সেই ছায়ার চোখের উপরে চোখ রাখি, শুনি,
অদৃশ্য পাখা ওড়াবার শব্দ, অনুভব করতে থাকি নৈঃশব্দের,
অদৃশ্য জামাকাপড়ের মসৃন স্পর্শ,
এবং ক্রুর কঠিন কৃষ্ণ অন্ধকারের ভয়ংকর ভয়ের প্রহার নিতে থাকি-

হে রাত্রি, সেইখানে আমি সুন্দরকে দেখি, দেখি মহিমান্বিতকে
স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে উদ্ভাসিত, শিশিরের ওড়নায় ঢাকা মুখ,

Dhaka University Institutional Repository

মেঘের চাদরে আবৃত মুখ, সূর্যের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছে,
বিদ্রূপ করছে দিন মণিকে, দিনকে, ভৃত্য এবং ক্রীতদাসদের
পরিহাস ক'রে চলেছে, যারা প্রতিমার সম্মুখে নতজানু
জাগর পূজায় অভিভূত-
সেইসব রাজপুরুষগণ যারা ভেলভেট এবং রেশমি শয্যায় সুখনিদ্রায় বিভোর,
তাদের প্রতি তোমার ক্রোধ দেখতে পাচ্ছি,
তুমি যখন শিশুদের নিশ্চিন্ত ঘুমের শয্যায় অক্লান্ত পাহারা দিয়ে চলেছ
তখন তস্কররাও তোমার শাণিত দৃষ্টির সম্মুখে সংকুচিত হচ্ছে দেখতে পাই,
দেহোপজীবিনীদের মিথ্যে হাসির জন্য তোমার ক্রন্দন আমি শুনতে পাচ্ছি,
তোমার আহ্লাদ সত্যিকারের প্রেমিকের অশ্রুবিসর্জনের সময়,
তোমার ডানহাত সত্যের দিকে নির্দেশিত দেখতে পাই, দেখতে পাচ্ছি
মন্দকে পদদলিত করছ তুমি। কালো-অন্ধকার-সবকিছুর প্রতিই
তোমার মুখর বিদ্রোহ।

সেই সব স্থানে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, হে রাত্রি এবং
যদিও ভয়ংকরী তবু তুমি মাতৃমমতার মতন
আমার নিকটে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
যখন স্বপ্নাতুর আকাশ কুসুম রচনাকারী আমি তোমার সন্তান তখনও।

সেই সব অবিশ্বাসের আবরণ উন্মোচিত হল, তোমার এবং আমার মধ্যে,
তুমি ধীরে ধীরে তোমার রহস্যময় গোপন সম্ভারগুলির
দ্বার উন্মোচিত ক'রে চলেছে,
আমি আমার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা কানে কানে বলে চলেছি,
তোমার স্বাভাবিক ভয়ের মূর্তি মধুর হয়ে উঠছে, আমার কাছে। নিকটতর
হয়ে আসছে আমার হৃদয়ে।
ফুলের অস্ফুট কানাকানির চাইতেও অনেক নিকটে,

আমার ভয় আজ অন্তর্হিত হল। এখন আমি পাখিদের চাইতেও শান্ত।
তুমি তোমার দৃঢ় দুটি হাত দিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত কোলে তুলে নিয়েছ,
আমার চোখ দুটিকে দেখতে শেখাচ্ছো, আমার হৃদয়কে ভালবাসতে শেখাচ্ছো,
অন্যরা যাদের ঘৃণা করে তাদের। আমার কণ্ঠস্বরকে কথা বলতে
শেখাচ্ছো। এবং অন্যরা যাদের ভালবাসে তাদের ঘৃণা করতে
শেখাচ্ছো তুমি, আমার শ্রুতিকে শুনতে শেখাচ্ছো মধুময় সংগীতের ধ্বনি,

Dhaka University Institutional Repository

আমার চিন্তার ঝর্ণার জলে তুমি তোমার আঙুল আলতো ক'রে
আমার চিন্তার ঝর্ণার জলে তুমি তোমার আঙুল আলতো ক'রে
বুলিয়ে দাও, আর আমার ধ্যান নিবিড়তর হয়ে বহমান হয়ে চলে
খরস্রোতা নদীর মতন,
তোমার তপ্ত ওষ্ঠ যুগল দিয়ে আমার আত্মার ওষ্ঠাধরে চুম্বন করেছ তুমি,
সেই চুম্বনের মোহময় স্পর্শে মুহূর্তে আমার আত্মা দাবানলের
মতন জ্বলে ওঠে। আমি তোমারই সমভিব্যবহারে রয়েছি, হে রাত্রি
তোমারই অনুসরণ ক'রে চলেছি যতদিন না তোমারই সঙ্গে
একাত্ম হয়ে উঠেছি। আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম যতদিন না
আমার সত্তা তোমারই প্রতিমার মতন চরিত্র হয়ে ওঠে,
আমার অন্ধকারের অস্তিত্বে ভালবাসার নক্ষত্রপুঞ্জ গাঁথা হয়ে
জ্বলজ্বল করছে।
এবং আমার হৃদয়ে একটি চন্দ্রিমা স্বপ্নের মিছিলে দীপ জ্বালিয়ে
দিয়েছিল, আলোকিত করেছিল সেই স্বপ্নগুলি,
আমার ঘুমহীন অস্তিত্বে নিবিড় হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে নৈঃশব্দ
প্রেমিকের গোপনতম প্রিয় কথাগুলি, সেইখানে প্রতিধ্বনি হচ্ছে
পূজারীর প্রার্থনা, আবৃত্তির সুরধ্বনি,
আর আমার মুখে ইন্দ্রজালের মুখোশ,
মৃত্যুর যন্ত্রণায় যা ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে গিয়েছে,
তরুণের উদ্ভাসিত সংগীতে সেই মুখমুখোসের রূপ সংশোধিত,
সেই রকম ভাবতে ভাবতে গেলে আমরা দুজনেই তো একই রকমের,
হে রাত্রি, তুমি স্বীকার কর, তাই নয় কি,

আমার আশে-পাশের মানুষ জনেরা কি বলবে আমি অহংকার করছি,
যদি বলি আমি তোমারই সদৃশ,
মানুষজনেরা কি নিজের সঙ্গে নিজের তুলনায় অহংকার করে না অহরহ,
আমি তোমারই মতন,হে রাত্রি।
কারণ তোমাকে এবং এই আমাকেও সকলে একই অভিযোগে
অভিযুক্ত ক'রে থাকে, যা প্রকৃতই আমরা নই,
তবুও আমি তোমারই মতন যদিও,
সোনালী মেঘ দিয়ে জ্যোৎস্না আমার মাথায়
মুকুট পরিয়ে দেয় না,

Dhaka University Institutional Repository

আমি তোমারই মতন যদিও উষা তার গোলাপি
রশ্মি দিয়ে আমার আচ্ছাদন সিবন ক'রে দেয় না,
আমি তবুও তোমারই মতন যদিও, দুধ সরোবর দিয়ে
আমি বৃত্তায়িত নই।
আমি সেই সীমাহীন অন্ধকার, শান্ত, যার দুর্বোধ্যতার
কোনও সীমা নেই,
শেষ নেই গভীরতার,

যখন আত্মাগুলি আনন্দের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,
দুঃখের অন্ধকারে আমার আত্মা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে,
আমি তোমারই মতন হে রাত্রি,
আর যখন আবার প্রত্যূষ আসবে, তখন
আমার সময়ের দীপ নির্বাপিত হবে শেষবারের মতন।

****

পৃথিবী

কবি জিবরানের **"পৃথিবী"** কবিতাটিকে বলা যায় তার **"হে রাত্রি"** কবিতার পরিপুরক। প্রকৃতির জগতটা রাত্রি এবং দিনের দুটি অংশে পতিত হয়। পূর্বের কবিতায় কবি রাত্রিকে উদ্দেশ্য করে মনের মাধুরী মিশিয়ে যা বলেছেন **"পৃথিবী"** কবিতায় তিনি পৃথিবীকে লক্ষ্য করে সেভাবেই মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। এ কবিতায় কবি পৃথিবীর সাথে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের একটি নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন। যেমন- এক জায়গায় তিনি বলেছেন-

"তোমার (**পৃথিবী**) শরীরের উপাদান দিয়ে আমরা কামান
এবং গোলা বারুদের
আত্মম্ভরিতার সৃষ্টি করি,
কিন্তু আমাদের শরীরের উপাদান দিয়ে তুমি সৃজন কর
লিলি ফুল আর গোলাপের সৌন্দর্য।"

এ জন্য কবি তাকে ছাড়া পৃথিবীকে অস্তিত্বহীন, মিথ্যা বলে মনে করেন। কবিতাটি নিম্নরূপ-

সুধাময়ী পৃথিবী, আলোকের প্রতি নিখুঁত
আনুগত্যে মহান, সূর্যের প্রতি সমর্পণে কত না মহৎ-
ছায়ার আবরণে ঢাকা মধুময় রহস্যময়ী
সম্পূর্ণ আড়াল করার মতন মুখোশ ঢাকো মুখ, না বুঝতে
পেরে আরও আকর্ষণীয় হয়ে আছো মায়াবরণে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যুষের সংগীত ব্যথা ভোলায় কিন্তু কঠিন নয় কি সন্ধ্যাকালের উচ্ছ্বাস
মাপা তোমার ব্যবহার, পরিপাটি- হে ঐশ্বর্যময়ী
তোমার সমতল ক্ষেত্রগুলির উপর দিয়ে আমি হেঁটে গিয়েছি,
পর্বতের শিখরে শিখরে উঠে গিয়েছি, তোমার উপত্যকায়
আমি নেমেছি কতবার,
কতবার তোমার গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি,
তুমি জনো,
তোমার সমতল ক্ষেত্রগুলিতে বিচরণ করার সময়ে লক্ষ্য করেছি
সেখানে রয়েছে স্বপ্ন, পর্বতের শিখরে দেখতে পেয়েছি,
তোমার অহংকার, উপত্যকার আমি সাক্ষী ছিলাম শান্তির,
পাথরে তোমার দৃঢ়তা এবং গুহার ভিতরে অগণিত গোপন সম্ভার।

তুমি দূর্বল একদিকে, অন্যদিকে অসীম শক্তিও রয়েছে তোমার অবয়বে,
একদিকে বিনয়ে অবনত হয়েছিল, অন্যদিকে কর্কশতম ব্যবহার,
কমনীয় একদিকে অন্যদিকে কঠিন, স্পষ্ট এবং গোপনও,
তোমার সমুদ্র রাশির উপর দিয়ে চলে গিয়েছি, তোমার নদীগুলিতে
খুঁজেছি অনেক, তোমার ঝর্ণার উৎসে আমি ফিরে গিয়েছি বারবার।

তুমি জোয়ার ভাটার স্রোতের মধ্য দিয়ে শাশ্বতকালের কথা
বলে চলেছ আমি শুনেছি,
যুগ প্রতিধ্বনি করে তোমার পাহাড়ে পর্বতে সংগীতময়তায়,
গিরিখাত এবং উৎরাই-এর মধ্য দিয়ে শুনতে পেয়েছি,
তারা ভীষণ চীৎকার ক'রে ডাকছে জীবনকে,
শাশ্বতকালের ওষ্ঠদ্বয়ে তুমি মুখাবয়ব, সময়ের আঙুল
এবং পিছনে টানা সুতোর বাঁধন, জীবনের রহস্যময়তা এবং সমাধান।
তোমার বসন্ত আত্মার ভিতরভিত পর্যন্ত জাগিয়ে তুলেছিল,
সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল হরিৎ শস্যক্ষেত্রে, সেখানে তোমার সুগন্ধ নিঃশ্বাস
ধোঁয়ার মতন উঠে যায় উপরের দিকে আকাশে নীলিমায়,
গ্রীষ্মে পরিশ্রমের ফসল আমি দেখেছিলাম, শরৎকালে
আঙুর ক্ষেতে তোমার রক্ত বইছে লাল মদের মতন, তোমার শীত ঋতু
আমাকে শয্যার উষ্ণতায় নিয়ে গিয়েছিল যেখানে হিম এবং তুষার
তোমার পবিত্রতা রক্ষা ক'রে চলেছে, আমি দেখেছিলাম বসন্তের

Dhaka University Institutional Repository

কি উদ্দাম তোমার সুগন্ধ বাতাস, গ্রীষ্মের উদারতায়
তুমি অন্তরঙ্গ, শরতে পূর্ণ প্রাচুর্য সম্ভারে-
এক শান্ত নির্মেঘ রাত্রিতে আমি তোমার অস্তিত্বের দরজাগুলি
জানালাগুলি খুলে দিয়েছিলাম, আর সেই খোলা জানালা দিয়ে
দেখতে গিয়েছিলাম তোমাকে,
আমার হৃদয় উন্মত্ত হয়েছিল লালসা আর অভিপ্রায়ে,
আমি দেখতে পেলাম তুমি শুধু সেইসব নক্ষত্রদের দিকে
তাকিয়ে রয়েছ নির্নিমিখ, যারা তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছে,
তাই তো আমি আমার সংগ্রহজাল গুটিয়ে ফেলেছিলাম,
কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে,
তোমার দূরত্বেই আমার অস্তিত্বের বিচরণক্ষেত্র,
এমনকি আমার ইচ্ছাগুলিও তোমারই ইচ্ছা থেকে প্রসূত, আমার
শান্তি তোমার শান্তির মধ্যে স্থিত,
এবং আমার সুখ ও সোনালি ধুলোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে
যা তোমার শরীরে ছড়িয়ে দিয়েছিল অনন্ত নক্ষত্রবীথি।

একদিন রাত্রে যখন আকাশ ধূসরতর হয়ে গিয়েছিল, যখন
আমার সমস্ত সত্তা চিন্তিত হয়েছিল, বিষন্ন,
আমি পায়ে পায়ে তোমার নিকটে গিয়েছিলাম,
তোমাকে দেখে বিশাল মনে হচ্ছিল সেই সময়ে,
যেন ঝড়ের ক্রুদ্ধ অস্ত্রে সজ্জিত তুমি অতীতের সঙ্গে
বর্তমানকে নিয়ে লড়াই করছ,
নূতনকে দিয়ে মুছে দিচ্ছ পুরাণোকে। সবলকে অবকাশ দিচ্ছ
দূর্বলকে মুছে ফেলতে,
তখনই আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে মানুষজনের তৈরি
আইনকানুন আসলে তোমারই আইন,
আমি শিখেছিলাম যে, তার মৃত্যু অবধারিত এবং দুখজনক
যে ঝড়ের ঝাপটে শুকনো ডালপালাগুলো ভেঙে ফেলতে না পারে,
এবং যারা বিপ্লবকে ব্যবহার করতে শেখেনি,
শুকনো পাতাগুলি ছেঁটে ফেলতে শেখেনি,
তারা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

কত প্রাচুর্যময়ী তুমি, হে পৃথিবী, কি মধুর স্নেহময়ী তুমি
তোমার সন্তানদের প্রতি,
যারা অর্জন করতে পেরেছিল, অথবা যারা কোনদিন সক্ষম হয়নি,
এই দুইয়ের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত অস্থির হয়ে উঠলে
তুমি স্নেহের হাসি হাসো,
আমরা পালিয়ে যেতে চাইলেও, গেলেও তুমি অচঞ্চল,
আমরা পাপ করি অনধিকারের, আর তুমি সংগঠিত হতে থাকো,
আমরা অস্বীকার ক'রে চলি, তুমি পবিত্র ক'রে তোল,
আমরা স্বপ্নহীন ঘুমে আচ্ছন্ন হলেও তুমি তোমার
শাশ্বত জাগরণের মাঠে স্বপ্নের ফুল ফোটাও।

আমরা তোমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত ক'রে চলি তলোয়ারে বর্শায়
আরও হাজারো রকমের অস্ত্রশস্ত্রে,
কিন্তু তুমি স্নেহসিক্ত আদরে আমাদের আহত স্থানগুলি শুশ্রুষা কর,
তোমার ভূমিগুলি আমরা ভরিয়ে ফেলি কঙ্কালে আর হাড়ের পাহাড়ে,
আর তুমি সেইসব উপাদান দিয়েই
আবার সৃষ্টি কর সাইপ্রাস আর কাশবনের সৌন্দর্য,
আমাদের পরিত্যক্তাংশ আমরা তোমার বক্ষে নিক্ষেপ করি,
তুমি বদলে পূর্ণ ক'রে দাও ধানে নবান্নে, ধানমাড়াইয়ের নৃত্যাঞ্জলিতে,
আঙুর দিয়ে ভরিয়ে তোল কর্ষণ ক্ষেত্রগুলি।

তোমার শরীরেও উপাদান দিয়ে আমরা কামান এবং গোলাবারুদের
আত্মম্ভরিতার সৃষ্টি করি,
কিন্তু আমাদের শরীরের উপাদান দিয়ে তুমি সৃজন কর
লিলিফুল আর গোলাপের সৌন্দর্য-
কি অসীম ধৈর্য্য তোমার পৃথিবী- ঔদার্যশালিনী তোমার অন্য নাম
তুমি কি ঈশ্বরের পদচারণার উৎক্ষেপে এক কণা ধুলো পরিমাণ
যখন তিনি বিশ্বচরাচরে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেছিলেন,
নাকি শাশ্বতকালের অগ্নিকুন্ডের একটি জ্বলন্ত অঙ্গারখন্ড মাত্র,
তুমি কি সেই বীজ, কর্ষিত ভূমিতে যা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যাতে
জ্ঞানবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা নিয়ে স্বর্গের দিকে উদ্ভাসিত
ঈশ্বরের সেই বৃক্ষমালা হয়ে যাতে পারো,

Dhaka University Institutional Repository

নাকি তুমিই সেই একবিন্দু রক্ত অসুরদের সম্রাটের, নাকি তার
কপালের একবিন্দু ঘাম- সূর্য যে ফলকে সুপক্ক ক'রে তোলে
তুমি কি তাই, ধ্রুব জ্ঞানবৃক্ষ থেকেই কি তুমি উদ্ভূত,
যার শিকড় শাশ্বতকালের মধ্যে বহমান,
যার ভালবাসা বিস্তারিত অসীমের মধ্যে অনন্তের মধ্যে-
ঈশ্বরের নির্ধারিত স্থানের কররেখায় স্থাপিত তুমি কি
ঈশ্বরের সময়ের দর্পণখন্ড,
কে তুমি হে পৃথিবী, কি তোমার উপাদান,
তুমি কি আসলে আমারই অস্তিত্ব।

তুমি আমার দৃশ্যময়তা, আমার বিচার, আমার জ্ঞান
এবং স্বপ্নের মণিমালা,
আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আমার দুঃখ আমার আনন্দের অংশ ভাগ,
আমার জাগ্রত সময়গুলি, আমার অসাবধান, আমার সৌন্দর্য,
যা আমার চোখে বিচরণ করে, হৃদয়ের প্রতীক্ষায়
অণির্বান জীবন স্পন্দন আমার আত্মায়,

তুমিই আমি আসলে হে পৃথিবী,
আমি যদি না থাকি, তোমারও অস্তিত্ব মিলিয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায়।

****

পূর্ণতা

মানুষের জীবনের পূর্ণতা কিভাবে আসে সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কবি তার **"পূর্ণতা"** নামক কবিতায়। কবির মতে, মানুষ যখন অনুভব করে যে, সে অসীম অবস্থানে, অকুল সমুদ্রে, অনন্তকালের দাহমান আগুনের অনির্বাণ আলোর মধ্যে বিরাজমান, তখনই সে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। বাতাস, ঝড়, বিদ্যুতের ঝলক, বৃষ্টি, ঝর্ণা, নদীর ঢেউ, বসন্তের তরুলতা, শরতের চারাগাছ, পর্বতের চূড়া, পতিত উপত্যকা, উর্বর সমতলভূমি, মরুক্ষেত্র ইত্যাদিকে যখন মানুষ স্ব-মূর্তিতে উপলব্ধি করে, তখনই মানুষ পূর্ণতার পথে যায়। কবিতাটির বাংলা অনুবাদ হল-

তুমি প্রশ্ন করেছিলে ভাই আমার,
মানুষ কখন পূর্ণতায় পৌঁছবে, আমি উত্তর দিচ্ছি শোন-
মানুষ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় তখনই যখন সে

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব করে সে এক অসীম অবস্থানের মধ্যে বিরাজমান।
এক তীরহীন সমুদ্রের মধ্যে, শাশ্বতকালের দাহমান অগ্নির
অর্নিবাণ আলো,

ধীর শান্ত বাতাস অথবা ক্রুদ্ধ ঝড়, বিদ্যুৎ ঝলকে ঝলকে তীক্ষ্ণ
আকাশ, কিংবা বৃষ্টিমুখর স্বর্গ। ঝর্ণার কলগুঞ্জন,
স্থির নদী তরঙ্গ। বসন্তে বিকশিত তরুরাজি, অথবা শরতের নগ্ন চারাগাছ,
উদ্ধৃত পর্বত শিখর, কিংবা নতোন্মুখ উপত্যকা, উর্বর
কর্ষিত সমতল ভূমি কিংবা মরুক্ষেত্র।
যখন কোনও মানুষ অনুভব করে এইসব, তখনই কিন্তু সে
পূর্ণতার পথে অধিক এগিয়ে গিয়েছে,
আর লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তার উপলব্ধি করা প্রয়োজন
যে, সে একজন শিশু-মায়ের ওপরে নির্ভরশীল,
কিংবা সে একজন পিতা সংসারের জন্য দায়ী, অথবা একজন যুবক
প্রেমের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে, প্রাচীন কেউ হয়ত
যুদ্ধ ক'রে চলেছে তার অতীতের সঙ্গে,
মন্দিরের পূজারি একজন কিংবা কারাগারে নিক্ষিপ্ত অপরাধী, পণ্ডিত
কেউবা, তার জ্ঞানের আয়োজনের মধ্যে অজ্ঞান আত্মা কেউ হোঁচট খাচ্ছে
রাত্রির অন্ধকার কিংবা দিনের দুর্বোধ্যতায়,
একজন দেহোপজীবিনী তার প্রয়োজন এবং দূর্বলতার ফণার
মাঝখানে দোলায়মান,
একজন দরিদ্র কেউ অসীম বিরক্তি এবং সমর্পণের মধ্যে বাঁধা পড়েছে
একজন কবি শিশির ধোয়া জ্যোৎস্না এবং প্রত্যুষের
সূর্য রশ্মির মধ্যে তার বিচরণ,
এইসব যে বুঝতে পারে, দেখতে পারে
উপলব্ধি করতে পারে হৃদয়ে,
তার পক্ষেই কেবল সম্ভব
পূর্ণতায় পৌঁছানো
এবং তারও পরে সে
ঈশ্বরের ছায়ার মত ছায়া হয়ে যায়।

****

Dhaka University Institutional Repository

গতকাল, আজ এবং আগামি প্রত্যুষ

এ কবিতায় কবি নারীর বিচিত্র স্বভাবের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন দুই বন্ধুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। কবি তার বন্ধুকে যখন বলল, যে (নারী) ঐ পুরুষের হাতে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে, গতকাল সে আমারই হাতে মাথা রেখেছিল। এসব শুনে বন্ধুটি বলেছিল আগামীকাল সে হয়ত আমার হাতেই মাথা রাখবে। কবিতার অনুবাদ নিম্নরূপ-

আমি আমার বন্ধুকে ডেকে বলেছিলাম
"দেখ,সে আজ ওই পুরুষের হাতে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে
গতকাল সে আমারই হাতে মাথা রেখেছিল-"
সে উত্তর দিল,
"আগামিকাল সে তো আমার হাতেই মাথা রাখবে"-

আমি বললাম,
"দেখ সে আজ ওই পুরুষের পাশে বসে রয়েছে
গতকাল সে আমার পাশেই বসেছিল-"

সে উত্তর দিল,
"আগামিকাল সে তো আমার পাশেই এসে বসবে"

এবং আমি বললাম,
"দেখেছ সে ওই পুরুষের পেয়ালা থেকে
চুমুক দিচ্ছে পানীয়-
কিন্তু সে গতকাল আমার পেয়ালায়
চুমুক দিয়েছিল-"

সে উত্তরে বলল,
"আগামিকাল সে তো আমার পেয়ালায়
চুমুক দেবে-"
আমি বললাম,
"দেখ দেখ কেমন প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে সে
ওই পুরুষটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে,
ঠিক এই রকম কামনামদির ভালবাসা দিয়ে
সে গতকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল-"

Dhaka University Institutional Repository

সে উত্তর দিল,
"আগামিকাল এই একইরকম ভাবেই সে
আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে-"

আমি বলেছিলাম-
"শুনতে পাচ্ছো সে কেমন সুন্দর ভালবাসার
গান গাইছে, ওই পুরুষটির কানে কানে।
গতকাল এই গানগুলিই ত আমাকে নিবিড়
ঘনিষ্ঠতায় শুনিয়েছিল-"

সে বলল,
"আগামিকাল একই গান সে গাইবে আমার
কানে কানে একান্তে-"

আমি বললাম,
"দেখেছ সে কেমন ক'রে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে
রেখেছে ওই পুরুষটিকে।
গতকাল এমনি ক'রেই সে আমাকে তার
ঘন আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছিল-"

সে বলল,
"আগামিকাল এই একইরকম ক'রে সে
আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকবে-"

আমি বলেছিলাম,
"কি অদ্ভুত আচরণ এই রমণীর"
এবং সে উত্তর দিল,
"এই রমণীর অন্য নামই তো জীবন।"

****

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসা ভালবাসা

ভালবাসার তাড়নায় তাড়িত হয়ে শৃগাল আর গন্ধমূষিক একই ঘাটে পানি পান করে। সেখানে সিংহও পানি পানি করতে আসে। বাজপাখি আর শকুনেরা যে একসাথে শবদেহ ঠোকরায় এটা ভালবাসার কারণেই। তারই একটা বাস্তবরূপ তুলে ধরেছেন কবি তার **"ভালবাসা ভালবাসা"** কবিতায়। কবিতাটি এখানে তুলে ধরা হল ঃ

ওরা বলেছিল শৃগাল এবং গন্ধমূষিক
একই ঘাটে এসে জলপান করে
সেই ঘাটে, যে ঘাটে সিংহও আসে জল পান করতে,

ওরা আরও বলেছিল যে বাজপাখি
আর শুকনেরাই কেবল একসাথে শবদেহ ঠোকরায়,
এবং পরস্পর একসাথে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে
মৃত মানুষজনদের স্তূপের মধ্যে-
হে ভালবাসা,
তোমার ওই ঐশ্বর্যপূর্ণ অঞ্জলিবদ্ধ হাতই কেবল আমার
মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে,
অনবরত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দহনও,
আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে নিয়ে যায়,
অহংকার এবং ক্রমাগত আত্মসম্মানবোধের ভিতরে,

আমার দূর্বল সত্তার অনুভবে রুটি এবং মদের সদব্যবহার।
লালসার ইন্ধন জাগিয়ে দেবে,
কঠিন এবং শক্তিশালীরাই কেবল যেন এইসব অধিকার
ক'রে নিতে না পারে,
তারপর বরং আমি যদি অনাহারে থাকি তাও ভাল
যে পাত্র তুমি পূর্ণ করনি, যে তৃষ্ণার জল
তোমার আশীর্বাদপূত নয়,
সেই সবের প্রতি কামনালুব্ধ হাত বাড়ানোর আগেই
যেন আমার হৃদয় মরুভূমি হয়ে ওঠে,
তার আগেই আমাকে ধ্বংস ক'রে দিও, মৃত্যুর
গভীরে চলে যেতে দিও।

****

Dhaka University Institutional Repository

বালু আর ফেনাপুঞ্জরাশি

এটা কবির অসাধারণ একটা দীর্ঘ কবিতা। এতে কবি বালু আর ফেনা পুঞ্জরাশীর উপমার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের অপরিসীম সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন।
যেমন-

"তুমি এবং যে জগতে তুমি বেঁচে রয়েছ
এইসব অসীম সমুদ্রের অসীম তীরের
একটি বালুকণা মাত্র।"

আমিই সেই অসীম সমুদ্র
সমস্ত বিশ্বই আমার বেলাভূমিতে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র।"

এখানে কবির কবিতার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল।

(১)

দীর্ঘকাল
আমি এই দুই তীর ভূমি ধরে হেঁটে চলেছিলাম
একদিকে বালুময় অন্যদিকে ফেনাপুঞ্জরাশি,
জোয়ার-ভাটায়
আমার পায়ের ছাপ মুছে যায়।
বাতাসে উড়িয়ে নেয় শুভ্র ফেনাপুঞ্জ
সমুদ্র কিংবা তীর থেকে যায়
চিরন্তন একই অবস্থানে
দীর্ঘকাল-

(২)

আমি যখন জেগে উঠেছিলাম,
ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল-
"তুমি এবং যে জগতে তুমি বেঁচে রয়েছ
এইসব অসীম সমুদ্রের অসীম তীরের
একটি বালুকণামাত্র"-

Dhaka University Institutional Repository

আর আমি স্বপ্নের ভিতরে তাদের
টেনে নিয়ে বলেছিলাম-
"আমিই সেই অসীম সমুদ্র।
সমস্ত বিশ্বই আমার বেলাভূমিতে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র"-

(৩)

আমার হাতের অঞ্জলি পূর্ণ করেছিলাম
ভোর বেলার শিশিরে-
একটা সময় ছিল তখন,
তারপর একটা সময় এল
যখন হাতের মুঠো খুলে দেখেছিলাম একটি
কুৎসিত কীট্-
তারপর আমি আবার বন্ধ করলাম হাতের মুঠি,
আবার বন্ধ করলাম করতল-

শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে থাকল
বিষাদগ্রস্ত একজন মানুষ-
ঠিক উল্টো করে দাঁড়ানো-

আবার হাতের মুঠি বন্ধ করলাম,
কিছুক্ষণ পরে সন্তর্পণে খুলে দেখি-
শিশির রয়েছে।
আর শুনতে পেলাম সুন্দর গান গাইছে
কারা সব-

(৪)

কোন একবারই জীবনে আঃ
মাত্র একবার- স্তম্ভিত হয়েছিলাম
যখন হঠাৎ একজন
আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল
"তুমি কে গো"-

Dhaka University Institutional Repository

(৫)

এই তো গতকালই আমি ভেবেছিলাম
নিজেকে একটি খন্ড বস্তুপিন্ড মাত্র,
জীবনের পটভূমিকায়, সুরহীন, ছন্দহীন-
এখন আমি জেনেছি আমিই পটভূমি,
সমগ্র বিশ্বের সমস্ত জীবন
মধুর ছন্দে লীলায়িত আমার ভিতরে।

(৬)

আমরা দীর্ঘসময়,
সহস্র সহস্র বছর ধরে,
এই সমুদ্রের
বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছি,
গল্প করেছি,
অরণ্যের বাতাস তখন
আমাদের মুখে কথা ফুটিয়েছিল-

এখন কিভাবে আর সেই
অতীত দিনগুলির আমেজ
ফিরিয়ে আনতে পারি আর,
বলে বোঝাতে পারি,
কেবল অতীতের, গতকালের
শব্দগুলি দিয়ে,
উচ্চারিত কেবল গতকালের-

(৭)

স্ফীংক্স কথা বলেছিল একবার,
স্ফীংক্স বলেছিল,
"বালুর একটি কণামাত্র মরুভূমি,
এবং মরুভূমি অর্থ বালুকণা মাত্র,
এসো,
আমরা আবার স্তব্ধ হয়ে যাই-"
আমি স্ফীংক্স-এর কথাগুলি,
শুনেছিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি-

Dhaka University Institutional Repository

(৮)

বিস্মিত অভিজ্ঞতায় আমি
একদিন সহসা একজন নারীর দেখা পেয়েছিলাম,
অন্যরূপা একটি মুখ,
সেই মুখচ্ছবিতে তার, সেই নারীর অজাত
সন্তানদের স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম,

আমি জেনেছি অন্য কোনও নারী একজন
আমার মুখে
ভিন্ন এক ছবি দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছিল-
চলচ্চিত্র যেন,
আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহদের
মুখাবয়ব।
যারা সেই নারীর জন্মের
দীর্ঘকাল আগেই মৃত্যুর অন্ধকারে
চলে গিয়েছিল-

(৯)

এখন কি আমার নিজেকে আমি
সম্পূর্ণ ক'রে তুলব-
কিন্তু কি করে পারি, যদি না
আমি-
বুদ্ধিদীপ্ত চেতনাময় প্রাণী সংবলিত
কোনও গ্রহ না হতে পারি।
এবং তাই কি সকলের, সকল মানুষেরই
কাম্য নয়।

(১০)

মুক্তো
একটি নির্মিত মন্দির,
বালুকণা ঘিরে যে বেদনা
তাই দিয়ে
সুন্দর নির্মাণ,
কিন্তু কী দিয়ে আমরা

Dhaka University Institutional Repository

নির্মিত।
কোন অণু পরমাণু, কণা
কোন সুখ-দুঃখ বেদনাকে
ঘিরে-
(১১)
যখন ঈশ্বর এই আশ্চর্য হৃদয়ের
মধ্যে
একটি পাথর আমাকে ছুঁড়ে
দিয়েছিলেন,
তখন
আমি জলের আস্তরণে রকমারি
ঢেউ তুলেছিলাম-
তারপর যখন
জলের গভীরে নেমে যাই
তখন আবার
ক্রমাগত স্থির হয়ে যেতে থাকি।
(১২)
আমাকে নৈঃশব্দ্য দাও
আমি রাত্রিকে উন্মোচিত ক'রে দিলাম
রাত্রিকে
স্খলিত করে দিতে চাই-
(১৩)
এই দেহ এবং নৈসর্গিক অস্তিত্ব
আমার
যখন পরম্পরাকে ভালবেসে
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল,
তখনই
আমার পূর্ণজন্ম হয়েছিল,
আমি
দ্বিজ হয়েছিলান-

Dhaka University Institutional Repository

(১৪)

একদা আমি একজনকে জেনেছিলাম
যার প্রাণশক্তি ছিল প্রাচুর্যে ভরা
কিন্তু বাকশক্তি ছিল না তার,
কোনও এক যুদ্ধে সে তার জিভটি
হারিয়ে ফেলেছিল।
এখন আমি জেনেছি
পৃথিবীর
কোন কোন যুদ্ধে তাকে লিপ্ত
হতে হয়েছিল-

সেই অসীম বিস্তব্ধতা নেমে
আসার আগেই আমি নিশ্চিন্ত
জেনে যে সে আজ মৃত
এই পৃথিবী আমাদের দু'জনের
পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নয়-

(১৫)

বিস্মৃতি
কেবলই
শান্তি স্বাধীনতা পর্যন্ত

(১৬)

স্মৃতিবাহী
চেতনার সঙ্গে যেন দেখা হয়,
তার সঙ্গে
দেখা হয়,
যেন দেখা হয়
তার সঙ্গে দেখা হয়-

(১৭)

মহাশূন্যে যেসব আত্মারা
অবস্থান করছেন, দেবদূতসকল
তাঁরা কি সকলেই
মানুষের যন্ত্রণাকে ঈর্ষা করেন,
যন্ত্রণার বৈচিত্র্যময়তাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮)
শ্বাশত অবস্থানের দিকে
ক্রমাগত বয়ে চলেছে অতীত
ধ্রুব অবস্থানে,

মানবিকতাবোধের একটি
আলোর
তরঙ্গায়িত নদী হয়ে-
(১৯)
দুধসাগরের ছায়াপত্রের জানালা
দিয়ে যার দৃষ্টি প্রসারিত,
পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে মহাবিশ্বে
যে শূন্যতা রয়েছে, তার কাছে
সেই শূন্যতা শূন্য ব'লে
মনে হবে না কখনই-
(২০)
রাত্রির পথ অতিবাহিত না ক'রে
কেউ
প্রত্যুষের নরম আলোতে
পৌঁছে যেতে পারে না।
আর এটাই তো নিয়ম।
(২১)
সে কতদিন হল আমি
মিশরের ধুলোয় নীরবে শুয়েছিলাম,
আমার অলক্ষ্যেই
পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।
তারপর সূর্য আমাকে জন্মদান করেছিল
আমি
উঠে দাঁড়িয়ে,
চোখ তুলে তাকালাম
চারিদিকে ,
হেঁটে গিয়েছিলাম নীল নদের তীরভূমিতে
সারাদিন ধরে গান গেয়েছিলাম,
সারারাত ধরে

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নের নির্মল অভিযানে
মজে গিয়েছিলাম।

এখন শত পদাঘাত লাঞ্ছিত
করছে আমাকে,
যেন আমি আবার মিশরের
বালুকণার মধ্যে মিশে হারিয়ে যাই-

কিন্তু আশ্চর্য কুহেলিকা অবলোকনের
অবকাশ রয়েছে সূর্যের ব্যবহারে,
যে সূর্য আমার ছড়ানো ছিটানো অণু-পরমাণু
গুছিয়ে নিয়ে একত্র করেছিল,
তারও আজ সাধ্য নেই আমাকে ভেঙ্গে ফেলতে।

তাই এখনও সদর্পে আমি
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে
নীল নদের বেলাভূমিতে হেঁটে যাই,
সারাদিন ধরে গান গাই
সারারাত ধরে
স্বপ্নের নির্মল অভিযানে.....।

(২২)

পূণ্য তীর্থভূমির পথে
আমার সঙ্গে দেখা অন্য একজন
যাত্রীর,
সেই যাত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা
করেছিলাম
'পূণ্য তীর্থভূমিতে যাওয়ার এই কি সেই
পথ যে আমাকে নিয়ে যাবে-"
সেও উত্তর করেছিল,
"আমাকে অনুসরণ কর, তাহলেই
তুমি একরাত্রির শেষে
পৌঁছে যাবে তোমার গন্তব্যস্থল
পূণ্য তীর্থভূমিতে-"

Dhaka University Institutional Repository

আমি তাকে অনুসরণ করেছিলাম,
তারপর
তারপর অনেক দিন চলে গেল,
অনেক রাত্রি-
আমরা পূণ্যভূমিতে পৌঁছলাম না,

আর আশ্চর্য
এখন সেই সহযাত্রীই
আমার উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে
ক্রমশ
কারণ সেই তো আমাকে
ভুল পথে চালিত ক'রে এসেছিল-
(২৩)
প্রথম যে চিন্তার ঢেউ উঠেছিল
ঈশ্বরের,
তার তরঙ্গে ফুটে উঠেছিল
"দেবদূত",
আর ঈশ্বর প্রথম যা
উচ্চারণ করেছিলেন,
তা 'মানুষ' সম্পর্কিত।
(২৪)
অসংখ্য সূর্যের ওঠানামার
হিসেব দিয়ে
আমরা সময়কে তুলাদণ্ডে
মেপে দেখতে চেয়েছিলাম
আর ওঁরা

সময় নিরূপণ ক'রে থাকে
ছোট ছোট পকেট ক্যালেন্ডার
দিয়ে,

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে বলতে পারো,
কিভাবে এখন
আমরা একই সময়
একই জায়গায়
পরস্পর
মিলিত হতে পারি-
(২৫)
হে ঈশ্বর
সিংহের শিকার হতে
কোনও ক্ষতি নেই আমাদের
কিন্তু তার আগে,
খরগোশকে আমাদের
শিকার ক'রে দিও।
(২৬)
ধ্রুব সত্যের অবস্থান
আমার জানা নেই।
কিন্তু
এই না জানার জন্যই
আমি
সর্বদাই বিনীত, কৌতূহলী।
আর
আশ্চর্য সেখানেই রয়েছে,
আমার
সম্মান এবং পুরস্কারও।
(২৭)
আমার গৃহটি আমাকে
ডেকে বলে,
"পরিত্যাগ কোর না আমাকে
কারণ এখানেই তোমার
অতীত রয়েছে"-
আর আমার পথ আমাকে
ডেকে বলে,

Dhaka University Institutional Repository

"এসো
আমাকে অনুসরণ কর
কারণ
আমিই তো তোমার ভবিষ্যৎ"

আমি যদি থেকে যাই
আমার গৃহে
অতীতের মধ্যে থেকে যায়
আমার অবস্থান
যদি পথে যাই,
যাওয়াই থাকবে অবিশ্রাম
ক্রমাগত ভবিষ্যতে,

কেবলমাত্র
ভালবাসা কিংবা মৃত্যুই
শুধু
এইসব স্থান অবস্থান
পরিবর্তিত করতে পারে-
(২৮)
জীবনের বিচার বিবেচনা
কিভাবে
অস্বীকার করতে পারি।
পালকে ভর দিয়ে নিবিড়

ঘুমের ভিতরে
অহরহ যেসব স্বপ্ন দেখছে
মানুষজন,
সেইসব স্বপ্নের চাইতে
যে সব স্বপ্ন পৃথিবীর
মাটিতে উদ্ভূত,
পৃথিবীর চঞ্চল ঘুমের
সেই স্বপ্নগুলি
সুন্দরতম যখন

তখন
জীবনের অবতারণা

Dhaka University Institutional Repository

আর পুঙ্খানুপুঙ্খ
বিচার
কি করেই বা
অস্বীকার করতে পারি
আমরা-

(২৯)

আশ্চর্য, কিছু কিছু আনন্দের কামনা
আসলে
যন্ত্রণারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

(৩০)

মানুষজনের বৈশিষ্ট্য,
এবং পরিচয়
নিহিত রয়েছে-
কি কি সফলতা সে
অর্জন করেছিল, তার মধ্যে
নয়,
কোন সাফল্য
সে অর্জন করতে চেয়েছিল
তারই মধ্যে
রয়েছে বিশিষ্ট পরিচয়
মানুষের।

(৩১)

আমাদের মধ্যে কেউ
কালির মতন কেউ কাগজের,
যদি আমাদের মধ্যে কারও
কালো রং না থাকত,
তাহলে কেউ কেউ আমরা
মুক হয়ে যেতাম নাকি।

কেউ আবার সাদা না হতাম
যদি
তাহলে অন্ধ হতাম না
কি আমরা কেউ কেউ-

(৩২)

আমি আমার আত্মাকে
ঘৃণা করেছিলাম সাত সাতটি বার,

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমবার
যখন দেখেছি তাকে সে বিনত হয়ে
রয়েছে উন্নতির শিখরে ওঠার অভিপ্রায়ে,

দ্বিতীয়বার
যখন সে একজন পঙ্গু লোকের সামনে
খোঁড়াচ্ছিল,

যখন ওকে কঠিন কিংবা সহজ কাজের
মধ্যে যে কোনও একটা বেছে নিতে
বলেছিলাম,
ও সহজ কাজ বেছে নিয়েছিল
সেই তৃতীয়বার,

চতুর্থবার
যখন সে একটা ভুল করেছিল,
কিন্তু তা দেখে অন্যরা
ঠকেছিল, ভুল তো সবাই করে,
সে বলেছিল যখন,
পঞ্চমবার
সে যখন
দূর্বলতাকে প্রশয় দিচ্ছিল
এবং
ক্ষমতার সঙ্গে
নিজের ধৈর্যকে আরোপিত
করেছিল,

ষষ্ঠবার
যখন সে কোনও
কুৎসিত মুখকে ঘৃণা করেছিল,
না জেনে যে সেটা তার নিজেরই
মুখোশমাত্র,

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তমবার
যখন সে
প্রশংসার গান গেয়ে উঠে
দাবি জানিয়েছিল যে
সেই তো পূণ্যকাজ-

(৩৩)

মানুষের কল্পনা
এবং সাফল্যের মধ্যে
অনেক যোজন তফাত,
যে পার্থক্য,
বারংবার তার
পেয়ে ওঠাকে বাধা দিচ্ছে

(৩৪)

তুমি অন্ধ,
আর আমি শ্রুতিহীন, বাকশক্তিহীন
তাই
বরং এসো
আমরা পরস্পর হাত ধরাধরি
করে দুজনে দুজনকে বুঝতে
চেষ্টা করি-

(৩৫)

স্বর্গ নিকটেই, ওই তো ওখানে
দরজার পরেই, কিংবা
পাশের ঘরটিতে,
কিন্তু আমি যে ঘরের চাবি
হারিয়ে
ফেলেছিলাম,
কিংবা কে জানে
আমি নিজেই
অন্যপথে চালিত করেছি কিনা
সেই সব-

Dhaka University Institutional Repository

(৩৬)
তুমি আমাকে তোমার
শ্রবণ দাও
আমি তোমাকে ভাষা দেব।
(৩৭)
আমাদের মন
সমুদ্রবেলায় শায়িত
ফেনাপুঞ্জের মতন
আর হৃদয়
বহমান নদীর মতন
(৩৮)
রস আস্বাদন করতে পারার
মধ্যেই
রয়েছে যাবতীয় সমতার
সম্ভার-
(৩৯)
সত্যকে সকলেরই জেনে
রাখা দরকার,
কখনও সখনও
যাতে প্রয়োজন হতে
পারে,
বলা যেতে পারে
ক্বচিৎ কদাচিৎ-
(৪০)
মানুষের জীবনে যা সত্য
সেইসব নীরবে থেকে যায়,
আর যা অর্জিত
সেইসব বাচালতা করে।
(৪১)
আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছি
তখনই
যখন মানুষজনেরা আমার

Dhaka University Institutional Repository

সপ্রতিভ প্রগল্‌ভতার
প্রশংসা করতে শুরু করেছিল।
আর আমার
স্বভাবের নীরব গুণগুলি
লক্ষ্যই করল না
একবার,
অস্বীকার করেছিল।

(৪২)

জীবন যখন সত্যিই সত্যিই
কোনও গায়ককে
আবাহন করতে পারে না,
তখনই
সে একজন দার্শনিককে
খুঁজে আনে যে,
তার মনের কথাগুলি
ব্যাখ্যা করার
প্রয়াস পায়।

(৪৩)

যখন দুজন নারী একত্রে
কথা বলে,
তখন বস্তুত তারা কেউই
কোনও কথা ঠিক ব'লে
উঠতে পারে না-
যখন একজন নারী কথা
বলে
তখন সে তার সারাটা
জীবনের ছবি স্পষ্ট
তুলে ধরে।

(৪৪)

আমার মধ্যে যে জীবন রয়েছে
সেই জীবনের কথাগুলি
তোমার ভিতরে যে জীবন রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

সেই জীবনের কাছে
কখনই পৌঁছবে না।
কিন্তু
তবু এসো আমরা পরস্পর
কথোপকথনের মধ্যে চলে যাই
যেন
একক নিঃসঙ্গ না
অনুভব করতে হয়
আমাদের কারও কোনদিনই

(৪৫)

আশ্চর্য ঘটনা
আমাদেরই মধ্যে কেউ কেউ
পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে
মধুস্বাদ গ্রহণ
করার জন্য থেমে গিয়েছিল
অনেকেই

(৪৬)

যখন
আমার পেয়ালা শূন্য হয়ে
যায়,
তখন
আমি শূন্যতাকে মেনে নিই,
কিন্তু
যতক্ষণ আমার পেয়ালা
অর্ধেক শূন্য হয়ে থাকে,
ততক্ষণ
সেই অসম্পূর্ণতার জন্য
সারাক্ষণ
অনুযোগ ক'রে চলি-

(৪৭)

তুমি মদ্যপান কর
মাতাল হওয়ার জন্য,

Dhaka University Institutional Repository

আর আমি
মদ্যপান করি
অন্য মদ্যপান হতে
মাতাল হওয়ার থেকে
নিজেকে
রক্ষা করতে
(৪৮)
কোনও রকমের কোনও উপদেশ
কিংবা বাণী নিয়ে যখন
কেউ মাতাল হয়ে যায়,
তখন
তার সমস্ত ব্যবহার কথাবার্তা
সম্পূর্ণ অস্তিত্বেই
ওই মদের উপস্থিতি রয়েছে,
টের পাওয়া যায়
(৪৯)
এমন কোনও আশীর্বাদ যা
কথায় বোঝানো যায় না,
তুমি প্রার্থনা করেছ,
যখন কোনও কারণ ছাড়াই
দুঃখে ভেঙে পড়ে তোমার বুক,
তখন বোঝা যায়
সত্যি সত্যি
অন্য সমস্ত কিছুর বেড়ে
ওঠার সঙ্গে তোমার যে
নিবিড় টান রয়েছে
অন্য এক মহান অস্তিত্বের
মধ্যে-তার জন্য
এমন কোনও আশীর্বাদ যা
কথা দিয়ে বোঝানো যায় না
তাই তুমি প্রার্থনা করেছ,
কোনও কারণ ছাড়াই
দুঃখে
ভেঙ্গে পড়ছে তোমার বুক

Dhaka University Institutional Repository

(৫০)

তোমার নিকটে যা কিছু
উপস্থিত
সেটুকু কেবলমাত্র সত্য
নয়-
যা আড়ালে রয়েছে, রয়ে গেছে
অন্তরঙ্গ নীরবতায়
গোপনে বহে চলেছে-
যা কেউ মুখ ফুটে
বলতে পারেনি তোমাকে
সেইসব বাস্তবতা ধ্রুব-
যদি তুমি তাকে বুঝাতে
চাও। - বুঝতে পারো তাঁকে,
তাহলে
দেখবে সে যা তোমাকে
বলেছিল মুখ ফুটে,
তা ছাড়াও
অনেক কিছু
হয়ত বলেনি,
তুমি কথিত সবকিছু ছাড়াও
অকথিত গোপনও
শুনতে চেষ্টা করেছ আন্তরিক
অন্তরঙ্গতায়।
তাই তাকে বুঝতে পারো,
তাই সেই বাস্তবতা ধ্রুব-

(৫১)

হায়! আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি
তার অর্ধেকই অর্থহীন,
আর বাকি অর্ধেকটা অর্ধসত্য মাত্র,
কিন্তু বলি
যাতে তুমি আমাকে অনুধাবন
করতে পারো।

Dhaka University Institutional Repository

(৫২)

এটা ঠিকই
ব্যঙরা চীৎকার করতে পারে
ষাঁড়েদের চাইতে ঢেরগুণ বেশি,
কিন্তু-
তারা কি আর জোয়াল কাঁধে
নিতে পারে।
নাকি সরষে মাড়াই-এর ঘানি
টানতে পারে।
তাছাড়া অন্তত ব্যাঙদের
চামড়া দিয়ে
কি আর জুতা তৈরি
করা যায়।

(৫৩)

পৃথিবীতে একমাত্র বোবারাই
ঈর্ষা করে
তাদের
যারা অনর্গল বেশী
কথা বলে-

(৫৪)

যদি শীত বলে যে,
"বসন্ত" আমার বুকের মধ্যেই
রয়েছে লুকোন-
কে আর বিশ্বাস করবে
বল শীতকে-

(৫৫)

জীবনের প্রত্যেকটি
বীজই
কেবল অপেক্ষা-

(৫৬)

দু জন না হলে
সত্যকে আবিস্কার করা

Dhaka University Institutional Repository

যায় না।
তার কারণ একজন বলবে
যখন
তখন আর একজন অনন্ত
থাকা চাই
যে অনুধাবন করবে-

(৫৭)

যদি তোমার চোখের পর্দা দুটি
সত্যি সত্যি খুলে ফেলতে পারতে,
তাহলে দেখতে
তোমরাই প্রতিমা ছড়িয়ে রয়েছে
অন্য সকল প্রতিমার মধ্যে।
আর তোমার শ্রবণ যদি
শ্রুতির জন্য বন্ধ রাখতে পারো
শুনতে পাবে
তোমারই কথাগুলি অন্য
সকলে বলে চলেছে অবিশ্রাম

(৫৮)

সেই
শব্দের ঢেউ গুলো অবিশ্রাম
আমাদের
উপরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আছড়ে
পড়ছে ক্রমাগত,
তবুও আমাদের
গভীরতা
আমাদের অবাক নিস্তব্ধতা

(৫৯)

একজন নারী
তার মোহময়ী হাসি
দিয়ে কত সহজে
তার মুখে মুখোশ
পরাতে পারে আনায়াসে

Dhaka University Institutional Repository

(৬০)

বিষাদের বিশৃঙ্খলা
কিছুটা সহনীয় হয়ে ওঠে,
যখন সে হৃদয়
আনন্দিত হৃদয়ের সঙ্গে
গলা মিলিয়ে
আনন্দের হাসি গান
গেয়ে ওঠে-

(৬১)

জীবনের অনেক মূল্যবান
উপদেশই
জানালার কাঁচের মতন,
আমরা
দেখতে পাই ঠিকই
কিন্তু
সেই কাঁচের আড়াল
আমাদের
সত্য থেকে
বিচ্যুত করে দেয় অহরহ

(৬২)

ওরা ওদের
কলম আমাদের হৃদয়ে
ডুবিয়ে কালি ভরে নিয়ে
লিখে থাকে,
আর আশ্চর্য
মনে করে যেন
কত না
প্রেরণা পেয়েছিল-

Dhaka University Institutional Repository

(৬৩)

এসো
আমরা পরস্পর লুকোচুরির
খেলা খেলি।
কিন্তু যদি তুমি আমার
হৃদয়ের
গভীরে লুকিয়ে পড়
তাহলে
কঠিন হবে না তোমাকে
দেখা,
অনুভবের গোপনে,
কিন্তু হায়
যদি তুমি
তোমারই সত্তার আড়ালে
লুকিয়ে পড়-
তাহলে
তোমাকে খুঁজে বের
করার প্রয়াস
পণ্ডশ্রম হবে মাত্র
আমার

(৬৪)

প্রত্যেকটি
ড্রাগনই একজন ক'রে
সেইন্ট্ জর্জের জন্ম
দিয়ে থাকে
যে সেই ড্রাগনকে
নিহত
করেছিল
আবহমানকাল

* * *

Dhaka University Institutional Repository

(৬৫)

যে কেউ নারীকে
বুঝতে পারে ঠিকঠাক,
কিংবা
প্রতিভাকে
বিশ্লেষণ করতে পারে
নানান
যুক্তি তর্ক ইতিহাস দিয়ে,
সেই হচ্ছে
আসল লোকটি
যে
কোনও গভীর স্বপ্নের
ভিতর থেকে
উঠে এসে
খাবার টেবিলে বসে
খাদ্যবস্তুর
সঠিক স্বাদ আস্বাদন
করতে পারে

(৬৬)

যে তোমাকে
সেবা করেছিল,
তার কাছে তোমার ঋণ
স্বর্ণ ঋণের চাইতে অনেক
বেশি-
তুমি তাকে তোমার
হৃদয় দিয়ে দাও,
তার সেবা
করার অধিকার আকাঙ্ক্ষায়
তুমি তোমার নিজেকে খুঁজে পাও

Dhaka University Institutional Repository

(৬৭)

যারাই হেঁটে যাচ্ছে,
সকলের
সঙ্গেই আমি হেঁটে
যাব-
আমি কোনদিন
কখনই থেমে
অপেক্ষা করব না,
দাঁড়িয়ে
মিছিল যে দিকে চলে যাচ্ছে সেদিকে
তাকিয়ে তাকিয়ে

(৬৮)

না
আমাদের
জন্ম হয়েছিল বৃথা
এটা
ঠিক কথা নয়,
অন্তত
আমাদের
পরিত্যক্ত হাড়
দিয়ে
কি ওরা
বিশাল
অট্টালিকা নির্মাণ
করেনি, করবে না
পৃথিবীতে।

(৬৯)

কখনই যেন
আমরা বিশেষ এবং
আংশিক

Dhaka University Institutional Repository

অনুভবের মধ্যে না
থাকি,
কারণ কবির মন
আর কাঁকড়াবিছার
রঙিন লেজ,
একই পৃথিবীর মাটি
থেকেই তো উদ্ভুত
হয়েছিল।

(৭০)
গাছগুলো হচ্ছে কবিতা,
পৃথিবী
আকাশের পাতায় সেই
কবিতাচারণ ক'রে থাকে।
আর
আমরা সেই সব ডালপালা
গাছগাছালি কেটে
নামিয়ে কাগজ তৈরি করি।
কেবল
আমাদের অজ্ঞানতা
লিপিবদ্ধ করার
জন্য যা
অকিঞ্চিৎকর-

(৭১)
তুমি জানো না কেন লিখরে, দেবদূতেরাই জানেন।
যদি ভাবো, কবিতা লেখার কথা,
তোমার প্রয়োজন হবে জ্ঞান, চিত্রকল্প এবং জাদুবিদ্যার,
সেই জ্ঞান সমাহিত হবে শব্দের সংগীতে,
শিল্পহীনতার জন্য শিল্প এবং প্রিয় পাঠকদের
ভালবাসতে পারার জাদুকরি বিদ্যা তোমার
বড় প্রয়োজন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৭২)

মানুষের পরিবর্তে যদি কোনও বৃক্ষ রচনা
ক'রে যেত তার আত্মজীবনী,
তাহলে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস
চলিত ইতিহাসের চাইতে ভিন্ন রকম হত নিঃসন্দেহে

(৭৩)

যদি বেছে নিতে বলা হয় আমাকে
একটি রচিত কবিতা আর একটি অলিখিত
কবিতার অনুভব, এই দুইয়ের মধ্যে
কোনও একটি বেছে নিতে বলা হয় আমাকে,
আমি সেই অনুভবটি বেছে নিতে চাই,
কারণ রচিত কবিতার চাইতে অনুভবই
নিঃসন্দেহে বেশি ভাল কবিতা নিশ্চয়ই
বেশি একান্ত আমার।

(৭৪)

কবিতা ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের স্থান নয়।
রক্তাক্ত আঘাত
অথবা হাসোজ্জ্বল মুখ
থেকে যে তান ভেসে আসে, কবিতা তাই

(৭৫)

শব্দের সময় কত না সীমাহীন
তাই
কোনও শব্দ উচ্চারণ করার আগে,
লেখার সময় সীমাহীনতার জ্ঞান
অর্জন করা
তোমার আমার বিশেষ জরুরি।

Dhaka University Institutional Repository

(৭৬)
কবি যেন বা সিংহাসনচ্যুত
সম্রাট-
পুড়ে যাওয়া প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের
মধ্যে বসে বসে,
সেইসব ছাই দিয়ে অবয়ব
নির্মাণ করতে চেষ্টা করছে যে
সেই কবি-

(৭৭)
আনন্দ
যন্ত্রণা
এবং বিস্ময়ের
সম্পৃক্ত যা
তাই কবিতা-

কেবল
অভিধানের অর্থ
একটু বা
ভিন্ন রকমের-

(৭৮)
হৃদয়ের লুক্কায়িত প্রকোষ্ঠে
অধিষ্ঠিত,
তার
সংগীতের ধাত্রীকে বারবার
বৃথা
খুঁজে ফিরি। বৃথা চেষ্টা করি-

(৭৯)
একদিন আমাদের কবিকে
ডেকে বলেছিলামঃ
"- আসলে কি। মৃত্যুর
আগ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

তোমার সাফল্য কি ছিল
আমরা জানতে পারব না-"
কবি উত্তর দিয়েছিল-
"আসলে কি। পৃথিবীর
যা কিছু উদঘাটন
সে তো মৃত্যুই ক'রে থাকে-
কিন্তু
যদি সত্যিই কোনদিন আমাকে
চিনতে পারো
তাহলে বুঝবে, যে আরও বেশি
মূল্যবান হৃদয়ে ধরে আছি,
যা বলেছি, তার চাইতে অনেক বেশি
ছিল আমার আকাঙ্ক্ষা
যা করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি
ছিল ধী-আমার সংকল্প-"

(৮০)

সুন্দরতম গান যদি, গাইতে পারো
আনন্দের জয়গান,
সে যে স্থানই হোক না কেন,
মরুভূমির নির্জনতার, নিঃসঙ্গ
যন্ত্রণার একাকিত্বে
দেখবে,
কোথাও কেউ না কেউ তোমার গান
কান পেতে শুনছে-

(৮১)

তার রূপটি ঠিক বোঝা যায় না
প্রেরণার রূপটি
যদিও
আশির পদনখে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
প্রেরণা
অবিশ্রাম সংগীত হয়ে ঝরে পড়ছে-

Dhaka University Institutional Repository

(৮২)

কবিতা সেই ধ্রুব জ্ঞান, যে জ্ঞান
হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে,
সেই জ্ঞান যা কবিতা মনের সংগীত
হয়ে গীত হয়
আমরা যদি কোনও মানুষের হৃদয়কে
উদ্ভাসিত করতে পারি,
তবে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তর্নিহিত
গানটিও গাইতে পারব-
এবং
সত্যের ভিতরে স্থিত ঈশ্বরের
ছায়ায়
আশ্রিত হয়ে থাকবে আমাদের
সকল অস্তিত্ব

(৮৩)

আমরা ঘুম পাড়ানি গান গাই,
কোল জোড়া উত্তর পুরুষদের জন্য,
আসলে সেই গানের ঝুমে, ছন্দে
আমরাই ঘুমিয়ে পড়ি-

(৮৪)

আমাদের মনের নিমন্ত্রণ এবং ভোজসভায়
যেসব উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে,
শুধু সেইটুকুই কেবল আমাদের কথা বলা
আমাদের বাক্য বিন্যাস-

(৮৫)

কবিতার নির্ভার গতিতে
চিন্তা করাই পাথর, যাতে
মন-পা বেধে আমরা
হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই
বারবার-

Dhaka University Institutional Repository

(৮৬)

আমাদের কথা বলা নয়,
অব্যক্ত অনুভব
যে গাইতে পারে,
সেই কি সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক
নয় পৃথিবীতে-

(৮৭)

তোমার মুখভর্তি সুস্বাদু খাবার
যদি থাকে।
তাহলে কেমন ক'রে গান গাইবে তুমি,
কেমন ক'রে আশীর্বাদের জন্য
হাত তুলবে,
যদি তোমার হাত ভর্তি থাকে
স্বর্ণালংকারে-

(৮৮)

ভালবাসার গান গায়
নাইটিংগেল-ওরা বলেছিল,
বুকের ভিতরে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়,
আমরাও তো সেরকম ক'রে থাকি,
ভালবাসায়,-
তাছাড়া বলো তো
গান আর কি ভাবে গাওয়া যায়
বলো তো-

(৮৯)

কোকিলের গানের মতনই
প্রতিভা,
যে গান বসন্তের সমাগমে
অস্তিত্বের যন্ত্রণা
উন্মোচিত করতে থাকে-

Dhaka University Institutional Repository

(৯০)

আত্মার ঊর্ধ্বগতি থাকে,
সেই গতিময়তার পাখপাখালি
সবচেয়ে বেশি রয়েছে যে আত্মার,
সেও কি কখনও
শরীরের
প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে পারে-

(৯১)

মাতৃহৃদয়ে যে সংগীত নীরবে
ঝংকৃত অবিশ্রাম,
সেই সংগীতই কি সুরমূর্ছনা
হয়ে ঝরে পড়ে
সন্তানের দু'ঠোঁটে মুখে
হঠাৎ হাসিতে - কান্নায়-

(৯২)

একজন পাগল এমন আর কি
কম সুগায়ক তোমার আমার চাইতে,
কেবল যে যন্ত্র বাজিয়ে সে গায়,
তার সুরটি কেটে গিয়েছে মাত্র-

401597

(৯৩)

পৃথিবীতে হায়
কোনও আশাই অপূর্ণ থাকে না
কোনদিনই
কি একঘেয়েমি সেখানেও-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(৯৪)

আমি আমার দ্বিতীয় সত্তাটির
সঙ্গে একমত হতে পারিনি কোনদিনই,
বাস্তব সত্য।
আমাদের দুজনের মধ্যে সারাক্ষণ
একটি দেয়াল তুলে রেখেছিল-

Dhaka University Institutional Repository

(৯৫)

তোমার জন্য কেবল একজনই দুঃখবোধ করে,
তোমার দ্বিতীয় সত্তাটি।
এবং তোমার একান্ত সত্তাটি আজীবন
দুঃখের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল-
তাই তার
সব কিছুই নির্মল হয়ে যাচ্ছে-

(৯৬)

আত্মা এবং শরীরের মধ্যে দ্বন্দ্ব,
কোনও সংগ্রাম বস্তুত নেই সেই তাদের কাছে,
সেটা রয়েছে কেবল যারা ঘুমিয়ে রয়েছে দিবানিশি,
কিংবা যাঁদের
শারীরিক বিকল হয়ে গিয়েছিল-

(৯৭)

তুমি যখন তোমার জীবনের
গভীরে পৌঁছবে- পৌঁছবেই তো কোনদিন,
তখন পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দর,
তোমার চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে,
এমনকি সেসব পর্যন্ত,
সেই অন্ধ মণিহীন চোখগুলি পর্যন্ত
যারা সৌন্দর্যে চিরকাল অন্ধ ভাবলেশহীন-

(৯৮)

আমরা বেঁচে থাকি কেবলমাত্র
সৌন্দর্য আবিষ্কারের কারণে।
আর তাছাড়া সবকিছুই ব্যর্থ
প্রতীক্ষারই রকমফের মাত্র-

Dhaka University Institutional Repository

(৯৯)

এসো, আমরা বীজ বপন করি,
তাহলে মাটি আমাদের একটি ফুল
উপহার দেবে।
আর ওই আকাশের নির্মলতার মতন
স্বপ্ন দেখি এসো,
স্বপ্নে আকাশ আমাদের হারিয়ে যাওয়া
প্রিয়তমাকে এনে দেবে।

(১০০)

যেদিন তুমি এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছ,
সেই দিনই তৎক্ষণাৎ শয়তানের
মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল-
নরকের সম্পূর্ণ ভূগোল অতিক্রম ক'রে,
তাই কোনও একজন দেবদূতের সন্ধানে
যাত্রা করতে হবে যে এখন তোমাকে-

(১০১)

পৃথিবীর অনেক নারীই
পুরুষের হৃদয় ঋণ করতে পারে-
কিন্তু দু-একজনই কেবল
সেই হৃদয়ে অধিকার স্থাপন
করতে পেরেছিল- পারে-

(১০২)

যদি তুমি অধিকার স্থাপন
ক'রে থাকতে পেরে থাকো
তাহলে দাবি করো না,
যখন কোনও পুরুষ কোন নারীর হাতে
হাত রাখে,
তখন, বস্তুত তারা শাশ্বত সময়ের
হৃদয় স্পর্শ ক'রে থাকে-

Dhaka University Institutional Repository

(১০৩)

প্রেমিক এবং প্রেমিকার মধ্যে
কিছুরই আড়াল নেই
কেবল
ভালবাসার আড়াল ছাড়া-

(১০৪)

পৃথিবীর প্রত্যেকটি পুরুষ সর্বদা
দুজন নারীকে ভালবাসে,
একজন যে তার কল্পনাকে
সৃষ্টি করেছিল,
আর অন্যজন যে শাশ্বত নির্মাণ,
এখনও যারা কেউ
জন্মগ্রহণই করেনি-

(১০৫)

যে পুরুষ নারীর ছোটখাটো ত্রুটি
ক্ষমা করতে শেখেনি-
সে পরুষ তার আপন হৃদয়ের
মহৎ পবিত্রতা উপভোগ
করতে পারবে না কোনদিনই-

(১০৬)

যে প্রেম প্রতিদিন নূতন ক'রে
সৃষ্টি না করা হয়,
সেই প্রেম সেই ভালবাসা
দিনে দিনে অভ্যাসে পরিণত হয়ে
একদিন
দাসত্বের রূপ নিয়ে নেয়-

Dhaka University Institutional Repository

(১০৭)

মাত্র দুজনের মধ্যে যা বর্তমান,
প্রেম তাই আলিঙ্গন ক'রে থাকে,
দুটি পুরুষ এবং নারী
তাদের পরস্পরকে দেহালিঙ্গন
মাত্র নয়-

(১০৮)

ভালবাসা আর সন্দেহ, হায়
কোনদিনই
একত্রে বাস করতে পারে না,

(১০৯)

ভালবাসা শব্দীভূত আলো মাত্র,
আলোর হাতে লেখা
আলোর পাতায় লেখা।
আর বন্ধুত্ব মধুর দায়িত্ব ভাব মাত্র
কখনই সুযোগ নয়-

(১১০)

তোমার বন্ধুকে যদি
সমস্ত রকমের পরিবেশে, অবস্থায়
না বুঝতে পেরে থাকো
তাকে কি কোনদিনই আদৌ
বুঝে উঠতে পারবে আর-

(১১১)

তোমার সবচাইতে সুন্দর পোশাকটি
অন্য একজন তৈরি করেছিল-
তোমার প্রিয় রসনাতৃপ্তকারি খাদ্যবস্তু
অন্যত্র কোথাও নিমন্ত্রণেই
কেবল পেতে পারো,
তোমার সবচেয়ে আরামদায়ক শয্যা
অন্য কোনও গৃহেই তা সম্ভব,
এখন আমাকে বলো তো, কিভাবে
সেই অন্যজনের সঙ্গে নিজেকে
পৃথক করতে পারো অনায়াসে-

Dhaka University Institutional Repository

(১১২)

তোমার মন আর আমার হৃদয়
কখনই একমত হতে পারছে না-
পারবেও না কোনদিন,
যতক্ষণ না,
তোমার মন সংখ্যা গণনা থেকে
নিরস্ত না হয়,
আর আমার হৃদয় থেকে
কুয়াশা সরে না যায়-

(১১৩)

আমার হৃদয়, হায়, কিভাবেই বা
বন্ধনমুক্ত হবে
যতক্ষণ না সেটি ভেঙ্গে
টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে-

(১১৪)

আমরা কখনই
বুঝতে পারব না পরস্পরকে, যতদিন না
আমাদের সকল কথাবার্তা
সাতটি শব্দের বিতানে নিবদ্ধ থাকে,
সীমায়িত থাকে-

(১১৫)

তোমার মহৎ দুঃখ কিংবা মহৎ আনন্দ
সত্যকে উন্মোচিত করতে সক্ষম,
কিন্তু
তোমার বক্তব্যের সত্য উদঘাটিত
হতে তখনই যখন তুমি
নগ্ন হয়ে উজ্জ্বল রৌদ্রে নৃত্যের
লীলাময়তায় আচ্ছন্ন,
অথবা তখন
যখন তুমি তোমার ক্রস বহন
ক'রে দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে
চলেছ।

* * * *

Dhaka University Institutional Repository

গদ্য সাহিত্যে জীবরান

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আন-নাহ্দা বা রেনেসাঁ আন্দোলন আরবী সাহিত্যের কাব্য, কথা সাহিত্য, নাটক প্রভৃতি শাখায় যে চেতনা সঞ্চারী ক্রিয়া করে, একই ক্রিয়ার লক্ষণ আরবী গবেষণা, প্রবন্ধ কিংবা মননশীল রচনারও দৃষ্টি গোচর হয়।

আধুনিক আরবী প্রবন্ধ ও মননশীল রচনার উল্লেখে প্রথমেই নাম করতে হয় সিরিয়ার বুতরুস আল-বোসতানীর (১৮১৯-১৮৮৩)। তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোক ছয় খন্ড বিশিষ্ট 'দায়েরাতুল মা'রিফ' (বিশ্বকোষ) রচনা করেন। এতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের জীবনী ও সাহিত্য কর্ম ছাড়াও ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনাও লিপিবদ্ধ রয়েছে।[২০]

'বিশ্বকোষ' ছাড়াও তিনি আব্বাসীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ট কবি আল-মুতানাব্বির সামগ্রিক কাব্যকর্ম দীওয়ান আল-মুতানাব্বীর' উপর গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যের উপর গবেষণা ধর্মী গ্রন্থ এই প্রথম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরবী সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচিত হলেও সাহিত্যের উপর সমালোচনাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। রেনেসাঁ যুগে এসে আরবী সাহিত্যিকগণ সাহিত্য সমালোচনার দিকেই মনোনিবেশ করলেন অতিমাত্রায় এবং আধুনিক আরবী মননশীল রচনার এটাই বৈশিষ্টময় দিক। লেবাননের লুইস শাইখো (১৮৫৯-১৯২৮) ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ছাড়াও সাহিত্য সমালোচনাধর্মী বহুগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের আরবী সাহিত্যের সমালোচনাও কালানুক্রনিক ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ 'আল-আদাবুল আরাবিয়্যাত।'[২১]

তিনি নিজে খৃষ্টান ধর্মাবর্ম্বী ছিলেন ফরে, আরবী সাহিত্যির সূচনাকাল থেকে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত যেসব খৃষ্টান সাহিত্যিকদের অবদানে আরবী সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধ তাঁদের সাহিত্যকর্ম, জীবনী ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট সম্পর্কেও এক অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে লেবাননের জীবরান খলিল জীবরানের (১৮৮৩-১৯৩১) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধু মননশীল রচনা নয়, আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লুইস শাইখো এবং জীবরান খলীল জীবরানের অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

আরবী কবি সাহিত্যিকদের নিরলস সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে আধুনিক আরবী সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয় যা প্রাচীন আরবী সাহিত্য বা মধ্যপ্রাচ্যের কবিদের কবিতায় পাওয়া যায়নি।

গদ্য কবিতা বা কাব্যিক গদ্য নামের এই অধ্যায়টি যদিও কবিতার বিভিন্ন পদ-প্রকরণ ও বিশ্লেষণ, স্টাইল, রূপক, প্রতীক, বর্ণনা কৌশল, আবেদন ইত্যাদি আলংকারিক বৈশিষ্ট থেকে শূন্য তবে জীবন, জগত, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা, মানসিকতা ও আবেগ, কবিতার ছন্দ ও সুর লহরী থেকে একেবারে বঞ্চিত নয়। নতুন অধ্যায়টি দেশত্যাগী নির্বাসিত সিরীয় ও লেবাননী কবি

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিকদের আবিস্কার। অনেক ইতিহাসবিদদের ধারণা এই শাখার মূল প্রবর্তক লেবাননী দার্শনিক ও সাহিত্যিক আমীন আল-রায়হানী।

ওরিয়েন্টালিস্ট কারাতস ফিনকির মতে আমীন আল-রায়হানী আরবী সাহিত্যে "আল-নাসর আল-শিরী" (কাব্যিক গদ্য) নামক নতুন শাখার সূচনা করেছেন যা আরবী সাহিত্যে ইতি পূর্বে পরিচিত ছিলনা এবং তিনি এটি ইংরেজী কবি WALTH WOATMAN এর কাব্য থেকেই নিয়েছেন।[২২]

তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন আর এক ইংরেজ ওরিয়েন্টালিষ্ট গীব "GIB", তিনি বলেনঃ-কিছু সিরীয় সাহিত্যিকদের উদার মনোভাবের কারণে আরবী সাহিত্যে "আল-শিরু আল মানসুর"(গদ্য-কবিতা) নামে নতুন সাহিত্যের সুচনা হয় যা তারা মূলত ইংরেজ কবি ওয়ালত ওয়াত্যামন (WALTH WOATMAN) থেকে নিয়েছেন।[২৩] ওরিয়েন্টালিষ্ট কম্পিয়র (Comphier) এই অধ্যায়ের কথা উল্লেখ্য না করে বলেনঃ জিবরান খলীল জিবরান প্রবাসী আরবী সাহিত্যের অগ্রদূত বা প্রধান নেতা; তিনি বাইবেলের ভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাঁর লেখায় বাইবেলের স্টাইল ও পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেন, বিশেষ করে SYMBOL METAPHORS (রূপালংকার) ও ALLEGORIES তিনি বাইবেল থেকেই আনয়ন করেন।[২৪]

সত্যিকার অর্থে গদ্য-কবিতা স্বাভাবিক গদ্য থেকে ভিন্ন নয়, গদ্য কবিতায় আবেগময় কল্পনা, ছন্দ অবলম্বনে প্রকাশিত হয় বিধায় কিছুটা ভিন্ন। সুতরাং গদ্য-কবিতাকে মুক্ত ছন্দ ও স্বাধীন সুরলহরীর সমন্বয় বলা যেতে পারে। জিবরানের গদ্য-কবিতায় এর উদাহরন পাওয়া যায়-

"হে গীতিকার, কবি ও প্রেমিকদের রজনী
হে কল্পনা, আত্মা ও প্রতি ছায়ার রজনী
হে স্মৃতি, ভালবাসা ও আকাংখার রজনী।"[২৫]

জিবরানের গদ্য কবিতায় যেমন আবেগময় কল্পনা দেখতে পাওয়া যায় তেমনি যথাযোগ্য ছন্দ ও সুর বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, আরবী সাহিত্যের এই অধ্যায় দেশত্যাগী আরবী সাহিত্যিকদের মধ্যে জিবরানের রচনা সবচেয়ে বেশী। তাঁর কাব্য সংকলন (আল-আওয়াসিফ) ও (আল-বাদায়েই আল-তারায়িব) এ গদ্য কবিতার যথেষ্ট সমাহার করা হয়। বিশেষ করে তাঁর রচিত আরবী গ্রন্থ (দামআ ওয়া ইবতিসামা) গদ্য কবিতার মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কবিতার এই অভিনব কৌশল মধ্যপ্রাচ্যে ও প্রবাসী আরবী পাঠকদের দৃষ্টি কেড়ে নিতে সফল হয়।

কিন্তু আরবী সাহিত্যের এই নবযাত্রা তার জনক ও বাহক লেবাননী দার্শনিক সাহিত্যিক আমীন রায়হানী ও জিবরানের পর আর এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে গদ্য, কবিতারও অবসান ঘটে। তাঁর গদ্য সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি লেখা তুলে ধরা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

হাঁসি ও অশ্রু

বাগান থেকে সূর্য তার আলোর রশ্মি সরিয়ে নিলো আর চাঁদ তার কোমল আলো ছড়িয়ে দিলো বাগানের পুষ্পরাশির উপর। আমি গাছের নিচে বসে পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়ে নীল গালিচার উপর রূপোর চিলতার মতো উজ্জ্বল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নক্ষত্ররাজি দেখতে দেখতে প্রকৃতির রহস্যের কথা চিন্তা করছিলাম। আর দূর থেকে ভেসে আসা উপত্যকার দিকে ধেয়ে চলা স্রোতস্বিনীর কুলকুল ধ্বনি এসে বাজছিলো আমার কানে।

এক সময় পাখিরা গাছের পাতায় তাদের আশ্রয় খুঁজে নিলো, ফুলের পাপড়িগুলি বুঁজে এলো এক এক করে, নেমে এলো বিপুল এক নিস্তব্ধতা, আর তখুনি আমি ঘাসের বুকে পায়ের আওয়াজ পেলাম। সর্তক হয়ে চোখ ফেরাতেই আমি এক জোড়া তরুন-তরুণীকে আমার কুঞ্জের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ওরা একটা গাছের নিচে বসলো, যেখানে আমি চোখের আড়ালে থেকেও ওদের স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

তরুণটি চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো, তারপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, 'প্রিয়ে, আমার কাছে বসো, তারপর আমার অন্তরের কথাগুলি কান পেতে শোনো। হাসো, কারণ তোমার সুখ হলো আমাদের ভবিষ্যতের প্রতীক। আনন্দ করো, কারণ আমাদের সাথে আনন্দ করছে ঝলমলে উজ্জ্বল দিন।

'তোমার, অন্তরে একটা সন্দেহ আমার হৃদয়কে সর্তক করে দিচ্ছে, কিন্তু প্রেমের ভুবনে সন্দেহ একটা পাপ।

'শিগগীরই তুমি এই বিশাল জায়গা জমির মালকিন হবে, চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় ভেসে যাবে এই ভূমি। আমার প্রাসাদের কর্ত্রী হবে তুমি, সকল দাস-দাসী তোমার হুকুম তামিল করবে।

'হাসো, প্রিয়া আমার, আমার বাবার সিন্ধুকের স্বর্ণরাশি যেমন ঝিকমিক করে হাসে, তেমনি ভাবে হাসো।

'আমার হৃদয় তার গোপন কথাটি তোমাকে না জানিয়ে থাকতে পারছে না। বারোটি মাস আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে, আরাম আর ভ্রমণের। পুরো এক বছর ধরে আমরা ঘুরে বেড়াবো, ব্যয় করবো আমার পিতার স্বর্ণমুদ্রারাশি সুইজারল্যান্ডের সুনীল হ্রদের তীরে তীরে, দেখানো ইতালী আর মিশরের সুরম্য ভবনসমূহ, বিশ্রাম নেবো লেবাননের পবিত্র পত্রগুচ্ছের ছায়ায়। তোমার অলঙ্কার আর পোশাক-পরিচ্ছদের ঘটা দেখে ঈর্ষায় নীল হয়ে ওঠা রাজকুমারীদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

'এই সব আমি করবো তোমার জন্যে। তুমি কি সন্তুষ্ট হবে, প্রিয়তম?'

Dhaka University Institutional Repository

কিছুক্ষণ পর ধনীরা যেভাবে গরীবদের বুকের উপর পা মাড়িয়ে চলে যায় সেইভাবে আমি তাদের ফুলের উপর পা ফেলে হেঁটে চলে যেতে দেখলাম। ওরা যখন আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো তখন আমি ভালোবাসা আর অর্থের মধ্যে তুলনা করতে শুরু করলাম, মনে মনে ওদের অবস্থানটা বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলাম।

অর্থ! কপট প্রেমের উৎস, অলীক জ্যোতি আর সৌভাগ্যের জন্মদাতা, বিষাক্ত জলের ইঁদারা!

আমার ভাবনারাজির বিশাল মরু প্রান্তরে আমি তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এই সময় দুটি শীর্ণ, ছায়ার মতো, তরুণ-তরুণী আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘাসের উপর বসলো। কাছের ক্ষেতগুলির ওপাশে ওদের চাষী কুটির থেকে এই ঠান্ডা নির্জন স্থানে একটু নিভৃতে আলাপ করার জন্য ওরা এখানে এসে বসেছে।

ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, তারপর ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে আমি তরুণীটিকে বলতে শুনলাম, 'প্রিয় আমার, কেঁদো না। যে প্রেম আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে আর বেঁধে দিয়েছে আমাদের হৃদয়, তাই পারে আমাদেরকে ধৈর্য্যের আশীর্বাদ দান করত। এই যে দেরী হচ্ছে, এর মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে নাও, আমরা তো একটা শপথ নিয়ে প্রেমের মন্দিরে প্রবেশ করেছি। দুঃখ দৈন্যের মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠবে আমাদের ভালোবাসা, কারণ এই ভালোবাসার নামেই তো আমরা দারিদ্র্যের যন্ত্রণা, ব্যথাবেদনার তীব্র কশাঘাত আর বিরহের শূন্যতা সহ্য করে চলেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জয়ী না হই, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের ভ্রমণপথ পাড়ি দেবার মতো শক্তি আমি তোমার দু'হাতে তুলে দিতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই সব কষ্ট আর বাধার বিরুদ্ধে লড়ে যাবো।

' প্রেম-যা হলো ঈশ্বর-আমাদের দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুকণাকে মনে করবেন তার বেদীমূলে প্রজ্জ্বলিত ধুপনৈবেদ্যের মতো এবং তিনি আমাদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্যকে পুরুস্কৃত করবেন। প্রিয়তমা আমার, এবার বিদায় দাও, ওই উজ্জ্বল চাঁদ মিলিয়ে যাবার আগেই আমাকে যেতে হবে।'

একটি পবিত্র স্বর, প্রেমের সর্বগ্রাসী শিখা, কামনার আশাহীন

Dhaka University Institutional Repository

দুস্কৃতকারী

সে এক সুঠোমদেহী যুবক। এখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। ফুটপাতের এক ধারে বসেছিল। হাত পেতে রেখেছিল পথচারীদের দিকে। মুষ্টিভিক্ষার জন্যে। তার মুখে ছিল দুঃখের বুলি। জীবন-যুদ্ধে সে পরাজিত। ক্ষুধার্ত সে। অপমানিত সে।

এভাবে দিন ফুরিয়ে রাত এসেছিল। তখনো তার ঠোঁট দুটো নীরস। জিভ শুকনো। হাতে আসেনি কানাকড়ি। আঁতে পড়েনি দানাপানি। নিজেকে সে গুটিয়ে নিল। চলে গেলো শহরের উপকণ্ঠে। গাছতলায় বসে জুড়ে দিল করুন কান্না। ক্ষুৎপিপাসা তার ভেতরটাকে তখন কুরে কুরে খাচ্ছে। একসময় দিশেহারা দৃষ্টি তার ঊর্ধ্বমুখী হলোঃ হে প্রভু, আমি ধনীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছিলাম চাকরির জন্যে। আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ আমার পরণে ছিল জীর্ণ পোষাক। আমি বিদ্যাপীঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে পড়ালেখার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ আমার কাছে ছিল না টাকাকড়ি। আমি রুটি রুজির জন্যে যে- কোন একটি কাজ চেয়েছিলাম। সবখানেই হয়েছি বিফল মনোরথ। অনন্যোপায় হয়ে আমি মুষ্টিভিক্ষার জন্যে হাত পেতেছিলাম। কিন্তু, হে প্রভু, তোমার উপাসকরা আমাকে দেখে বললো, "দেখো -তো কেমন তাগড়া জোয়ান! বেটা একটা অলস! লজ্জা করে না ভিক্ষা মাগতে?'

হে প্রভু, তোমারই তো ইচ্ছায় মাতৃগর্ভ থেকে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম। অথচ এখন অকালেই এই বিশ্বজগত আমাকে তোমার কাছে চাইছে ফিরিয়ে দিতে।

সে মুহূর্তে যুবকের চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিল। সে উঠে দাঁড়ালো। তার চোখে মুখে দৃঢ় সংকল্পের আভাস। গাছের ডাল দিয়ে সে একটি মজবুত লাঠি তৈরি করলো। শহরের দিকে তাক করে ধরলো লাঠিটি। এবং উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলোঃ আমি আর্তনাদ করেছি খাদ্যের জন্যে। আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন আমি খাদ্য আহরণ করবো নিজের কবজির জোরে। দয়া আর ভালোবাসার নামে আমি খাবার চেয়েছি। কিন্তু মানবতা আমার প্রতি হয়নি মনোযোগী। এখন আমি অসৎ পথে করবো খাদ্যের সংস্থান।

পরবর্তী সময়ে যুবকটি একজন খুনী, লুটেরা ও পাষণ্ড হিসেবে গণ্য হয়েছিল। যারা বিরোধীতা করেছে, সবাইকে সে করেছে নির্মূল। এভাবে সে সংগ্রহ করেছে অপরিমিত অর্থ-সম্পদ। সে তখন ক্ষমতাসীনদের চেয়েও শক্তিধর। সহযোগীদের কাছে প্রশংসাভাজন এবং অন্য চোর-ডাকাতদের চোখে ঈর্ষার পাত্র। জনসাধারণের জন্যে সে মহাভয় কালস্বরূপ।

তার অর্থবিত্ত ও প্রতিপত্তি দেশের আমীরকে আকৃষ্ট করলো। তিনি তাকে শহরের জন্য রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। যেমনটি করে থাকেন অবিবেচক শাসকগণ। ফলে চৌর্য-বৃত্তি আইন-সম্মত হয়ে পড়ে। নির্যাতন কর্তৃপক্ষের সমর্থন পায় এবং দূর্বলের ওপর দমননীতি পরিণত হয় সাধারণ নিয়মে। জনগণ হয়ে পড়ে তোষামোদপ্রবণ ও স্তাবক। এভাবেই মনুষ্যজাতির স্বার্থপরতার ফলে নিরীহ মানুষ হলো দুস্কৃতকারী, শান্ত সুবোধ মানুষ হলো হত্যাকারী। মানুষ্যজাতির মধ্যে সংক্রমিত হলো লোভ-লালসা এবং মানবতার ওপর এলো চরম আঘাত।

Dhaka University Institutional Repository

ওরা জীবনজয়ী

চাষার ছেলেটি বসেছিল লেকের ধারে। সাইপ্রেস আর উইলো গাছের ছায়াতলে। শান্ত স্থির লেকের জলে নিবদ্ধ ছিল তার ধ্যানী দৃষ্টি।

নিসর্গের অঙ্গনে সে লালিত। সেখানে সব কিছুতেই প্রণয়ের অনুরণন- বৃক্ষের শাখায় শাখায় কোলাকুলি, ফুলের হাসিতে প্রলোভন। সুশোভন দোল খায় তৃণলতা। সুমধুর পাখির কূজন। এবং বিশ্ববিধাতা সোচ্চার শতকণ্ঠে।

সে এক নব্য যুবক। গতকাল বেলা শেষে এই লেকের ধারে সে দেখেছিল এক সুকুমারীকে। একদল সহচারী বেষ্টিতা। প্রথম দৃষ্টিতেই সে হয়েছিল নিখাদ প্রণয়াসক্ত

পরে সে মেয়েটির পরিচয় জেনেছে। আমীর-নন্দিনী সে। হৃদয়কে উন্মুক্ত করার দায়ে যুবকটি এখন নিজেকে অনুযুক্ত করলো। কিন্তু অনুযোগ দিয়ে মনকে ফেরানো যায় না তো কোনদিন। নিঃসঙ্গতা দিয়ে সত্তাকে সরানো যায় না সত্য থেকে। ভাবাবেগের ক্ষেত্রে মানুষ তো টলটলায়মান। উত্তরে আর দখিণা বাতাসের মুখোমুখি মগডালের মতো।

সে তার ঝাপসা দৃষ্টি মেলে ধরে। ঐ তো নগণ্য বেগুনি রং ফুলটি গজিয়েছে সুরভিত জুঁই ফুলটির গা ঘেঁসে। একই বৃক্ষ শাখে বসেছে হামিং বার্ড ও রবিন। তবু তার আত্মার আর্তি এই যে, বিশাল বৃক্ষটিও মূলদেশে ঘাসের সূঁচে বিদ্ধ, বিক্ষত।

মনের দুঃ খে সে কাঁদলো অনেক। ভৌতিক দ্রুততায় কাটলো অনেক বেলা। এক সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আপন মনে সে বলে উঠলো: আমি দেখতে পাচ্ছি, প্রেম আমাকে পরিহাস করছে। আমার আশা আনন্দকে পরিণত করছে দুঃখ দৈন্যে এবং অপমাণিত করছে আমরা সাধ আহলাদকে।

আমি তো প্রেমের পূজারী। এই প্রেম আমার অন্তরাত্মাকে মহিমান্বিত করছে আমীরের প্রাসাদে, আবার হীনম্মন্য করছে চাষার কুটিরে। আমার চেতনাকে নিটোল আচ্ছন্ন করেছে এক সুদীপ্তা তরুণী, যাকে ঘিরে রেখেছে অগণিত প্রেমার্থী। তার সেবায় নিয়োজিত অগণিত ভৃত্য।

লালিত সে তো বংশকৌলিন্যের সুপ্রভায়।

আমি সে তোমারই অভিসারী, হে আমার প্রেম।

আমার কি পরিচয় তুমি চানতে চাও? আমি তো আগুনের পথ বেয়ে চলেছি এগিয়ে। দু'চোখে আমি অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। আমার ঠোঁট জোড়া কেঁপে ওঠে, কথা ফোটে শুধু দুঃখ কষ্টের। হে প্রেম, তুমি তো আমার হৃদয়কে করেছ ক্ষুধাতুর তোমারই মাধুর্যের জন্যে। আমি হীনবল, অথচ আমাকে নিয়েই তোমার এই উদ্যম। আমি তো নির্দোষ, তুমি ন্যায়পরায়ণ, তবে কেন এই উৎপীড়ন আমার ওপর?

Dhaka University Institutional Repository

তুমিই তো আমার অস্তিত্ব। তবে কেন আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করা? তুমি আমার শক্তি সাহস। তবে কেন আমাকে এমন হীনবল করে দিচ্ছ? আমার তো তুমিই দিশারী। আমাকে কেন তবে নিঃসঙ্গ করেছ এই বিজন প্রদেশে?

আমি তোমার করুণাপ্রার্থী, কেবল তোমারই পদরেখায় আমার পথ চলা। তোমার ইচ্ছা এবং আমার আনুগত্য। সেই তো আমার আত্মার প্রশান্তি। আমার আশ্রয় তোমারই ছত্রছায়ায়। ছোট নদী দ্রুত প্রবহমান প্রেমাস্পদ সমুদ্রের লক্ষ্যে।

ফুলদল উৎসুক প্রণয়ী সূর্যের পানে।

মেঘমালা ঘনীভূত পাণিপ্রার্থী উপত্যকার উদ্দেশে।

আমি তো ছোট নদীর কাছে অখ্যাত। ফুলের কাছে অজ্ঞাত। মেঘের কাছে অবজ্ঞাত।

আমি আমার প্রেমের অঙ্গনে নিঃসঙ্গ। সেই একজনের কাছ থেকে আমি কতো দূরে। তার পিতার রাজকীয় রক্ষী বাহিনীতে নগণ্য সেনানী হিসেবেও আমি গ্রাহ্য হই না। তার প্রাসাদের একজন ভৃত্য হিসেবেও না। সে তো আমার অস্তিত্ব সম্পর্কেই নয় অবহিত।

মুহূর্তকালের জন্যে সে নীরবতা রক্ষা করলো। যেন শিখে নিতে চাইছে নদীর কুলকুল আর ফুলের মর্মর ভাষ্য। তারপর আবার সে বলে উঠলোঃ এবং তুমি, যে তোমার নাম উচ্চারণে আমার এতো ভয়- আমার কাছ থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন তোমার বংশ গৌরবের প্রচ্ছায়ায়, সামাজিক মর্যাদার দেয়াল ঘেরায় এবং তোমার অবস্থান লৌহদ্বারের অন্তরালে। আমাদের মিলন কি আর কোথাও হতে পারে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া? কেননা অনন্তের মধ্যেই সমতার অনুশাসন এবং আত্মপ্রকাশের থাকবে অবকাশ।

তুমি অধিষ্ঠিতা হয়েছ আমার হৃদয়-পাত্রে। সেই তো আমার ভালোবাসার আশিস। আমার সত্তাকে তুমি বরণ করেছ দাসত্বে। সেই তো আমার ঐশী সম্মান।

গতকালও আমি ছিলাম মোহমুক্ত, এই প্রান্তরে সুখ শান্তিতে বসবাসরত। অথচ আজ আমি আমার আনমনা মানসের ব্যূহবন্দী।

ওগো সুন্দর, তোমাকে প্রথম দেখেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম, আমার ভূ-পৃষ্ঠে ভূমিষ্ট হবার অভিপ্রায় কি?

যখন জানলাম তুমি হচ্ছো রাজকুমারী, এবং নিজের দারিদ্র্যের প্রতি করলাম দৃষ্টিক্ষেপণ, তখনই উপলব্ধি করেছিলাম, ঈশ্বর এমন এক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করবেন, যা আগে মানুষের নিকট প্রত্যাদিষ্ট হয়নি। সে এক গুপ্তপথ- মানুষের চেতনাকে পরিচালিত করে এমন কোন স্থানে, যেখানে প্রেম অগ্রাহ্য করতে পারে সব রকমের দেশাচার। আমি যখন তোমার চোখে চোখ রেখেছিলাম, তখনই জেনেছিলাম, সেই পথ আমাকে পরিচালিত করেছে স্বর্গের অভিমুখে। আর সেই স্বর্গ-তোরণ হচ্ছে মানুষের অন্তঃকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

যখন আমি তোমার রাজাসনের সঙ্গে নিজের মন্দভাগ্যের তুলনা করেছিলাম, মনে হয়েছিল, যেন এক বিশালদেহী দৈত্য ও এক ক্ষীণকায় বামুন মল্লযুদ্ধরত। এবং আমি উপলব্ধি করেছিলাম, এই বিশ্বজগৎ আর আমার আবাস ভূমি নয়।

গতকাল তোমাকে দেখেছিলাম কুমারী সহচারীদের মধ্যমণিরূপে। সবুজ পত্রগুলোর মধ্যে একটি গোলাপের মতো। আমার বিশ্বাস জন্মেছিল, স্বর্গ থেকেই আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে আমার স্বপ্নদর্শন। কিন্তু তোমার পিতৃগৌরব জ্ঞাত হবার পর, আমি আবিষ্কার করলাম, গোলাপ তুলতে যাওয়া হাতটির কাঁটার ঘায়ে রক্তাক্ত হওয়া অনেক বিলম্বে দেখতে পাওয়া গেছে। এবং আমার সকল স্বপ্নের সঞ্চয় জাগরণে হবে অপহৃত।

যুবক উঠে দাঁড়ালো এবং ধীর পদক্ষেপ বিষণ্ন মুখে এগিয়ে গেলো একটি ঝর্ণার ধারে। দু'হাতে ঢাকলো সে মুখ এবং নিদারুণ হতাশায় আর্তনাদ করে উঠলোঃ ওগো মরণ, এসো আমাকে বরণ করে লও। এই বিশ্বচরাচরে নেই ন্যায়নীতি, এখানে কাঁটার ঘায়ে গোলাপ বিবর্ণ। আমাকে তুলে নাও, আমাকে এই বৈষম্যের রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। এই বিশ্বালোক থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাও, যেখানে প্রেমের দিব্য মহিমা অপসৃত এবং বাহ্য পদবীতে প্রেমের অধিষ্ঠান। হে মরণ, অনন্তের পথযাত্রায় আমার সহায় হও। সে-ই তো অনন্য স্থান। সেখানেই আমি প্রতীক্ষিত থাকবো আমার প্রণয়িনীর জন্যে।

সারাক্ষণ সে কায়মনোবাক্যে বিক্ষুব্ধ। দিনের অবসানে মাঠ প্রান্তরে নামলো অন্ধকার। একটি কাষ্ঠ খন্ডের ওপরে সে বসলো। আমীর-কন্যা এই কাষ্ঠখন্ডটি পায়ে মাড়িয়েছিল। বুকের ওপর ঝুঁকিয়ে দিল সে তার মস্তক। যেন রক্ষা করতে চায় আপন বক্ষদেশকে বিদীর্ণ হওয়া থেকে। সেই মুহূর্তে উইলো গাছের অন্তরাল থেকে আর্বিভূতা হলো এক সুন্দরী ললনা। তার রাজকীয় অঙ্গ ভূষণ সবুজ ঘাসের ওপর আলুলায়িত। যুবকের মুখোমুখি দাঁড়ালো সে এবং শিরোপরি রাখলো কোমল করস্পর্শ। চেতনারহিত যুবক অপলক চোখ তুলে তাকালো। নিজের দৃষ্টিকে মানলো অবিশ্বাস্য। এই তো সেই আমীর-নন্দিনী!

সে নতজানু হলো। যেমনটি হয়েছিল মুসা নবী বহ্নিমান বৃক্ষমূলে। সে কথা বলতে চাইলো, অথচ রইলো নির্বাক। শেষে জুড়লো অঝোর ক্রন্দন।

আমীর-নন্দিনী তাকে আলিঙ্গন দিলো, তার ওষ্ঠাধারে এঁকে দিল নিবিড় চুম্বন। কোমল চিবুক ঘসে মুছিয়ে দিল যুবকের অশ্রুধারা। এবারে সঙ্গীতের চেয়ে সুরেলা কণ্ঠে বলে উঠলোঃ তুমি আমার বিষণ্নতার স্বপ্নের মধ্যে হয়েছ আবির্ভূত। তোমার প্রেম আমার নিঃসঙ্গতার করেছ নিরসন। তুমিই তো আমার হৃত সত্তার সাথী, আমার অর্ধাংশ। ভূমিষ্ঠ হবার লগ্নে আমরা হয়েছিলাম দ্বিধাবিভক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আমি প্রাসাদ থেকে পালিয়ে এসেছি তোমাকে দেখবো বলে। এখন তুমি রয়েছ আমার পাশে। কোনো ভয় নেই আমার জন্যে। আমি বিসর্জন দিয়ে এসেছি আমার পিতৃকূল- কৌলিন্য। আমি দূর দূরান্তের পথে তোমারই অভিসারিকা। তুমিই আমার জীবন-মরণ। এসো, এখানে আর নয়, আমরা চলে যাই অন্য কোনো পরিসরে।

যুগল নর-নারী হেঁটে চললো পাশাপাশি। গাছ-গাছালির ছায়ায় ছায়ায়। তাদের চলার পথ আচ্ছন্ন হলো রাত্রির অন্ধকারে। চলতে চলতে তারা ক্রমপ্রভ আলোর দীপ্তিতে হলো বর্ণোজ্জ্বল। এখন কেটে গেছে অন্ধকারের শঙ্কা, আমীরের শাস্তিবিধান থেকে ওরা এখন নিঃশঙ্ক।

পরে এক সময়, দেশের শেষ প্রান্তে আমীরের অনুচররা দেখতে পেয়েছিল দুটি নরকঙ্কাল। একটি কঙ্কালের কণ্ঠদেশে জড়ানো সোনার লকেট। ওদের পাশেই স্থাপিত একটি বিশাল প্রস্তর। ওতে খোদিত রয়েছেঃ

মরণ হরণ করে যারে,
মানুষ তো পারে না ফিরাতে।
বিধাতার আশিস যে পায়,
মানুষ কি সাজা দেবে তারে?
প্রেম যে বাঁধন গড়ে তোলে,
ভাঙতে তা পারে না মানুষ।
অনন্তকালের বিধিলিপি
মানুষতো পারে না খন্ডাতে।

Dhaka University Institutional Repository

দাসত্ব

মানুষরা জীবনের দাস। এই দাসত্ব তাদের দিনগুলোকে দুঃখ, দুর্দশা ভারাক্রান্ত করে, রাতগুলোকে অশ্রু ও মনোকষ্টে প্লাবিত করে।

আমার প্রথম জন্মের পর সাত হাজার বছর অতিক্রান্ত। সেই থেকে আমি ভারী শৃঙ্খল টেনে টেনে চলা জীবনের দাসত্বের এক প্রত্যক্ষদর্শী।

আমি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিক্রমণ করেছি। জীবনের আলোয় এবং ছায়ায় বিচরণ করেছি। সভ্যতার মিছিলকে আলো ছেড়ে অন্ধকারের মধ্যে ধাবিত হতে দেখেছি। সেই তো দাসত্বের জোয়ালের নিচে অবনত মানবাত্মার অধঃপতন। বীরপুরুষ শৃঙ্খলিত এবং বিশ্বাসী নতজানু প্রতিমার বেদীতে। আমি মানুষকে অনুসরণ করেছি ব্যাবিলন থেকে কায়রো এবং Ain Dour থেকে বাগদাদ পর্যন্ত। এবং প্রান্তরের ওপর পায়ের বেড়ির চিহ্ন করেছি প্রত্যক্ষ। আমি চিরন্তন তৃণভূমি ও উপত্যকাগুলোতে অতীতের লুপ্ত সভ্যতার ক্রন্দন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে শুনেছি। আমি ধর্ম-মন্দির ও পূজার বেদী দর্শন করেছি, প্রবেশ করেছি রাজ-প্রাসাদে, সিংহাসনের সামনে করেছি উপবেশন। দেখেছি শিক্ষাণবীশ দাসত্ব করছে কারিগরের, কারিগর দাসত্ব করছে চাকরিদাতার এবং চাকরিদাতা দাসত্ব করছে সৈনিকের, সৈনিক দাসত্ব করছে শাসনকর্তার, শাসনকর্তা দাসত্ব করছে সম্রাটদের, আর সম্রাট দাসত্ব করছে পুরোহিতের, পুরোহিতের, পুরোহিত দাসত্ব করছে প্রতিমার। এবং প্রতিমা তো অপপ্রজ্ঞাজাত, মাটির তৈরি এবং করোটির গোলকের ওপর স্থাপিত।

আমি প্রবেশ করেছি ধনীর বাসভবনে এবং দরিদ্রের পর্ণ কুটিরে। দেখেছি মাতৃস্তন থেকে শিশু দাসত্বের দুগ্ধ পান করছে এবং কিশোররা আনুগত্যের পাঠ নিচ্ছে বর্ণমালা থেকে।

পরিচারিকাদের পরিধেয় নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত। স্ত্রীগণ আইনগতভাবে পরের ইচ্ছা পূরণে সম্মত এবং অশ্রুসিক্ত আনুগত্যের শয্যায় শায়িতা।

আমি অতীতকে সঙ্গ দিয়েছি KANGE নদীর তীর থেকে ইউফ্রেটিস সৈকত এবং নীল নদের মুখ থেকে আসিরীয় সমতল ভূমি পর্যন্ত। এথেন্সের মল্লযুদ্ধ-প্রান্তর থেকে রোমের গীর্জা পর্যন্ত এবং কনস্টান্টিনোপলের নোংরা বস্তী থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত। .....

তবু দেখতে পেয়েছি সবখানেই দাসত্বের গতিবিধি, সবখানেই অজ্ঞানতার গৌরবময় ও রাজসিক শোভাযাত্রা। আমি দেখেছি লোকেরা তরুণ-তরুণীকে প্রতিমার পায়ে বলিদান করে, প্রতিমাকে গণ্য করে ঈশ্বর রূপে। প্রতিমাকে সম্রাজ্ঞী জ্ঞানে পায়ে লেপন করে মদিরা ও সৌগন্ধী। তাকে স্বর্গীয় দূত ভেবে তার বেদীতে ধুপকাঠি পোড়ায়। তাকে আইনাদর্শ ভেবে নতজানু উপাসনায় লিপ্ত হয়। তার নামে জীবনপণ যুদ্ধে মেতে ওঠে, তাকে ভাবে দেশপ্রেম। নিজেকে

Dhaka University Institutional Repository

সমর্পণ করে তার ইচ্ছার ওপর, তাকেই পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের ছায়া বলে মেনে নেয়। তাকে সমধর্মিতার কেন্দ্রবিন্দু ভেবে তার খাতিরে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে ঘরবাড়ি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। তাকে সৌভাগ্য ও সুখের আকর ভেবে তার নিয়োগ করে কষ্টকর শ্রম ও চৌর্য-বৃত্তি। তার নামে হত্যাকান্ড ঘটায় এবং তাকেই বলে সমতাবিধান। প্রতিমার শত নাম, কিন্তু বাস্তবতা একই। তার মুখাবয়ব বহুবিচিত্র, কিন্তু একই উপাদানে গড়া। মূলতঃ এ যেন একটি স্থায়ী বিকার, যা বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রামক।

আমি দেখেছি অন্ধ দাসত্ব, যা লোকের বর্তমান সময়কালকে পিতৃ পুরুষের অতীতকালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। যার ফলে অটুট থাকে পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য ও লোকাচারসমূহ, নতুন বোতলে পুরাতন মদিরা।

আমি দেখেছি বোবা দাসত্ব, যা একজন পুরুষের জীবনকে বেঁধে দেয় একজন স্ত্রীর সঙ্গে, যার প্রতি জাগে না প্রেম। অনুরূপ একজন নারীর দেহকে সংলগ্ন করে দেয় একজন ঘৃণিত স্বামীর দেহের সঙ্গে। মানসিকভাবে দুটি জীবনই হড়ে পড়ে অসাড়।

আমি দেখেছি বধির দাসত্ব, যা শ্বাসরুদ্ধ করে অন্তরাত্মাকে। মানুষকে রূপান্তরিত করে একটি স্তোকবাক্যের শূন্যগর্ভ প্রতিধ্বনিতে এবং একটি দেহের দুঃখজনক প্রচ্ছায়ায়।

আমি দেখেছি খন্ড দাসত্ব, যা মানুষের গর্দানকে স্থাপন করে স্বৈরাচারের খড়গতলে। শক্ত-সমর্থ অথচ দূর্বলচিত্ত মানুষদের নিয়োগ করে সম্পদ লোভীদের শোষণযন্ত্রের সাজ-সরঞ্জাম রূপে।

আমি কুৎসিত দাসত্ব দেখেছি, যা শিশু - চেতনাকে উদার আকাশ থেকে দুর্দশার অঙ্গনে নামিয়ে আনে। সেখানে মানুষের চাহিদা মূর্খতার পঙ্কে নিমজ্জিত এবং হতাশার পশ্চাতে অবমাননার অধিবাস। শিশুরা জন্মায় দূর্ভোগের মধ্যে, বেঁচে-বর্তে তাকে দুস্কৃতকারী হিসেবে এবং মৃত্যুবরণ করে ঘৃণিত, পরিত্যক্ত অস্তিত্বহীনের মতো।

আমি সূক্ষ্ম-দাসত্ব দেখেছি, যা বিষয়সমূহকে করে বিরূপ আখ্যায়িত-বুদ্ধিমত্তাকে ধূর্ততা, জ্ঞানবিজ্ঞানকে শূন্যতা, অনুরাগকে দূর্বলতা এবং প্রত্যাখ্যানকে কাপুরুষতা।

আমি কুটিল দাসত্ব দেখেছি, যা দূর্বলের বাকশক্তিকে করে ভীত বিহ্বল, বাধ্য করে মনের বিরুদ্ধে কথা বলতে। তারা নিজেদের মন্দভাগ্য নিয়ে ধ্যান মগ্ন হবার ভান করে, ক্রমে পরিণত হয় জীর্ণশীর্ণ খালি থলিতে- ছোট শিশুটিও যেটাকে দুমড়ে মুচড়ে হাতে ঝুলিয়ে নিতে পারবে।

আমি দেখেছি তির্যক-দাসত্ব, যা এক জাতির ওপরে কঠোরভাবে আরোপ করে অন্য জাতি দুঃশাসন। এবং প্রতিদিনই সেই কঠোরতার হতে থাকে ক্রমবৃদ্ধি।

Dhaka University Institutional Repository

আমি দেখেছি কায়েমী-দাসত্ব, যা রাজপুত্রের মাথায় পরিয়ে দেয় রাজমুকুট। এক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় না।

আমি দেখেছি কৃষ্ণ-দাসত্ব, যা দুস্কৃতিকারীর নিরীহ সন্তানকে চিরন্তন চিহ্নিত করে রাখে অপ্রিয় ও নিন্দাভাজনরূপে।

বিদগ্ধ-দাসত্ব, যাকে দেয়া যায় ধারাবাহিক ও সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্কিল ক্ষমতাদর্পনে লালন করতে।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ যুগ পরিক্রমণ করতে করতে আমি যখন পরিশ্রান্ত এবং প্রস্তরাত লোকদের মিছিল দেখতে দেখতে ত্যাক্ত বিরক্ত, তখন একাকী আমি হেঁটে গেলাম জীবনের প্রচ্ছায়া-অধ্যুসিত উপত্যকায়। সেখানে নিদারুণ অপরাধবোধে অতীত নিজেকে লুকিয়ে রাখতে উদ্যোগী এবং ভবিষ্যতের সত্তা বহুকাল ধরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিথর বিশ্রামরত। সেখানে বিষধর সর্পের মতো বুকে- হেঁটে চলা এবং দুস্কৃতকারীর স্বপ্নের মতো এঁকেবেঁকে প্রবাহিত রক্ত ও অশ্রু নদীর তীরে আমি দাসত্বের প্রেমাত্মাদের ভীত-সন্ত্রস্ত চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কিন্তু চর্মচক্ষে দেখতে পেলাম না কিছুই। সেখানে মধ্য রাত্রিতে গুপ্ত স্থানগুলো থেকে বেরিয়ে এলো আত্মাসমূহ। আমি দেখতে পেলাম একটি বিবর্ণ প্রেতাত্মাকে, তার কোলে শায়িত মরণোন্মুখ প্রেতিনীটি তাকিয়ে আছে জ্যোৎস্নাস্নাত আকাশের দিকে। আমি তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলামঃ কে তুমি?

উত্তরে সেই বিকট প্রেতাত্মা বললোঃ আমার স্বাধীনতা।

আমি তখন জানতে চাইলামঃ তোমার সন্তানরা কোথায়?

ভারাক্রান্ত হীনবল স্বাধীনতা ক্ষীণস্বরে ক'কিয়ে উঠলোঃ ওরা একজন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, অন্যজন উন্মাদ হয়ে মরেছে। আর আমার তৃতীয় সন্তানের এখনো জন্ম হয়নি।

প্রেতিনী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে যেতে যেতে আরো অনেক কথা বলেছিল। কিন্তু আমার চোখের কুজ্ঝটিকা আর হৃদয়ের কান্নার জন্যে আমি আর কোন কিছু দেখতে-শুনতে পাইনি।

Dhaka University Institutional Repository

শয়তান

ফাদার স্যামনকে লোকেরা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে মান্য করতো। তিনি ছিলেন জাগতিক পাপ-পূণ্য বিষয়ে বিশারদ এবং স্বর্গ-নরক ও কবরের শাস্তি বিধান সম্পর্কিত শাস্ত্রে সুপন্ডিত।

ফাদার স্যামনের কাজ ছিল উত্তর লেবাননের গ্রামে গ্রামান্তরে সফর করা এবং ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে লোকদেরকে পাপাসিক্ত থেকে মুক্ত করা, আর শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা করা। মাননীয় ফাদার অহরহ শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কৃষকরা তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ক্রয়ের জন্যে ব্যাকুল থাকতো। প্রত্যেক মৌসুমে তারা তাদের উৎপন্ন উৎকৃষ্ট ফল ফুল তাঁকে উপহার দিত।

শরৎকালের এক বিকেলে ফাদার স্যামন একাকী হেঁটে চলেছিলেন নির্জন গ্রামীণ পথ বেয়ে। পথটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী উপত্যকার মধ্য দিয়ে। হঠাৎ তিনি পথের পাশের একটি গর্ত থেকে ভেসে আসা করুণ ক্রন্দন শুনতে পেলেন। থমকে দাঁড়িয়ে তিনি শব্দের উৎসের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং একজন বিবস্ত্র লোককে শায়িত দেখতে পেলেন। তার মস্তক ও বক্ষদেশের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। সে কাতরোক্তি করে চলেছে: আমাকে বাঁচাও, আমাকে সাহায্য করো। আমার প্রতি সদয় হও, আমি মারা যাচ্ছি- ফাদার স্যামন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো তার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে উঠলেনঃ নিশ্চয় এই ব্যক্তি চোর, ডাকাত.....সম্ভবত কোনো পথিকের ওপর হামলা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং কারো হাতে আহত হয়েছে। আমি ভয় পাচ্ছি, লোকটি এখন মারা গেলে আমাকেই হত্যাকারী বলে অভিযুক্ত করা হতে পারে।

এ-রকম পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তিনি আবার পথ চলতে শুরু করলেন। কিন্তু মরণোন্মুখ লোকটি তাঁকে থাকিয়ে দিল। ব্যাকুলভাবে সে বলে উঠলোঃ আমাকে ফেলে যেও না আমি মারা যাচ্ছি।-ফাদার আবার ভাবতে লাগলেন এবং আর্তের সেবায় নিজের মধ্যে অনীহার উদ্রেক হওয়ায় অনুতপ্ত হলেন। তাঁর ঠোঁটে কম্পন দেখা দিল। তবু তিনি স্বগতোক্তি করে উঠলেনঃ নিশ্চিতই এই লোকটি বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো কোনো উন্মাদ। তার শরীরের ক্ষতগুলো দেখে আমার খুব ভয় করছে, আমি এর কি প্রতিকার করতে পারি? আমি তো নিতান্তই মানুষের আত্মিক রোগের চিকিৎসক। রক্ত-মাংসের শরীরের ক্ষতের চিকিৎসা আমার কিছুই জানা নেই। -ফাদার স্যামন কয়েক পা এগিয়ে গেলেন নিজের পথে! সেই মূহুর্তে মরণোন্মুখ লোকটি এমন আর্তনাদ করে উঠলো যে সে শব্দে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললোঃ এসো, আমার কাছে এসো। আমরা বহুকালের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। তুমি মহান যাজক ফাদার স্যামান।

Dhaka University Institutional Repository

আর আমি চোর-ডাকাতও নই। উন্মাদও নই। আমার কাছে এসো। আমাকে এই বিজন পথের ধারে মরতে দিওনা। এসো, আমি তোমাকে বলবো আমার সঠিক পরিচয়।

ফাদার স্যামান লোকটির কাছে গেলেন। নতমুখী হয়ে একদৃষ্টে তাকালেন তার দিকে। তিনি দেখতে পেলেন এক বিপরীতধর্মী মুখাবয়ব। দেখলেন শঠতাযুক্ত বুদ্ধিমত্তা, সুষমাযুক্ত নোংরামী এবং নম্রতাযুক্ত নষ্টামি। সেই মুহূর্তে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ারেন এবং প্রশ্ন করলেনঃ কে তুমি?

মরণোন্মুখ লোকটি আর্তস্বরে বললোঃ আমাকে তোমার কোনো ভয় নেই, ফাদার! আমরা যে বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করো। কাছাকাছি কোনো ঝর্ণার ধারে নিয়ে চলো, আমার ক্ষতস্থানগুলো ধুয়ে মুছে দাও তোমার নরম বস্ত্রখন্ড দিয়ে।

ফাদার আবারও জানতে চাইলেনঃ কিন্তু আমাকে তুমি বলো, সত্যি কে তুমি? আমি যে তোমাকে চিনতে পারছি না। এমন কি, জীবনে তোমাকে কোনদিন দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না আমার।

উত্তরে অত্যন্ত কাতরভাবে লোকটি বললোঃ অবশ্যই তুমি আমার পরিচয় জানো। হাজার বার তুমি দেখেছ এবং প্রতিদিনই তুমি আমার সম্পর্কে আলোচনা করে থাকো..... তোমার কাছে আমি তোমার নিজের জীবনের চেয়ে অধিকতর প্রিয়। - এবারে ফাদার লোকটিকে তিরস্কার করলেন। বলবেনঃ তুমি একজন মিথ্যাবাদী প্রতারক। তুমি এখন মরতে বসেছ, তবু সত্য কথা বলছ না। ... আমার জীবনকালে কোনদিনই আমি তোমার এই পাপ মুখ চোখে দেখিনি। সত্যি করে বলো তুমি কে, কি তোমার পরিচয়। না-হয় তুমি তোমার অজ্ঞাত পরিচয় নিয়েই মরো।

আহত লোকটি একটু নড়ে চড়ে উঠলো এবং ধর্মযাজকের চোখে চোখে তাকালো। তার ঠোঁটে ফুটে উঠলো রহস্যময় হাসি। শান্ত গভীর সুষম কণ্ঠে সে বললোঃ আমি শয়তান।

এই ভীতিকর কথাটি শুনেই ফাদার স্যামান বিকট চীৎকার করে উঠলেন। সেই শব্দ উপত্যকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। এবারে তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন এবং মরনোন্মুখ লোকটিকে চিনতে পারলেন। এরই তো চিত্রকল্প, ঠিক এ রকম বৃত অবয়ব শয়তানের প্রতিকৃতি গ্রামের গীর্জায়দেয়ালে টাঙানো আছে। তিনি শিহরিত হলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেনঃ ঈশ্বর আমাকে তোমার পাপ-মুখ দেখালেন। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তুমি অভিশপ্ত, তুমি ধ্বংস হও। এখন আমার কর্তব্যই হচ্ছে, তোমাকে ধ্বংস করা, তোমার পাপ যেন অন্যের মধ্যে সংক্রমিত হতে না পারে।

উত্তরে শয়তান বললোঃ একটু থামো ফাদার, শূন্যগর্ভ কথা বলে সময় নষ্ট করো না.... আমার কাছে এসো, তাড়াতাড়ি আমার ক্ষতস্থানগুলো বেঁধে দাও, রক্তপাতে আমি যেন মারা না পড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেন ধর্মযাজকঃ যে হাত ঈশ্বরের প্রতি প্রসারিত, সে হাত তো পাপের শরীরকে পারে না স্পর্শ করতে... তোমাকে মরতেই হবে- কালের কণ্ঠনিসৃত অভিশাপে, মানবতার ওষ্ঠপুটে উচ্চারিত অভিসম্পাতে। মানবতার শত্রু এবং ধর্মের বিনাশ সাধনই তোমার কর্মব্রত, একথা সবাই জানে।

শয়তান তীব্র যন্ত্রণায় নড়ে উঠলো। কনুই-এর ওপর ভর করে মাথা তুললো। বললোঃ তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি কি বলছ। কিছুই তুমি ধারণা করতে পারছ না, নিজের প্রতি কি অপরাধ করছ। মন দিয়ে শোনো, আমি সব কথা খুলে বলছি। আজ আমি একাকী এই নির্জন বনভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ঠিক এখানটায় এসে যখন পৌঁছলাম, তখন একদল দেবদূত নেমে এলো আমাকে আক্রমণ করতে। তারা আমাকে ভীষণ জোরে আঘাত করলো। আমি ওদেরকে ঠেকাতে পারতাম। শুধু পারিনি ওদের মধ্যে একজনের জন্যে, তার হাতে ছিল একখানা দৈবিক ধারাল তলোয়ার। সেই তীক্ষ্ণ তলোয়ারের আঘাত ঠেকাবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

শয়তান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো এবং নিজের কাঁপা কাঁপা হাত শরীরের গভীর ক্ষতস্থানে স্থাপন করলো। আবার বলতে শুরু করলোঃ সেই অস্ত্রধারী দেবদূত, নিশ্চয় সেই মিকাইল - সে হচ্ছে দক্ষ অস্ত্রবিদ। সে মুহূর্তে আমি যদি ধরাশায়ী না হতাম এবং মরার ভান না করতাম, তাহলে সে আমাকে নির্মমভাবে টুকরো টুকরো করে মরতো।

সশ্রদ্ধ জয়োল্লাসের সঙ্গে উর্ধ্বনেত্র হলেন ফাদার স্যামান। বললেনঃ মহান মিকাইলের নাম আশিস-ধন্য হোক। তিনি জঘন্য শত্রুর হাত থেকে মানবতাকে রক্ষা করলেন।

প্রতিবাদে শয়তান বলতে লাগলোঃ মানবতার প্রতি আমার অবজ্ঞা তোমার নিজের প্রতি নিজের ঘৃণার চেয়ে তীব্রতর নয়। তুমি মিকাইলকে সাধুবাদ জানাচ্ছ, সে তো কোনদিন আসেনি তোমাকে উদ্ধার করতে। আমাকে তুমি অভিসম্পাত দিচ্ছ আমার পরাজয়ের মুহূর্তে, যদিও বরাবরই তোমার শান্তি ও সুখের উৎস হিসেবে আমি ছিলাম, আমি আছি। তুমি আমার কল্যাণ কামনা করতে চাও না, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শনে তোমার অনীহা, অথচ আমার অস্তিত্বের ছায়ার মধ্যেই তোমার জীবনের সমৃদ্ধি। আমার অস্তিত্বের কারণেই তুমি সৃষ্টি করেছ তোমার আত্ম প্রতিষ্ঠার উপযোগী একটি কৈফিয়ৎ এবং অনুকূল পরিবেশ। তোমার কাজকর্মের যৌক্তিকতা হিসেবে তুমি তো ব্যবহার করে থাকো আমারই নাম। অতীতের মতোই বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও আমার অস্তিত্ব অটুট থাকা কি তোমার নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়? তুমি কি তোমার আকাঙ্খিত রাশি রাশি সম্পদ সঞ্চয় করে ফেলেছ? আমার অস্তিত্বের ভয় দেখিয়ে তোমার অনুসারীদের কাছ থেকে আরো স্বর্ণ রৌপ্য উসুল করে নেয়া কি আর সম্ভব নয়, লক্ষ্য করেছ?

Dhaka University Institutional Repository

তুমি কি বুঝতে পারো না, আমার মৃত্যু হলে তোমাকেও না খেয়ে মরতে হবে? আজ তোমাকে এভাবে মরতে দিলে, আগামীকাল তোমার কি উপায় হবে? ঈশ্বরকে পাবার জন্যে কার বিরুদ্ধে তুমি মন্ত্রপাঠ করবে, যদি আমার নামই উহ্য থাকে? যুগ যুগ ধরে তুমি এই গ্রামীণ জনপদে বিচরণ করছ এবং আমার খপ্পরে না পড়ার জন্যে লোকদেরকে সর্তক করছ। তারা তাদের কষ্টার্জিত টাকাকড়ি আর হাড়ভাঙা খাটুনি দ্বারা উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে ক্রয় করছে তোমার ধর্মোপদেশ। কিন্তু তারা যখন জানবে, তাদের শত্রুর অস্তিত্বই আর নেই, তখন আগামীকাল তারা তোমার কাছ থেকে কোন উপদেশ ক্রয় করবে? আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমারও ধর্ম ব্যবসায়ের ঘটবে অপমৃত্যু, কেননা লোকেরা সবাই তখন হবে পাপমুক্ত। একজন ধর্মযাজক হিসেবে তুমি কি বুঝতে পারো না, একমাত্র শয়তানের অস্তিত্বের কারনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধর্মমন্দির? সেই প্রাচীন সংঘাত, যার দৌরাত্ম্যে বিশ্বাসীদের উপার্জিত সোনাদানা কায়েমীভাবে এসে সঞ্চিত হচ্ছে ধর্মযাজক ও প্রচারকের থলিতে। কেমন করে তুমি আমাকে মরতে দেবে, যখন তুমি নিশ্চিত জানো যে, এতে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে তোমার সম্মান, তোমার মন্দির, তোমার গৃহস্থালী এবং তোমার জীবিকা?

শয়তান কিছুক্ষণ মৌনী হয়ে রইল এবং তার দূর্বলতা এখন সাহসিক স্বস্তিতে রূপান্তরিত। সে আবার বলতে লাগালোঃ ফাদার, তুমি অহঙ্কারী, কিন্তু মূর্খ। আমি তোমাকে ধর্ম বিশ্বাসের ইতিহাস শোনাবো। তা থেকেই তুমি সেই সত্যের সন্ধান পাবে, যা আমাদের উভয়ের অস্তিত্বকে সংযুক্ত করেছে এবং আমার অস্তিত্বকে সংশ্লিষ্ট করেছে তোমার নীতিবোধের সঙ্গে।

মহাকালের প্রথম প্রহরে মানুষ দাঁড়ালো সূর্যের মুখোমুখি। সামনের দিকে দুহাত প্রসারিত করে প্রথমবারের মতো উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলোঃ আকাশের ওপরে আছেন ঈশ্বর, যিনি মহান এবং প্রেমময় এবং দয়ালু। তার পর মানুষ সেই আলোক-বৃত্তের দিক থেকে পেছনে মুখ ফেরালো। দেখতে পেলো পৃথিবী পৃষ্ঠে নিজের প্রচ্ছায়া এবং তিরস্কার করে উঠলোঃ পাতালের নিচে আছে এক অন্ধকারময় পাপিষ্ঠ, দুষ্কর্মের প্রতিই যার অনুরাগ।

মানুষটি হেঁটে চললো গুহার দিকে। আপন মনে নিম্নস্বরে বলে চললোঃ আমি রয়েছি দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝখানে। এর একটির মধ্যে আমাকে নিতে হবে আশ্রয় এবং অন্যটির বিরুদ্ধে আমাকে হতে হবে সংগ্রামী।

আপন গতিতে অতিক্রান্ত হতে লাগালো মহাকাল। মানুষের অস্তিত্ব অটুট রইল দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝখানে। একটি তার জন্যে আশিস-স্বরূপ, যা তাকে উল্লসিত করে। অন্যটি অভিশাপ-স্বরূপ, যা তাকে সন্ত্রস্ত করে। কিন্তু আশিস আর অভিসম্পাতের মর্মার্থ সে আদৌ অনুধাবন করতে পারে না। কেননা সে তো এই দুয়ের মাঝখানেই বসবাস করে, ঠিক একটি বৃক্ষের মতো- গ্রীষ্মকালে যা পত্রপুষ্পে স্নিগ্ধ সজীব এবং শীতকালে বিবর্ণ কম্পমান।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ দেখলো সভ্যতার উষালগ্ন, মানবিতার উন্মেষ। গড়ে উঠলো মানুষের পারিবারিক জীবন। তারপর সংগঠিত হলো এক-একটি সম্প্রদায়। সেখানে যোগ্যতা ও আগ্রহের নিরিখে বিন্যস্ত হলো শ্রম। এক গোত্র নিয়োজিত হলো কৃষিকাজে, অন্য গোত্র গৃহনির্মাণে। কেউ-বা নিয়োজিত হলো কাপড় বুননের কাজে, আবার কেউ-বা শিকারের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহে। কালক্রমে মানুষের পৃথিবীতে অলৌকিকতার উদ্ভব ঘটলো। যার মধ্যে ছিল না কোন অদম্য আকুতি কিংবা গরজ, তেমনি এক জীবিকা সেই প্রথম গ্রহণ করলো মানুষ।

শয়তান কিছুক্ষণ মৌনী হয়ে থাকলো। তারপর সহসা জোরে হেসে উঠলো। হাসির শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠলো জনবিরল উপত্যকা। হাসতে গিয়ে শয়তানের শরীরের ক্ষতস্থানে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হলো। সে হাত দিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে ধরলো। ব্যথাটা একটু ধরে এলে আবার বলতে লাগলোঃ অলৌকিকতার উদ্ভব ঘটলো এবং মানুষের পৃথিবীতে বিস্ময়কর কায়দায় তা লালিত হতে লাগলো।

মানুষের প্রথম গড়ে ওঠা গোত্রের একজন সদস্য লা উইস। তার এই নামের উৎস আমার জানা নেই। সে ছিল বুদ্ধিমান, কিন্তু অত্যন্ত অলস। জমি কর্ষণ, গৃহ নির্মাণ, পশু পালন ইত্যাদি খাটুনির কাজকে সে ঘৃণা করতো। অথচ সে-যুগে কঠোর পরিশ্রম ছাড়া খাদ্য সংগ্রহের অন্যতর কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। তাই লা উইস রাতের পর রাত না খেয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটাতো।

এক গ্রীষ্মের রাতে গোত্রের লোকরা তাদের সর্দারের ঘরের আঙ্গিনায় জটলা করে সারাদিনের কাজকর্ম সম্পর্কে গল্প করছিল। একটু পরেই সবাই ঘুমোতে যাবে। এমন সময় তাদের একজন সহসা লাফিয়ে উঠলো। আকাশে ছিল পূর্ণ-চন্দ্র। সে দিকে আঙ্গুল তুলে লোকটি চিৎকার করে বললোঃ চেয়ে দেখো সবাই রাতের দেবতার দিকে। কেমন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। সব সৌন্দর্য মুছে গেছে। যেন মনে হচ্ছে, আকাশে একখন্ড কালো পাথর ঝুলে আছে। - সবাই তাকালো চাঁদের দিকে এবং বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হলো, ভয়ে কাঁপতে লাগালো। যেন অন্ধকার হাত বাড়িয়ে তাঁদের হৃদয়টাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। তারা দেখলো, রাতের দেবতা ধীরে ধীরে একটি কৃষ্ণ বর্ণ গোলকে পরিণত হচ্ছে। আর তার ফলে পৃথিবীর উজ্জ্বল মুখ এবং পাহাড় ও উপত্যকা তাদের দৃষ্টি থেকে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

সেই সময়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো লা উইস। আগে একবার সে চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছিল এবং এ সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান ছিল। এখন সে এসব অজ্ঞদের সামনে এমনি সুবর্ণ সুযোগটির সদ্ব্যবহার করলো। সে জনতার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে গেলো, আকাশের দিকে তুলে ধরলো দুটি হাত। বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলোঃ নত হও সবাই, প্রার্থনা করো। অদৃশ্যে অপদেবতা আর উজ্জ্বল রাতের দেবতার মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধেছে। যদি অপদেবতা এতে জয়লাভ করে, সবাই আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো আর যদি আমাদের রাতের দেবতা জয়ী হন, তবেই আমরা বেঁচে থাকবো। সবাই

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা করো, উপাসনা করো। আভূমি নতমুখ হও সবাই, চোখ বুজো। কোনক্রমেই ওপরের দিকে তাকাবে না। কেননা দুই দেবতার লড়াই যে দেখতে চাইবে, সে দৃষ্টি আর বোধশক্তি হারাবে। সে অন্ধ ও উন্মাদ হয়ে যাবে। তোমরা সবাই মাথা নত করো। অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করো যেন অপদেবতার পরাজয় হয়। সেই তো আমাদের মারাত্মক শত্রু।

লা উইস বার বার এ কথাগুলো বলতে বলতে থাকলো। কথার মধ্যে সে ব্যবহার করলো অনেক মনগড়া রহস্যময় শব্দ, যা লোকেরা আগে কখনো শোনেনি। এমনি নিপুণ প্রবঞ্চনার পর চাঁদ যখন রাহুমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে পেলো, তখন লা উইস মর্মস্পর্শী উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলোঃ ওঠো সবাই। ঐ দেখো, রাতের দেবতা জয়ী হয়েছেন তার শত্রুর ওপর। তিনি এখন তারকা মন্ডলে নিজের অবাধ পরিভ্রমণ শুরু করেছেন। তোমাদের প্রার্থনার গুণেই অন্ধকার অপদেবতার ওপরে তাঁর এই বিজয় সম্ভব হয়েছে। এখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়েছেন, দেখো।

লোকেরা উঠে দাঁড়ালো এবং আকাশে আলোকোজ্জ্বল বিজয়ী চাঁদকে দেখতে পেলো। তাদের ভয়ভীতি এখন প্রশান্তিতে পরিণত হলো এবং সব বিভ্রান্তি কাটিয়ে তারা আনন্দোচ্ছল হলো। তারা নৃত্যগীত শুরু করে দিল। হাতের যষ্টি দিয়ে লোহার পাত্রের ওপর তারা বিচিত্র তাল ঠুকতে লাগলো। সেই হট্টগোলে মুখরিত হলো উপত্যকার পরিমন্ডল।

সেই রাতেই লা উইসের সঙ্গে আলাপ করলেন গোত্রপতি। বললেনঃ তুমি আজ এমন একটা কাজ করলে, যা এর আগে কেউ কোনদিন করেনি।..... আমরা কেউ যা জানি না, তেমনি এক গুপ্ত জ্ঞানের পরিচয় তুমি দিয়েছ, এখন থেকে আমাদের সকলের কাছে তুমি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। সকলের আগ্রহে আমি ঘোষণা করছি, এই গোত্রে আমার পরেই তোমার মর্যাদা চিহ্নিত করা হলো। আমি সবচেয়ে শক্ত সমর্থ মানুষ, আর তুমি সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তি।..... তুমিই আমাদের লোকজন এবং দেবতাগণের মধ্যে মধ্যস্থতা রক্ষাকারী। দেবতাদের ইচ্ছা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে তুমি আমাদের অবহিত করবে। দেবতাদের কাছ থেকে কল্যাণ ও প্রেম আহরণের উপায় তুমিই আমাদের শেখাবে।

চতুর লা উইস এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়ে বললোঃ তোমরা আস্থা রেখো, মানুষের ঈশ্বর আমাকে স্বপ্নযোগে যা কিছু প্রত্যাদেশ দেবেন, সবই আমি তোমাদের জানাবো। আমি সরাসরি তার ও তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে যাবো।

গোত্রপতি আশ্বস্ত হলেন এবং লা উইসকে উপহার দিলেন দু'টি ঘোড়া, সাতটি গো বৎস, সত্তরটি মেষ ও সত্তরটি মেষ শাবক। বললেনঃ গোত্রের লোকেরা তোমাদের জন্যে একটি মজবুত বসত ঘর নির্মাণ করে দেবে। তারা প্রত্যেক ফসল কাটার মৌসুমে তোমাকে তাদের উৎপন্ন ফসল থেকে একটা অংশ দেবে, তুমি যেন তাদের শ্রদ্ধেয় নেতা হিসেবে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে পারো।

Dhaka University Institutional Repository

লা উইস উঠে দাঁড়ালো এবং সভাস্থল ত্যাগ করতে উদ্যত হলো। গোত্রপতি তাকে রুখলেন। বললেনঃ তুমি যে মানুষের দেবতার কথা বললে, তিনি কে? আর কে সেই দুঃসাহসী অপদেবতা, যে গৌরবোজ্জ্বল রাতের দেবতার সঙ্গে লড়তে এলো? আমরা তো আগে এ সব কিছুই জানতাম না।

লা উইস মাথা দোলালো এবং বলতে লাগলোঃ হে আমার সম্মানিত নেতা, তবে শুনন- সেই পুরাকালে মনুষ্য সৃষ্টিরও আগে, দেবতারা সবাই উর্ধ্বালোকে তারকামন্ডলের ওপারে সুখে বসবাস করতো। দেবতাদের রাজা ছিলেন তাদের পিতা। অন্যরা যা জানতো না, তিনি সব কিছুই জানতেন। কোনো বিষয়েই তাঁর সমান ক্ষমতা তাঁর অধস্তনদের ছিল না। জাগতিক রীতিনীতির বাইরে অলৌকিক রহস্যসমূহ তিনি সঙ্গোপনে নিজের আয়ত্তে রাখতেন। দ্বাদশ মহাকালের সপ্তম যুগে দেবনন্দন বাহ্‌তার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে দেবরাজকে ঘৃণা করতে শুরু করে। একদিন পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠেঃ কেন তুমি সব ক্ষমতা নিজের মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখবে? বিশ্বজগতের রহস্যসমূহ কেন আমাদের কাছ থেকে গোপন করে রাখবে! আমরা কি তোমার সন্তান নই? আমরা তো তোমাকে বিশ্বাস করি। তোমার সঙ্গে চিরন্তন সমঝোতা রক্ষা করি।

দেবতাদের রাজা ক্রুদ্ধ হলেন এবং বলেনঃ অবশ্যই আমি আমার আদ্যাশক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিক রহস্যসমূহ নিজের মধ্যে ধরে রাখবো। কেননা আমিই আদি, আমিই অন্ত।

উত্তরে বাহ্‌তার বললোঃ যদি তাই-ই হয়, তুমি যদি তোমার সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির হিস্যা আমাদেরকে না দাও, তবে জেনে রেখো, আমি এবং আমার সন্তানেরা এবং আমার সন্তানদের সন্ত াননরা আমরা সবাই বিদ্রোহ করবো।

দেবরাজ স্বর্ণপ্রাসাদে তাঁর আসনের ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। আক্রোশে অসি নিষ্কাষণ করলেন এবং এক হাতে অগ্নিপিন্ড সূর্যকে উঁচিয়ে ধরলেন বর্ম হিসেবে। দিগমন্ডল কাঁপানো কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করলেনঃ তবে রে, দুর্বিনীতি, দূর হয়ে যা এখান থেকে। তোর জন্যে উপযুক্ত স্থান হবে দুঃখ দৈন্যে ভরা পৃথিবী। সেখানে কেবল অন্ধকার আর জীবনযন্ত্রণা। সেখানেই তোকে দিলাম নির্বাসন। সূর্যটা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত আর তারকারাজি খন্ডবিখন্ড না হওয়া পর্যন্ত তুই পৃথিবীতেই বসবাস কর।

সেই মুহূর্তে বাহ্‌তার উর্ধ্বলোক থেকে এই নিম্নভূমিতে নিক্ষিপ্ত হলো। আর এখানেই তো যতো সব অপদেবতার বসতি। সেই থেকে সে আপন মনে প্রতিজ্ঞা করলো মর্তের মানুষদেরকে ভ্রান্তপথে চালিত করবে, তার দেব পিতা ও দেব-ভ্রাতাদের বিরুদ্ধাচরণের জন্যে।

এই কাহিনী শুনতে শুনতে গোত্রপতির কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। তাঁর মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। হতচেতনভাবে তিনি প্রশ্ন করলেনঃ তাহলে কি অপদেবতার নাম বাহ্‌তার?--- উত্তরে লা উইস বললোঃ হ্যাঁ, সে যখন ছিল উর্ধ্বলোকে, তখন তার নাম ছিল বাহ্‌তার। পরে মর্ত্যলোকে সে পর্যায়ক্রমে নানা নামে পরিচিত হয়-- বাল্‌জালু, স্যাটানেল, বেল্যাল, জামিয়েল, আহরিম্যান, ম্যারা, এবদোন, ডেভিল এবং সবশেষে শয়তান। শয়তান নামেই সে কুখ্যাত।

Dhaka University Institutional Repository

গোত্রপতি কম্পিত স্বরে বার বার উচ্চারণ করলেন 'শয়তান' নাম -শব্দটি, তাঁর কণ্ঠস্বরে শুকনো বৃক্ষ শাখার ফাঁকে বাতাস বয়ে যাবার শব্দের মতো শোনালো। তিনি সহসা প্রশ্ন করলেনঃ আচ্ছা, শয়তান দেবতাদেরকে যেমন ঘৃণা করে, তেমনি ঘৃণা মানুষকেও কেন করে?

সঙ্গে সঙ্গে লা উইস উত্তর দিলঃ তার কারণ হচ্ছে, মানুষরা শয়তানেরই ভাই- বোনদের বংশধর। - গোত্রপতি বিস্ময় প্রকাশ করলেনঃ তার মানে শয়তান মানুষেরই মাসতুতো পিসতুতো ভাই। - বিরক্তি ও বিভ্রান্তি জড়ানো কণ্ঠে লা উইস বললোঃ হ্যাঁ, প্রভো, কিন্তু সে মানুষের বড়ো শত্রু। সে-ই তো তোমাদের জীবনকে অহরহ দুঃখ দুর্দশা ও দূর্ভাবনায় পূর্ণ করে রাখে। সে-ই তো তোমাদের পর্ণ কুটিরের প্রতি দিক-নির্দেশ করে ঝড়ো হাওয়াকে, আমাদের ফসলের ওপর আনে অজন্মা এবং আমাদের মধ্যে রোগ ব্যাধি ও গবাদি পশুর মধ্যে ছড়িয়ে দেয় মড়ক। সে একটা অশুভ এবং শক্তিধর অপদেবতা। সে তো পাপাচারী, মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখলে সে উল্লসিত হয় এবং মানুষের সুখ শান্তি দেখলে হয় শোকাহত। এখন, তার নষ্টামি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অবশ্যই আমাদেরকে থাকতে হবে সদা সর্তক। তার পাতা ফাঁদে আমরা যেন পা না দিই। এজন্যে আমার জ্ঞানকে কাজে লাগানো হবে। আমিই সবাইকে দেবো সদুপদেশ।

গোত্রপতি তাঁর মোটা যষ্টির ওপর নিজের মস্তক স্থাপন করলেন এবং চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেনঃ 'এতোদিনে আমি জানলাম সেই অশুভ শক্তির গোপন রহস্য। যার ইঙ্গিতে আমাদের বসতঘর ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত হয়, মারী ও মড়কে বিনষ্ট হয় আমাদের এবং গবাদি পশুর জীবন। আমি এখন যা জানলাম, জনগণ তা জানতে পারবে। লা উইসকে সাধুবাদ। তার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদিত- শক্তিধর শত্রুর পরিচয় উদঘাটনের জন্যে এবং জনগণকে সুপথের নির্দেশ দানের জন্যে।

এবারে লা উইস গোত্রপতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে এলো। আপন চাতুর্যের জন্যে মহাখুশী এখন সে। মানসিক স্বস্তিতে মোহাচ্ছন্ন। কারণ আজই প্রথম, একমাত্র লা উইস ছাড়া গোত্রের আর সবাই ভূত প্রেতের ভয় আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে রাত কাটাবে।

এবারে শয়তান একটু থামলো। ফাদার স্যামান হতবাক তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠলো বিকৃত হাসি। শয়তান বলতে লাগলোঃ এভাবেই মানুষের পৃথিবীতে দৈবের আর্বিভাব। আর তারই সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠা পেলো আমার অস্তিত্ব। লা উইসই সর্বপ্রথম আমার নিষ্ঠুরতাকে গ্রহণ করেছিল তার জীবিকা হিসেবে। লা উইসের মৃত্যুর পর তার বংশধরদের মাধ্যমে এই পেশা প্রসার লাভ করেছিল। ক্রমেই তা সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং একটি চূড়ান্ত ও পবিত্র পেশায় পরিণত হয়েছিল। যারা সব জ্ঞানী-গুণী, চরিত্রবান ও সৎ এবং উদার কল্পনাপ্রবণ, তারাই বরণ করেছিল এই পোশাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বেবিলনে একজন ধর্মযাজক ভজন-গীতের দ্বারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেন। সেজন্যে লোকেরা সাতবার তাঁকে সেজদা করে। ... নিনেভায় (NINEVEH) এক ব্যক্তির প্রতি সবাই দারুণ আকৃষ্ট হয়। কেননা তিনি আমার গোপন রহস্য এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র সম্পর্কে নিজেকে বিজ্ঞ বলে দাবী করেন... তিব্বতে আমার বিরুদ্ধাচারণকারী এক ব্যক্তিকে 'চন্দ্র-সূর্যের সন্তান' নামে আখ্যায়িত করা হয়। ...বাইব্লাস (BYBLUS) ইফেসাস (EPHESUS) ও এনটিয়োচ -এ (ANTIOCH) লোকেরা আমার বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে তাদের সন্তানদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে। ... জেরুজালেম ও রোমে যাঁরা আমাকে ঘৃণা করেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে আমার বিরুদ্ধাচারণ করেন, লোকেরা তাঁদের হাতে সঁপে দেয় নিজেদের জীবন।

পৃথিবীর সকল শহর-জনপদেই ধর্ম, শিল্পকলা ও দর্শনশাস্ত্রের পাঠ আমার নামকেই করেছে কেন্দ্রবিন্দু। আমি যদি না থাকতাম, তবে তো গড়া হতো না ধর্ম মন্দির, স্থাপনা করা হতো না মিনার। আমিই হচ্ছি মানুষের বিচার বিশ্লেষণের শক্তি সাহস, ... মানুষকে উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনায় আমিই প্রেরণা যোগাই, ... আমিই সেই হাত, যা মানুষের হাতকে পরিচালিত করে। ... আমিই চিরায়ত শয়তান। আমি সেই শয়তান, যার শঠতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে লোকেরা সদা সর্তক। যদি তারা আমার বিরুদ্ধাচারণে বিরত হয়, তাদের আত্মা হবে কলুষিত। তাদের ওপর নেমে আসবে নৈতিক শাস্তি।

আমি সেই বিক্ষুব্ধ ঝড়-ঝঞ্ঝা, যা নর-নারীর অন্তরাত্মাকে করে আলোড়িত। আমার জন্যে তারা সারাক্ষণ আতঙ্কগ্রস্ত এবং আমার ধ্বংস কামনায় আনাগোনা করে থাকে উপাসনালয়ে। অথবা আমার শঠতার কাছেও তারা আত্মসমর্পণ করে থাকে আমাকে খুশী করার জন্যে। ধ্যানী যাজক নির্জন রাতভর উপাসনা করেন আমার স্পর্শমুক্ত থাকার জন্যে। একই রকম একজন বীরাঙ্গনা আমাকে আমন্ত্রণ করেন তাঁর প্রমোদ-কক্ষে। আমি শয়তান, চিরস্থায়ী ও সনাতন।

ভয়ভীতির ভিত্তির ওপর আমিই তো মঠ-মন্দির নির্মাতা। কামনা-বাসনা আর ভোগবিলাসের বিত্তির ওপর আমি নির্মাণ করি শুঁড়ীখানা আর নাচঘর। আমি যদি সরে যাই, পৃথিবী থেকে ভয়ভীতি ও বিলাস-ব্যসন উধাও হয়ে যাবে। আর সেই সঙ্গে মানুষের অন্তরের আশা-আকাঙ্খার ঘটবে অবলুপ্তি। জীবন হয়ে পড়বে শূন্যগর্ভ ও শিথিল, তার ছেঁড়া বীণার মতো। আমি চিরায়ত শয়তান।

আমিই মিথ্যাচার, পরনিন্দা, প্রতারণা, ছলচাতুরী ও উপহাসের প্রেরণাস্বরূপ। পৃথিবী থেকে এসবের অবলুপ্তি ঘটলে মানুষের সমাজ-সভ্যতা হয়ে পড়বে মরুভূমির মতো। এখানে থাকবে না সমৃদ্ধির লক্ষ্য, শুধু থাকবে রুক্ষ নৈতিকতাবোধ। আমি চিরায়ত শয়তান।

সকল পাপাচারের আমিই জন্মদাতা। যদি পাপের বিলোপ ঘটে, তবে তো পাপের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধরত, তাদেরও অস্তিত্ব হবে বিপন্ন। তাদের পরিবার-পরিজন আর সংগঠন হবে বিপর্যস্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সব অন্যায়ের আমিই প্রাণশক্তি। তুমি কি চাও আমার হৃদস্পন্দন থেমে গিয়ে মানবজাতির প্রগতি ব্যাহত হোক? উৎসমূল লোপ পেলে যা ঘটবে, তুমি কি তা মেনে নিতে পারবে? আমিই সবকিছুর উৎসমূল। এই বিজন অরণ্যে আমার মৃত্যু হোক, তুমি কি তা-ই চাও? তোমার আর আমার মধ্যে রয়েছে যে বন্ধন, তুমি তা ভেঙ্গে দিতে চাও? জবাব দাও, যাজক।

শয়তান তার দুই বাহু প্রসারিত করলো এবং সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে খুব কষ্টে শ্বাস নিতে লাগলো। তার মুখমন্ডল ধূসর বর্ণ ধারণ করলো। তাকে তখন বছর বছর ধরে নীলনদের তীরে পড়ে-থাকা ক্ষয়প্রাপ্ত মিশরীয় একটি মূর্তির মতো দেখালো। এবারে সে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো ফাদার স্যামানের মুখের ওপর এবং কাঁপা কণ্ঠে বলতে লাগলোঃ আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুর্বল। আহত শরীর নিয়ে এতো বেশি কথা বলা আমার ঠিক হয়নি। অথচ এসব তথ্য সবই তুমি তো আগে থেকেই জানতে। এখন তোমার যেটা ইচ্ছা, তুমি তা-ই করতে পারো। ... আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারো। অথবা এখানে আমাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখেও যেতে পারো।

ফাদার স্যামান ভয়ে বিস্মিত কাঁপতে লাগলেন। হাতে হাত ঘষলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলে উঠলেনঃ আমি এখন জানলাম, কিছুক্ষণ আগেও যা আমার জানা ছিলনা। আমার অজ্ঞতাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি বুঝতে পারলাম, তোমার অস্তিত্বই পৃথিবীতে প্রলোভনের জন্ম দেয়। আর এই প্রলোভনই হচ্ছে মাপকাঠি, যার সাহায্যেই ঈশ্বর মানবাত্মার মূল্যমান নির্ণয় করেন। এ হচ্ছে নিক্তি, যার সাহায্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চৈতন্যের ওজন নেন। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে তোমার মৃত্যু হলে প্রলোভনেরও ঘটবে বিলুপ্তি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হবে সেই আর্দশের প্রভাব, যা মানুষকে উৎসাহ উদ্দীপনা ও সর্তকতা দান করে।

" তোমাকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। কেননা লোকেরা তোমার মৃত্যুর খবর জানতে পারলে তাদের মন থেকে নরকের ভয় কেটে যাবে এবং তারা উপাসনায় বিরত হবে, কেননা ওতে কোনো পাপ হবে না। তোমাকে বাঁচতেই হবে, কারণ তোমার জীবনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পাপ শক্তি থেকে মানবতাকে রক্ষা করার উপায়।

আমি আমার মানব প্রেমের বেদিতে তোমার প্রতি আমার এতদিনের শত্রুতাকে বলী দিলাম।

শয়তান জোরে হেসে উঠলো। সেই হাসিতে মাটিতে কম্পন জাগলো। বললোঃ সত্যি, খুব বুদ্ধিমান লোক তুমি, হে ফাদার! তোমার মধ্যে রয়েছে টনটনে তত্ত্বজ্ঞান। তোমার জ্ঞান খাটিয়েই তুমি আমার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রকৃত উদ্দেশ্যটুকু উপলব্ধি করলে। অথচ এতটা আমিই কোনোদিন বুঝতে পারিনি। আমরা একে অন্যের জন্যে কতো বেশি প্রয়োজনীয়, এখন সঠিক বুঝতে পারা গেলো।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি আমার কাছে এসো, ভাই। চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে। আমার শরীরের অর্ধেক রক্ত উপত্যকার বালিতে মিশে গেছে। মরণ ঠেকাবার জন্যে এখন তাড়াতাড়ি তোমর সেবা কামনা করছি আমি।

ফাদার স্যামান তাঁর জামার আস্তিন গুটিয়ে নিলেন এবং এগিয়ে গেলেন। আহন শয়তানকে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ছুটলেন।

সেই উপত্যকা অঞ্চলে তখন নিথর নির্জনতা এবং নিকষ অন্ধকার বিরাজ করছে। ফাদার স্যামান তাঁর কাঁধের বোঝার ভারে কুঁজো হয়েই দ্রুত হেঁটে চলেছেন গ্রামের দিকে। তাঁর পরণের কালো পোষাক আর লম্বা দাড়ি আহতের শরীর থেকে ক্ষরিত ফোঁটা ফোঁটা রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু প্রাণপণে এগিয়ে চলেছেন ফাদার স্যামান। তাঁর ঠোঁট নড়ছে- মরণোন্মুখ শয়তানের প্রাণরক্ষার জন্যে তিনি নিবিড় প্রার্থনারত।

Dhaka University Institutional Repository

গোর খুঁড়ে

রাতের ভয়াবহ নির্জনতায়, যখন ঘন মেঘের রাক্ষুসে আচ্ছাদনে সকল স্বর্গীয় বস্তু অদৃশ্য, আমি তখন ভীতসন্ত্রস্ত একাকী হেঁটে চলেছিলাম প্রেতপুরীর ভেতর দিয়ে।

মধ্যরাতে প্রেতেরা তাদের কুৎসিত পক্ষ সঞ্চালন করে লাফিয়ে পড়লো আমার ধারে কাছে। একজন বিশালদেহী প্রেত আমার সামনে এলো, তার সম্মোহনী বিকট দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। বজ্র গম্ভীর স্বরে বলে উঠলোঃ তুমি খুব ভয় পাচ্ছ নিশ্চয়। আমাকে তোমার ভীষণ ভয়। এটা তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না, কারণ তুমি তো মাকড়সার জালের চেয়ে দুর্বল। কি তোমার জাগতিক নাম হে?

আমি একটা বড়ো পাথরে হেলান দিয়ে আকস্মিক ধাক্কাটা সামলে নিলাম। তারপর ক্ষীণ এবং কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলামঃ আমার নাম আব্দুল্লাহ, যার অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বরের দাস।

প্রেতটি মুহূর্তকাল ভীতিকর নীরবতা রক্ষা করলো। আমি তার উপস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভৌতিক অস্তিত্বের কথা ভেবে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

প্রেতটি কর্কশ কণ্ঠে বলতে লাগলোঃ ঈশ্বরের দাস তো অগণিত। এতসব দাসকে নিয়ে ঈশ্বরের হয়েছে জ্বালা। তার চেয়ে তোমার পিতা কেন তোমার নাম 'শয়তানের সর্দার' রাখলেন না। তাহলেই অশেষ দুঃখময় পৃথিবীর দুর্ভোগ আরো বৃদ্ধি পেতো। তুমি তো পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া ভয়ভীতির বেড়াজালে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছ। তোমার দেহমনের যাবতীয় দুঃখ দুর্দশা তো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। যতোদিন না তোমার মৃত্যু হচ্ছে, ততোদিনই তুমি থাকবে মৃত্যুর দাস হয়ে।

তোমাদের কাজকর্ম সবই অপচয়স্বরূপ, সবই নিষ্ফল। শূন্যগর্ভ তোমাদের জীবনযাত্রা। সত্যিকার জীবনের দেখা তুমি পাওনি, পাবেও না। তোমরা হচ্ছো আত্মপ্রবঞ্চক এক একজন জিন্দালাশ। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তোমরা দেখতে পাও, মানুষরা জীবনের ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছে এবং তাতেই তোমরা ভাবো, ওরা বেঁচে আছে। অথচ জন্মকাল থেকেই তারা মৃত। তাদেরকে দাফন করার জন্যে কেউ তো নেই। কাজেই তোমার জন্যে একটা উত্তম কাজ হতে পারে গোর খোঁড়া। এই কাজের দ্বারাই তুমি কিছু সংখ্যক জীবিতকে বসতঘর, পথঘাট আর মসজিদ-মন্দিরের জিন্দা লাশের জটলা থেকে রক্ষা করতে পারো।

আমি প্রতিবাদী কণ্ঠে বললামঃ আমি এরকম পেশা গ্রহণ করতেই পারি না। কারণ আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের ভরণ-পোষণ এবং সঙ্গ দেয়া আমার কর্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository

সে আমার দিকে ঝুঁকলো। তার পাকানো পেশীগুলো যেন শক্ত ওক গাছের মূল, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিপূর্ণ জীবনীশক্তি। সে অত্যন্ত রাগতঃ স্বরে বলে উঠলোঃ ওদের সকলের হাতে কোদাল ধরিয়ে দাও, সবাইকে গোড় খোঁড়া শিখিয়ে দাও। আমি বলছি, তোমাদের জীবন নিতান্তই সাদা রং-করা দেয়ালের ভেতরে কোলো দুঃখ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের দলে ভিড়ে যাও, কারণ একমাত্র আমরা প্রেরতরাই বাস্তবতার ধারক-বাহক। এই গোর খোঁড়ার কাজে ধীরে ধীরে নিশ্চিত কল্যাণ বয়ে আনবে, যার ফলে অহরহ ঝড়ে কম্পমান লাশগুলো বিলুপ্ত হবে, আর হেঁটে বেড়াবে না। - সে চুপ করলো এবং কিছু ভাবলো। পরক্ষণেই প্রশ্ন করলোঃ 'তোমার ধর্ম কি হে?'

উত্তরে আমি সাহসকিতার সঙ্গে বললামঃ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি, তাঁর প্রেরিত নবীগণকে সম্মান করি। আমি পূণ্যের কাজকে ভালবাসি এবং পরলোকের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা।

অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে সে বলে উঠলোঃ এই সব শূন্যগর্ভ বাক্য অতীতকাল থেকে মানুষের মুখে চালু হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে নয়। প্রকৃতপক্ষে তুমি শুধুমাত্র বিশ্বাস রাখো নিজের অস্তিত্ব এবং তোমার কাছে নিজের চেয়ে অধিক সম্মানের পাত্র অন্য কেউই নয়। নিজের কামনা বাসনায় গড়া অস্তিত্বের প্রতিই তোমার একমাত্র আস্থা। শুরু থেকেই মানুষ আত্মপূজারী, আপন সত্তাকে সে আখ্যায়িত করেছে সুশোভন নানান নামে। তারপর এক সময় 'ঈশ্বর' শব্দটির উদ্ভব ঘটলো। সেও তো ব্যক্তিসত্তারই নামান্তর।

এবারে প্রেতটি সশব্দে হেসে উঠলো। সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো অন্ধকার গুহার ফাঁক-ফোকরগুলোতে। সে ব্যাঙ্গাত্মক বাকভঙ্গীতে বললোঃ কি বিস্ময়কর এই সব আত্মপূজারীদের ধরণ-ধারণ, নিজেরাই যারা নিতান্ত মৃন্ময় মৃতদেহ।

সে থামলো এবং নিজের বক্তব্য ও সে সবের মর্মার্থ নিয়ে ভাবতে লাগলো। তার জ্ঞান-বুদ্ধি জীবনের চেয়ে বিচিত্রতর, মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর এবং সত্যের চেয়ে গভীরতর। ভয়ে ভয়ে আমি দুঃসাহসিক প্রশ্ন করলামঃ তোমার কি কোনো ধর্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে?

আমিই স্বয়ং উন্মাদ ঈশ্বর। - সে বলতে লাগলোঃ আমি কালজয়ী হয়ে জন্মেছি এবং নিজেই নিজের ঈশ্বর। আমি প্রতিভাবান নই, কেননা প্রতিভা হচ্ছে দুর্বলের বৈশিষ্ট্য। আমি শক্ত সামর্থ। এবং আমার পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ঘোরে। আমি যখন থেমে যাই, তারার মিছিলও থেমে যায়। মানুষের সঙ্গে আমি ছলচাতুরী করি... রাতের প্রেতদেরকে আমি সঙ্গ দিই। ... প্রেতের রাজাদের সঙ্গে আমার মেলামেশা। ... অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের গূঢ় রহস্য আমার করায়ত্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যূষে আমি সূর্যদেবতাকে নিন্দা করি।... দ্বিপ্রহরে মানবতাকে অভিসম্পাত দান করি।.. অপরাহ্নে নিসর্গকে জলমগ্ন করি।... আর নির্জন নিশীথে নতজানু আত্ম-উপাসনায় নিমগ্ন হই। মুহূর্তকালের জন্যেও আমি নিদ্রামগ্ন হই না। স্বয়ং আমিই যে কালের প্রবাহ, আমিই সমুদ্র এবং মন্বয়। .... আমার খাদ্য হচ্ছে নরমাংস, মানুষের রক্ত আমার পানীয়। মরণোন্মুখ মানুষের প্রাণ বায়ুতে আমি শ্বাস গ্রহণ করি। এবং তুমি যদিও- বা প্রতি পদক্ষেপেই আত্মপ্রবঞ্চনা করে থাকো, তবু তুমি আমার ভাই এবং আমারই মতো বেঁচে থাকো। দূর হও... ভন্ড। বাস্তবতায় ফিরে যাও। এইসব জিন্দা লাশের সমাজে আত্ম-উপাসক হও।

সেই পাথুরে ও গর্তপূর্ণ উপত্যকা থেকে আমি হতবুদ্ধি নেশাগ্রস্তের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে গেলাম। যা শুনলাম আর যা দেখলাম, তার কতোটা বিশ্বাস করলাম, বলতে পারবো না। প্রেতটির কিছু কিছু সত্যভাষণ আমাকে দারুণ মর্মপীড়া দিতে লাগলো। এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সারারাত আমি মাঠ প্রান্তরে ঘুরে বেড়ালাম।

আমি একটি কোদালী সংগ্রহ করলাম। এবং স্বগত উক্তি করলামঃ খোঁড়ো, অনেক গভীর পর্যন্ত গোর খুঁড়তে থাকো। ... খুঁজে দেখো, জিন্দা লাশ যেখানেই দেখতে পাও, মাটিতে পুঁতে দাও।

সেই থেকে আমি জিন্দা লাশদের দাফন করে চলেছি। কিন্তু তাদের সংখ্যা অগণিত এবং আমি একা, আমাকে এই কাজে সহযোগিতা করার কেউ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও টীকা নির্দেশিকা

১. জিবরান খলিল জিবরান, আল আর ওয়াহুল মুতামারিরাদাহ, মাকতাবা, বৈরুত, লেবানন, ১৯০৬, ভূমিকা, পৃ. ৭

২. আনতুন আততাস করম, মহাদারাত ফি জিবরান মা আহাদ আল দিরাসা আল আরাবিয়্যা, কায়রো, ১৯৬৪, পৃ. ১০৮

৩. নাদিরা জমিল সিরাজ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৯৪

৪. "আল মুহাজীর, আরবী সাময়িকী আমীন গবরীব-এর সম্পাদনায় নিউইর্য়ক থেকে ১৯০৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।"

৫. জিবরান খলিল জিবরান, ভূমিকা দাম আ ওয়াবতিসামাহ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩

৬. মিখাঈল নুআয়মা, জিবরান খলিল জিবরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৭. জিবরান খলিল জিবরান, আল-মাওয়াফিব, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৮৩

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৯. জিবরান খলিল জিবরান, আল-আওয়াসিফ, মাকতাবা, বৈরুত, লেবানন ১৯৩৮, পৃ. ৫০-৫২

১০. The Prophet -এর ভূমিকার সারাংশ।

১১. জিবরান খলিল জিবরান, The Prophet, মিখাঈল নুআয়মা কর্তৃক আরবীতে অনুদিত প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৮

১২. আব্দুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৭৪, পৃ. ১৬৫

১৩. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা-১৯৭৪, পৃ. ১৬৫

১৪. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭৮ - ১৮৩

১৫. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭৮ - ১৮৩

১৬. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৪

১৭. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৪

১৮. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৪

১৯. কবীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা। (অনুঃ)

২০. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০২

২১. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০৩

২২. জওরজ সাওয়াবো, আল-ইসলাম, সাময়িকী নিউইয়র্ক, ১৯২৮, পৃ. ৭৫ M.M. Badawi, Modern Arabic Literature. Cambridge University Press-1992. P. 271-277.

২৩. H.A.R Gibb, Studies in Contemporary Arabic. London. 1928. P. 152/S. March. Modern Arabic Poetry. 1800-1970 Leidon. The Netherlands.

২৪. Jakir Khamiri & Dr. Mampffmeyer. Leaders in Contemporary Arabic Literature. Labanon. 1930. P. 86/Salma Khadra Joyyusi. Modern Arabic Poetry. Columbia University Press. Newyork, 1987, P. 72-73.

২৫. জিবরান খলিল জিবরান, আল মাজমুআতুল কামিলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

জিবরান সাহিত্যে দর্শন, সমাজ ও প্রকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

জিবরান সাহিত্যে দর্শন

জিবরান বিংশ শতাব্দীর প্রধান দার্শনিকদের অন্যতম। তাঁর কবিতায়, গল্পে এমনকি আঁকা ছবিতেও দর্শনের ছোঁয়া আছে। মানব জীবনের জটিল রহস্যময় দিকটি তিনি মুখ্যত অবলম্বন করেছেন সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। দর্শন ও ধর্মবিশ্বাসে খ্রিষ্টান হলেও ইসলামী দর্শনই তাঁর রচনার উৎস। মুসলিম দর্শন ও মতবাদ তাঁর রচনায় পরতে-পরতে স্থান করে আছে। আবু আলী ইবনে সীনা, আবুল ফরাজ, ইবনে খালদুন, আল-মুতানব্বী, আবু নেওয়াজ ও ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের সম্পর্কে জিবরানের ধারণা খুবই স্পষ্ট।[১] অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ দার্শনিক কবি উইলিয়াম ব্লেক ও জার্মান দার্শনিক নীৎসের দর্শনও তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করছে। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা ও আনন্দ-বিরহ ইত্যাদির অন্তরালে বিজড়িত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি ও অনুভূতির উদঘাটনই মূলত তাঁর দর্শনপ্রয়াস। মানব জীবনের রহস্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন দর্শনের আলোয়, সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে তিনি কখনো বিরত হননি। বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভূমিকা তাঁর সমগ্র রচনায় পরিস্ফুট। তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ "The prophet" এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এগ্রন্থে তিনি মানব জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো খুব সহজ-সরল ভঙ্গিতে কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় জড়িয়ে কবিতার বিষয় করেছেন, যা পাঠকের হৃদয়ে সরাসরি প্রবেশ করে। মানবজীবনের ভালোবাসা, বিয়ে, সন্তান, দান, পানাহার, কাজ, ঘর-বাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছেদ, বেচা-কেনা, অপরাধ-শাস্তি, বিধান, স্বাধীনতা, যুক্তি ও আবেগ, বেদনা, আত্মজ্ঞান, শিক্ষা, মূর্খ্যতা, কথা-বার্তা, সময়, ভালো-মন্দ, প্রার্থনা, আনন্দ, সুন্দর, ধর্ম ও মৃত্যুর মতো বিষয়সমূহ স্বীয় দর্শনের আলোকে বর্ণনা করেছেন। এখানে তাঁর চিন্তা ও দর্শনের প্রধান প্রধান কিছু দিক তুলে ধরা হল। যেমন- **"ভালোবাসা"** সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

ভালোবাসা যখন হাতছানি দেয়
তুমি তার সাথে যেয়ো
যদিও ভালোবাসার পথ চড়াই উৎরাই।
ভালোবাসার ডানা যখন তোমাকে ঢেকে ফেলে
এবং গোপন ছুরি যদিও বিক্ষত করে-করতে পারে
তবুও ঢাকা থেকো ওই ডানার ভেতর।
ভালোবাসা যখন কথা বলে
যদিও ভালোবাসার স্বর-
উত্তরী বায়ু যেমন তছনছ করে বাগান
সেইভাবে বিচূর্ণ করে তোমার স্বপ্নদের,
তবু তুমি ভালোবাসার কথায় রেখো বিশ্বাস।
ভালোবাসা তোমাকে যেমন মুকুট পরায়
তেমনি সে ক্রুশবিদ্ধও করে।

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসা তোমার জীবন বৃক্ষকে বৃদ্ধি করে বলেই
অনাবশ্যক ডালপালাগুলি কাটে
ভালোবাসা চলে যায় ওই বৃক্ষের চূড়ায়।
আর রৌদ্রদগ্ধ শাখাগুলির বেদনায় স্নেহের হাত রাখে
সেই ভাবে ভালোবাসা শেকড়ে নামে
তাকে সচল করে আরো প্রোথিত হতে।
ভালোবাসা তোমাকে-
শস্যের আঁটির মতন নিজের মধ্যে বাঁধে
মাড়ায়, ভাঙ্গে-নগ্ন করে
তার চালুনি দিয়ে করে তুষহীন
পিষে আটা করে ফেলে
চটকায় খামির না হওয়া পর্যন্ত
এবং ভালোবাসা
তার পবিত্র আগুনে তোমাকে সেঁকে
আর তুমি পরিণত হও
বিধাতার পবিত্র ভোজের পবিত্র রুটিতে।
ভালোবাসা তোমাকে এরকম করে
আর তুমি জানতে পারো
তোমার হৃদয়ের গভীর গোপন
সেই জ্ঞানে তুমি জীবনের যে হৃদয়
তার অংশ হয়ে যাও।
কিন্তু ভালোবাসার পথে তোমার ভয় যদি হয়
তুমি ভালোবাসার শান্তি ও সুখ পাবে মাত্র
আর কিছু নয়।
সে ক্ষেত্রে তোমার নগ্নতা ঢেকে
ভালোবাসার শস্যমাড়াই এর উঠোন থেকে
নিক্রান্ত হওয়াই ভালো
তখন ঋতুহীন পৃথিবীতে-
তুমি হাসবে
কিন্তু সবকিছু তোমার হাসি হয়ে ফুটবেনা
কাঁদবে কিন্তু সব
তোমার চোখের অশ্রু হয়ে ঝরবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসা দেয়না কিছুই নিজেকে ছাড়া
নেয়না কিছুই ভালোবাসা ছাড়া
ভালোবাসা কিছু অধিকার করেনা
ভালোবাসাকে অধিকার করাও যায়না
কেননা ভালোবাসার জন্য ভালোবাসাই যথেষ্ট।
তুমি ভালোবাসো যখন, বলো না-
"ঈশ্বর আমার হৃদয়ে"
বলো-"আমি ঈশ্বরের হৃদয়ে।"
আর ভেবো না যে,
ভালোবাসার গতিপথ তুমি নির্দেশ করবে
ভালোবাসাই নির্দেশ করবে তোমার গতিপথ
যদি ভালোবাসার কাছে তুমি হও মূল্যবান
নিজেকে পূর্ণ করা ছাড়া
ভালোবাসার আর কোন আকাংখা নেই।
কিন্তু তুমি ভালোবাসো যদি
আর তোমার কাম্য কিছু হয়
তাহলে কাম্য হোক-
বরফ গলা চঞ্চলা ঝরণার মত হওয়া
যে রাত্রীর বুকে তার সুর ও সংগীত ছড়ায়
বেদনাকে জান্য, যা খুব বেশি রকমের সূক্ষ্ম
নিজস্ব ভালোবাসার বোধে বিক্ষত আর রক্তাক্ত হওয়া
সেচ্ছায়, সানন্দে-
হৃদয়-ডানা মেলে জেগে ওঠা সুসকালে
আর একটি ভালোবাসার দিনের জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে
বিশ্রাম দুপুর বেলায়
দ নাসেই সাথে ভালোবাসার স্বর্গসুখে ধ্যানমগ্নতা
কৃতজ্ঞচিত্তে সন্ধাবেলায় ঘরে ফেরা
হৃদয়ের প্রিয়তমের উদ্দেশ্য প্রার্থনা রাত্রীতে
এবং ওষ্ঠ প্রশস্তি গীতের সাথে ঘুম-----।[২]

এভাবে তিনি তাঁর দর্শন, চিন্তা ও কল্পনায় নিজস্ব জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই জগত বর্তমান পাঠক সমাজে 'জিবরানিজম' বা জিবরানবাদ নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ প্রসঙ্গ

"বিবাহ" প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

তোমাদের একত্র জন্ম হয়েছিল এবং চিরদিন তোমারা একত্রই থাকবে।
মৃত্যুর সাদা ডানা যখন তোমাদের দিবসকে বিক্ষিপ্ত করে দেবে, তখনও তোমরা একত্রই থাকবে।
হ্যাঁ, ঈশ্বরের নীরব স্মৃতিতেও তোমরা একত্র।
কিন্তু তোমাদের বন্ধনের মধ্যে কিছুটা হলেও ফাঁক রাখবে।
এবং পরস্পরের মধ্যে স্বর্গের হাওয়াকে নেচে বেড়াতে দেবে।
তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে কিন্তু ভালবাসাকে একটি অলঙ্ঘনীয় বন্ধনে পরিণত করবে না;
বরং প্রেম হবে তোমাদের পরস্পর আত্মার দুটি উপকূলের মধ্যে এক উত্তাল চলমান সমুদ্রের মতো। একে অপরের পানপাত্র পরিপূর্ণ করে দেবে, কিন্তু একই পাত্রে পান করবে না।
একে অপরকে তার রুটির অংশ বিলিয়ে দেবে, কিন্তু একই রুটি থেকে ভক্ষণ করবে না।
একে অপরের সাথে গান গাইবে, নাচবে ও আনন্দ করবে, কিন্তু একাকীও থাকতে দেবে।
যেমন বীণার তারগুলি প্রত্যেকে একাকী, যদিও তারা বাদ্যের তালে তালে নেচে ওঠে।
তোমাদের হৃদয় উজাড় করে দেবে, কিন্তু একে অপরের কাছে নিজ হৃদয় গচ্ছিত রাখবে না।
কারণ, একমাত্র মহাজীবনই তাঁর হস্তে তোমাদের হৃদয়কে ধারণ করতে পারে।
এবং একত্র থাকবে, কিন্তু একীভূত না হয়ে। যেমন থাকে উপাসনালয়ের খিলানগুলি;
এবং ওক্ ও সাইপ্রাস গাছ একে অপরের ছায়ায় বৃদ্ধি লাভ করে না।[৩] এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে-

"Marriage is the union of two divinities that a third might be born on earth. It is the union of two souls in a strong love for the abolishment of separateness. It is that higher unity which fuses the separate unities within the two spirits. It is the golden ring in a chain whose beginning is a glance, and whose ending is Eternity. It is the pure rain that falls from an unblemished sky to fructify and bless the fields of divine nature."[৪]

শিশু প্রসঙ্গ

জিবরানের মতে, শিশুরা তাদের মাতাপিতার মাধ্যমে মহাজীবন থেকে এসেছে, স্বয়ং তাদের কাছ থেকে আসেনি। পিতামাতার সঙ্গে থকলেও শিশুদের উপর তাদের মালিকানা নেই। শিশুদের একটা নিজস্ব ধ্যানধারণা থাকে, পিতামাতারা তাদেরকে ধ্যানধারণা তাদেরকে দিতে পারে না। শিশুদের সম্পর্কে তিনি বলেন-

তোমাদের শিশুরা কেবল তোমাদের শিশু নয়।
নিজের জন্য মহাজীবনের যে ব্যাকুলতা সেখান থেকে জাত, তারা তাঁর পুত্র ও কন্যা।
তারা তোমাদের মাধ্যমে আগমন করে, তোমাদের কাছ থেকে নয়,

Dhaka University Institutional Repository

এবং যদিও তারা তোমাদের সঙ্গে থাকে, তবুও তাদের উপরে তোমাদের কোন মালিকানা নেই।
তোমরা তাদের জন্য তোমাদের উজাড় করে দিতে পার, কিন্তু তোমাদের ধ্যানধারণা দিতে পার না,
কারণ তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা রয়েছে।
তোমরা তাদের দেহকে তোমাদের গৃহবাসী করতে পার, কিন্তু তাদের আত্মাকে নয়।
কারণ তাদের আত্মা বসবাস করে আগামীদিনের গৃহে, যেখানে তোমরা যেতে পার না, এমনকি তোমাদের স্বপ্নেও। এবং তুমি কে এমন ব্যক্তি যে অন্যান্য ব্যক্তিরা তোমার জন্য তাদের হৃদয় উন্মোচন করবে এবং তাদের অহংকারকে বিবস্ত্র করবে, যাতে তুমি তাদের মূল্যের নগ্নতা এবং আত্মমর্যাদার বিড়ম্বনা দর্শন করতে পার?

প্রথমে বিচার করে দেখ, তুমি নিজেই দাতা হবার যোগ্য কিনা অথবা দান ক্রিয়ার একটি মাধ্যম হবার। কারণ সত্য বলতে, জীবনই জীবনকে দান করে; যেখানে নিজেকে তুমি একজন দাতা মনে কর, প্রকৃতপক্ষে সেখানে তুমি একজন সাক্ষী মাত্র।
এবং তোমরা যারা দান গ্রহণ কর-এবং তোমরা সকলেই দান গ্রহণ কর-তোমরা কৃতজ্ঞতার ভার বহন করবে না,যাতে তোমাদের ঘাড়ে জোয়ালের বোঝা না চাপে এবং সে কারণে দাতারও ঘাড়ে। বরং দানের পাখায় ভর করে দাতার সাথে একযোগে উর্ধ্বে আরোহণ কর; কারণ তোমাদের ঋণ সম্পর্কে তোমরা অধিক চিন্তাশীল হলে জীবনের দানশীলতা সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হবে, যে জীবনের মাতারূপে আছে এই হৃদয় উজাড় করা বসুন্ধরা এবং ঈশ্বর এক সুমহান পিতারূপে।[৫]

দান প্রসঙ্গ

জিবরানের মতে, ধন-সম্পদ দান করলে সেটা বড় কিছু দান করা হয়না। নিজেদেরকে দান করলে সেটা হয় সত্যিকারের দান। তার মতে, উদার হস্তে যা দান করার তা করা উচিত। আগামীকালের জন্য তা জমানো উচিত নয়, কিংবা সময়ে দান না করে দানের উত্তরাধীকার নিয়োগ করাও সমীচীন নয়। তিনি আরও বলেছেন-দানের পাখায় ভর করে দাতার সাথে একযোগে উর্ধ্বে আরোহণ কর; কারণ তোমাদের ঋণ সম্পর্কে তোমরা অধিক চিন্তাশীল হলে জীবনের দানশীলতা সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হবে, যে জীবনের মাতারূপে আছে এই হৃদয় উজারকরা বসুন্ধরা, এবং ঈশ্বর এক সুমহান পিতারূপে।[৬] এ প্রসঙ্গে The wisdom of Kahlil Gibran- গ্রন্থে বলা হয়েছে-

"The coin which you drop into
The withered hand stretching toward
You is the only golden chain that
Binds your rich heart to the
Loving heart of God...." [৭]

Dhaka University Institutional Repository

পানাহার প্রসঙ্গ

বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন। এটা বিধির বিধান। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে প্রাণী হত্যা করতে হয়, তৃষ্ণা নিবারনের জন্য নবজাতককে মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত করতে হয়। মানব জীবনে এসব এড়ানোর কোন সুযোগ নেই; পৃথিবীর সুগন্ধ আর আকাশী লতার মত যেহেতু শুধু আলো দিয়ে বাঁচা যায় না তাই তিনি এসব কর্মকে প্রার্থনার কর্মে পরিণত করতে চান। তিনি বলেন- যখন তোমরা একটি প্রাণী হত্যা কর, তখন তাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলবেঃ

'যে শক্তি তোমাকে হত্যা করে, সে আমাকেও হত্যা করে; এবং আমাকেও একদিন সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলা হবে।

'যে বিধান মতে তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করা হয়েছে, সে বিধান মতে আমাকেও অধিকতর শক্তিধর এক হস্তে সমর্পণ করা হবে।

"তোমার রক্ত ও আমার রক্ত উভয়, একই স্বর্গীয় বৃক্ষের জীবনীরস ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।"

এবং যখন তোমার দাঁত দিয়ে একটি আপেল ভঙ্গ কর, তখন তাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলবে]

'তোমার বীজগুলি আমার দেহে বেঁচে থাকুক,

'এবং তোমার আগামীদিনের মঞ্জরীগুলি আমার হৃদয়ে পুষ্পিত হোক,

'এবং একসাথে আমরা আরোও অনেক ঋতুতে আনন্দ আহ্লাদ করে যাব।'

এবং হেমন্তে তোমরা যখন মদ্যপেষণ যন্ত্রের জন্য তোমাদের দ্রাক্ষাকুঞ্জ থেকে আঙুর সংগ্রহ কর, তখন মনে মনে বলবেঃ

'আমি নিজেও এক দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং আমার ফলও একদিন পেষণ যন্ত্রের জন্য সংগ্রহ করা হবে।'

'এবং নূতন মদিরার মতো আমাকেও এক অনন্ত আধারে রক্ষণ করা হবে।'

এবং শীত মৌসুমে যখন তোমরা মদ্য সংগ্রহ করবে, তখন প্রতিটি পান পাত্রের জন্য তোমাদের হৃদয়ে একটি করে গীত থাকতে দিও;

আর সেই গীতে যেন থাকে হৈমন্তিক দিনগুলোর স্মারক কথা এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জের কথা, এবং মদ্যপেষণ যন্ত্রটির কথা।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

কাজ প্রসঙ্গ

'কাজ' প্রসঙ্গে তিনি জবাব দেন-

তোমরা কাজ কর, কারণ তোমাদেরকে পৃথিবীর সাথে এবং পৃথিবীর আত্মার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। মৌসুমে যে কৃষক অলস হয়ে বসে থাকে, সে এক অজ্ঞাত আগন্তুকের মতো; অনন্তের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে জীবনের যে মহিমময় শোভাযাত্রা চলছে, সে ব্যক্তি সেখান থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্যুত। যখন তোমরা কাজ কর, তখন তোমরা একটি বাঁশরির মতো, যার হৃদয় থেকে মহাকালের মৃদুগুঞ্জন সুর হয়ে বেরিয়ে আসে। তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যে, একটি মূক ও মৌন নল-খাগড়া হতে চায়, যখন অন্যসকল এক সমবেত সংগীত গাইছে? তোমাদের অনেক সময় বলা হয়েছে যে কাজ করা একটি অভিশাপ এবং শ্রম মানুষের জন্য একটি দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি তোমাদের বলি যে যখন তোমরা কাজ কর তখন তোমরা ধরিত্রীর দূরতম স্বপ্নের কিছুটা হলেও সার্থক কর, আর এই দায়িত্ব তোমাদের দেয়া হয়েছে ঐ স্বপ্নের জন্মলগ্নে। এবং শ্রমের মধ্যে আত্মনিয়োগ করে তোমরা সত্য-সত্যিই জীবনকে ভালবাস। এবং শ্রমের মাধ্যমে জীবনকে ভালবাসার অর্থ জীবনের গুঢ়তম গোপনতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের বেদনায় জন্মকে বলো এবকটি যন্ত্রণাদায়ক পীড়া এবং দেহধারণাকে বলো অভিশপ্ত ললাটের লিখন, তবে আমি বলি যে তোমাদের ললাটের ঘামই একমাত্র মুছে নিতে পারে সেই লিখন। তোমাদের এমনও বলা হয়েছে যে জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং তোমাদের দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের সেই বাণী প্রতিধ্বনিত হয়। এবং আমি বলি, জীবন তখনই অন্ধকারাচ্ছন্ন যখন সেখানে সম্মুখ চলার উত্তেজনা থাকে না, এবং সকল উত্তেজনাই অন্ধ, যদি না সেখানে জ্ঞান থাকে, এবং সকল জ্ঞানই নিষ্ফল ও দম্ভসূচক, যদি না সেখানে কর্ম থাকে, এবং সকল কর্মই শূন্যগর্ভ যদি না সেখানে ভালবাসা থাকে;

এবং যখন তোমরা ভালবাসা নিয়ে কর্মে লিপ্ত হও, তখন তোমরা নিজরা নিজেদের সাথে বন্ধনে যুক্ত হও,-পরস্পরের সাথে এবং ঈশ্বরেরও সাথে। এবং ভালবাসা নিয়ে কাজ করা বলতে কি বোঝায়? তোমার হৃদয় থেকে সূতা টেটে টেনে একটি বস্ত্র বুননের মতো যে বস্ত্র তোমার একান্ত প্রিয়জন পরিধান করবে। মমতা দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ করার মতো, যে গৃহে তোমার একান্ত প্রিয়জন বসবাস করবে। দরদ দিয়ে এমন বীজ বপন করা ও আনন্দের সাথে তার ফসল কাটার মতো, যার ফলপ্রসূ খাদ্য তোমার একান্ত প্রিয়জন আহার করবে। সকল কিছুকে তোমার আত্মার স্পর্শ দিয়ে মনের মতো করে গড়ে তোলার মতো, এবং সর্বদা স্মরণ করা যে সকল সুখী স্বর্গবাসীগণ তোমার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান এবং তোমাকে তাঁরা লক্ষ্য করছেন।

অনেক সময় আমি তোমাদেরকে নিদ্রাবিষ্টের মতো বলতে শুনেছি, 'যে জন মার্বেল নিয়ে কাজ করে এবং নিজের আত্মার প্রতিচ্ছবি পাথরের বুকে নিবিষ্ট করতে সক্ষম, সে অপর যে একজন ভূমি কর্ষণ করে, তার চেয়ে মহত্তর। 'এবং যে জন রামধনুটিকে হস্তগত করে একটি মানুষের প্রতিকৃতি সাজিয়ে কাপড়ে ছড়িয়ে দিতে পারে, সে অপরজন যে আমাদের পায়ের জন্য পাদুকা প্রস্তুত করে, তার চেয়ে উচ্চ স্তরের।'

কিন্তু আমি নিদ্রাবিষ্ট না হয়ে বরং মধ্যদিনের অতি জাগ্রত অবস্থায় বলি, বায়ু অতিক্রম ওক্ গাছটির কানে ততখানি মিষ্টিসুরেই কথা বলে, যতখানি মিষ্টিসুরে সে কথা বলে নগন্যতম তৃণপত্রটির সাথে; এবং

Dhaka University Institutional Repository

সেই একমাত্র মহৎ, যে তার ভালবাসা দিয়ে বাস্তুর স্বরটিকে মধুরতর সংগীতে রূপান্তর করতে পারে। কাজের অপর নাম দৃশ্যমান ভালবাসা।

তোমরা যদি ভালবাসা সহকারে কাজ করতে না পার, বরং কাজে বিতৃষ্ণা এসে যায়, তবে সেটিই ভাল যে তোমার কাজটি পরিত্যাগ করে উপাসনালয়ের ফটকের কাছে বসে থাক এবং তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ কর যারা আনন্দ সহকারে কাজ করে। কারণ তুমি যদি আনমনা হয়ে রুটি প্রস্তুত কর, সে রুটি হবে তিক্ত, যা কোন ব্যক্তির কেবল অর্ধপরিমাণ ক্ষুধাই নিবারণ করতে পারে। তুমি যদি অনিচ্ছা সহকারে দ্রাক্ষা পেষণ কর, তবে তোমার ঈর্ষা মধ্যের সাথে একটি বিষ সঞ্চারণ করে দেবে। এবং তুমি যদিও বা দেবদূতের মত গান কর অথচ গান গাইবার কাজটি না ভালবাস, তবে তুমি শ্রোতাদের কান এমনি ভাবে জড়িয়ে দেবে যে তারা দিনের যত কণ্ঠস্বর ও রাত্রির যত গুঞ্জন তার কিছুই শুনতে পাবে না।[৯] Wisdom of Kahlil Gibran-এ বলা হয়েছে-

A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle. WMST-63

Believing is a finething, but placing those beliefs into execution is a test of strength. Many are those who talk like the roar of the sea, but their lives are shallow and stagnant, like the rotting marshes. Many are those who lift their heads above the mountain tops, but their spirits remain dormant in the obscurity of the caverns.[১০]

আনন্দ ও দুঃখ প্রসঙ্গ

জিবরানের মতে, মানুষের জীবনে আনন্দ ও দুঃখের উৎপত্তির উৎস একই। একই উৎস হতে আনন্দ হিল্লোল উৎপন্ন হয়। আবার সময় সময় তা অশ্রুতে ভরে যায়। দুঃখের গভীরতার উপর নির্ভর করবে আনন্দ কতটুকু পাওয়া যাবে। সুতরাং আনন্দ ও দুঃখ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। তিনি বলেছেন,

নিশ্চয়ই তুমি একটি তুলাদন্ডের মতো ঝুলন্ত, যার এক প্রান্তে অবস্থিত তোমার দুঃখ এবং অপর প্রান্তে তোমার আনন্দ। কেবলমাত্র যখন তুমি সম্পূর্ণ রিক্ত, তখনই তুমি অচল অবস্থায় এবং তোমার ভারসাম্য বিদ্যমান। যখন ধনরক্ষক তাঁর স্বর্ণ ও তার রৌপ্য ওজন করার জন্য তোমাকে উত্তোলন করেন, কেবল তখনই তোমার আনন্দ বা দুঃখ কম-বেশী হয়ে যায়।"[১১]

অপরাধ ও শাস্তি প্রসঙ্গ

অপরাধ ও শাস্তি প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তাধারা হল, মানুষের আত্মা যখন বাতাসে উড়ে বেড়ায় তখন তা থাকে অরক্ষিত ও একাকী। এ অবস্থায় অপরের প্রতি এমনকি নিজের প্রতিও সে অন্যায় করে বসে। সেই অন্যায় কাজের জন্য ইশ্বরের কাছে পৌঁছাবার পূর্বে দেরি করতে হয়, মাথা নুঁকতে হয়। মানুষের ঐশীসত্তা মহাসমুদ্রের মত, তা চিরদিন নির্মল থাকে; তা আবার সূর্যের মতও । মানুষের পশুসুলভ আচরণ তার

Dhaka University Institutional Repository

কাছে অজ্ঞাত। তাই সে আচরণের উৎস খোঁজেনা। মানুষের ঐশীসত্তা মানুষের মাঝে একাকী বাস করেনা। মানুষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মানব পর্যায়ের নয়। তার মধ্যে থাকে আকৃতিবিহীন এক অপসত্তা, যা মানুষের নিদ্রাতুর অবস্থায় কুয়াশার মধ্যে বিচরণ করে। মানুষের মধ্যে আরেকটি সত্তা আছে যে অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কে সজাগ থাকে। তিনি বলেছেন-

"অনেক সময় আমি তোমাদের এমন কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অপরাধ করে সে যেন তোমাদের একজন নয়, বরং সে যেন একজন আগন্তুক এবং তোমাদের জগতে অনধিকার প্রবেশকারী।

কিন্তু আমি বলি, তোমাদের মাঝে যে সবচেয়ে পবিত্র ও পূন্যবাণ, সেও তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যা উচ্চতম, তার উর্ধ্বে উঠতে পারে না।

একইভাবে দুষ্ট নীতিহীন দুর্বলেরাও তোমাদের মধ্যে যা নিম্নতম তার নিম্নে পতিত হয় না।

এবং সমগ্র বৃক্ষটির নীরব সজ্ঞান ব্যতীত যেমন তার একটি পাতাও হলুদ বরণ ধারণ করে না,

তেমনিভাবে তোমাদের সকলের সুপ্ত ইচ্ছাশক্তি ব্যতীত কোন দুষ্ট ব্যক্তিই অন্যায় কার্য করতে পারে না,

তোমরা সকলে একত্র একই মিছিলে তোমাদের ঐশী আত্মার পানে হেঁটে চলেছে।

তোমরাই পথ, তোমরাই পথযাত্রী।

এবং তোমাদের মধ্যে একজনের যখন পদস্খলন হয়,সে পড়ে যায় পশ্চাদানুসারীগণকে হোঁচট খাওয়া পাথরটি সম্পর্কে সতর্কিত করে দিয়ে।

এবং হাঁ, সে পড়ে যায় তার অগ্রগামীগণের কারণে, যারা তার চেয়ে দ্রুততর ও অধিকতর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পথচারী হয়েও হোঁচট খাওয়া পাথরটি অপসারণ করেনি।

এবং একথাও বলব, যা তোমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করতে পারেঃ

যাকে খুন করা হয়েছে, সেও খুনের জন্য দায়িত্বশূন্য নয়,

এবং যার সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়েছে, সেও লুণ্ঠনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়।

যিনি নীতিবান, তিনিও দুষ্টজনের কার্যাবলীর ব্যাপারে নিরপরাধ নন,

এবং যিনি শুদ্ধহস্ত, তিনিও গুরুতর অপরাধে অপরাধীর কার্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত নন।

হাঁ, অপরাধী অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রতারিত।

এবং সচরাচর এটাও দ্রষ্টব্য যে, দণ্ডিত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নির্দোষ ও নিরপরাধগণের ভার বাহক।

তোমরা ন্যায্য হতে অন্যায্যকে বা মন্দ হতে ভালকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না;

কারণ সূর্যের মুখোমুখি তারা একত্র দণ্ডায়মান, যেমন করে সাদা ও কালো সূতা একত্র বোনা থাকে।

এবং যখন কালো সূতাটি ছিন্ন হয়, তখন তন্তবায় সম্পূর্ণ কাপড়টির পানে তাকিয়ে দেখেন, এবং তাঁত যন্ত্রটিও পরীক্ষা করে দেখেন।

তোমাদের কেহ যদি বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীকে বিচারের জন্য আনয়ন কর,

সে যেন তখন স্বামীর হৃদয়টিকেও তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখে, এবং তার আত্মাটিকেও মানের বিপরীতে পরিমান করে।

Dhaka University Institutional Repository

এবং যে অপরাধিনীকে বেত্রদণ্ড প্রদান করতে ইচ্ছুক, সে যেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটির হৃদয়ের প্রতিও লক্ষ্য করে।

এবং তোমাদের কেহ যদি নীতির বশে দণ্ড প্রদান কর এবং দুষ্ট বৃক্ষটির মূলে কুঠারাঘাত কর, সে যেন সেই বৃক্ষের মূল নাগাদ পরীক্ষা করে দেখে;

এবং নিশ্চয়ই সে তখন ভাল ও মন্দ মূলের সন্ধান পাবে এবং ফলবান ও নিষ্ফল মূলের, যারা নীরব মৃত্তিকার অভ্যন্তরে একত্র জড়িত।

এবং তোমরা বিচারকগণ, যারা ন্যায়বান হতে আগ্রহী।

এবং তোমরা সেই ব্যক্তির বিচার করবে, যে বাহ্যত একজন হত্যাকারী, অথচ অন্তরে নিজেই হত?

এবং তোমরা সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনয়ণ করবে, যে বাস্তবে একজন প্রতারক ও উৎপীড়ক,

অথচ যে নিজেই মর্মাহত ও অত্যাচারিত?

এবং তাদের কি করে তোমরা শাস্তি দেবে, যাদের অনুশোচনা ইতিমধ্যে দুষ্কর্ম অপেক্ষা অধিকতর?

অনুশোচনা কি সেই দণ্ডবিধানের অন্তর্গত নয়, যেটি তোমরা হৃষ্টচিত্তে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক?

তথাপি তোমরা নির্দোষের উপরে অনুশোচনা আরোপ করতে পার না, যেমন পার না দোষীর হৃদয় হতে সেটি উৎপাটন করতে।

রাত্রিতে সেটি অনাহুত এসে ভর করে, যেন মানুষেরা জেগে উঠে তাদের নিজেদের পানে তাকাতে পারে।

এবং তোমরা যারা ন্যায়বিচারকে সম্যক বুঝতে চাও, কি করে তা বুঝবে যদি না সব কিছু পূর্ণ আলোকে অবলোকন কর?

কেবল তখনই তোমরা বুঝতে পারবে, যখন জানবে যে দণ্ডায়মান ও ভূপাতিত প্রকৃত পক্ষে একই ব্যক্তি, এবং সে গোধুলি লগ্নে দাঁড়িয়ে আছে-রাত্রির মতো তার বামন অপসত্তাটি ও দিনের মতো তার ঐশী সত্তাটির মাঝামাঝি। এবং উপসনালয়ের ভারবাহী কোনের প্রস্তরটি, তার সর্বনিম্ন ভিত্তি প্রস্তরটি অপেক্ষা উর্ধ্বে নয়।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রসঙ্গ

'আইন' প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

তোমরা আইন বেঁধে দিয়ে আনন্দ পাও,

তথাপি ওগুলো ভঙ্গ করে তোমরা আরো বেশী আনন্দ পাও।

সমুদ্র সৈকতে শিশুদের খেলা করার মতো, যেমন করে তারা আগ্রহ সহকারে বালুকা দিয়ে দুর্গা নির্মাণ করে, আবার হাসতে হাসতে সেগুলো ধ্বংস করে।

কিন্তু তোমরা যখন বালুকার দুর্গ নির্মাণ কর, মহাসমুদ্রও তখন আরো নূতন বালুকা তীরে আনয়ন করে। এবং যখন তোমরা ধ্বংস কর, মহাসমুদ্র ও তোমাদের সাথে সাথে হাসে।

নিশ্চয়ই মহাসমুদ্র সর্বদা নির্দোষীর সাথে সাথেই হাসেন।

কিন্তু তাদের সম্বন্ধে কী, যাদের কাছে জীবন মহাসমুদ্র নয় বা মানুষের তৈরী আইন কানুন কোন বালুকার দুর্গ নয়,

কিন্তু যাদের কাছে জীবন একটি শিলাখণ্ডের মতো এবং আইন কানুন একটি বাটালির মতো করে সেটাকে গড়তে চায়?

সেই পঙ্গুর কথা কি, যে নর্তকনর্তকীদের হিংসা করে?

সেই ষাঁড়টির কথা কি, যে তার জোয়ালটিকে ভালবাসে এবং মনে করে যে বনের হরিণ ও কুরঙ্গগুলি সকলেই বুঝিবা বিপথগামী ও ভবঘুরে?

সেই বৃদ্ধ সর্পটির কথা কি, যে তার খোলস পরিত্যাগ করতে অক্ষম এবং অপর সকলকে আখ্যা দেয় নগ্ন ও লজ্জাহীন বলে?

এবং তার কথা কি, যে বিবাহ ভোজের প্রারম্ভেই এসে অতি ভোজনের পরে শ্রান্ত অবস্থায় ফিরে যেতে যেতে বলে, সকল ভোজই আইনভঙ্গের শামিল এবং ভোজদাতাগণ সকলেই আইনভঙ্গকারী?

তাদের সম্বন্ধে আমি এ ছাড়া কি বলব যে তারা রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, তবে তাদের পিঠ সূর্যের দিকে করে?

তারা কেবল তাদের ছায়াগুলিই দেখতে পায় এবং তাদের ছায়াগুলিই তাদের আইনকানুন।

এবং সূর্য তাদের কাছে ছায়া নিক্ষেপকারী ব্যতীত আর কি?

মাথা নীচু করে ভূমিতে তাদের ছায়াগুলি মাপজোখ করা ব্যতীত আইনগুলির স্বীকৃতির মাঝে অন্য কিইবা আছে?

কিন্তু তোমরা যারা সূর্যের দিকে মুখ করে চল, ভূমিতে অঙ্কিত কোন প্রতিচ্ছবি তোমাদের পথ রোধ করতে পারে?

তোমরা যারা হাওয়ার সাথে ভ্রমন কর, কোন বাতপতাকা তোমাদের পথ নির্দেশ করতে পারে?

মানুষের কোন আইন তোমাদের বন্ধন করতে পারে, যদি তোমরা তোমাদের জোয়াল ভেঙ্গে ফেল, তবে কোন মানুষের কারাগৃহের দরজায় নয়?

কোন আইনকে তোমাদের ভয় করতে হয়, যদি তোমরা নাচতে চাও, তবে কোন মানুষের লৌহ-শিকলে হোচট না খেয়ে?

Dhaka University Institutional Repository

এবং এমন কে আছে যে তোমাকে বিচারাধীন করতে পারে, যদি তুমি তোমার পোশাক ছিন্ন ভিন্ন কর,তবে তা অপর মানুষের পথে না রেখে যাও?[১৩]

এ প্রসঙ্গে **The wisdom of Kahlil Gibran**-এ বলা হয়েছে-

What is Law? Who saw it coming with the sun from the depths of heaven? What human saw the heart of God and found its will or purpose? In what century did the angels walk among the people and preach to them, saying,"Forbid the weak from enjoying life, and kill the outlaws with the sharp edge of the sword, and step upon the sinners with iron feet"? SR-T-316

Are you a soldier compelled by the harsh law of man to forsake wife and children, and go forth into the field of battle for the sake of Greed, which your leaders mis-call Duty?

Are you a prisoner, pent up in a dark dungeon for some petty offense and condemned by those who seek to reform man by corrupting him?

Are you a young woman on whom God has bestowed beauty, but who has fallen prey to the base lust of the rich, who deceived you and bought your body but not your heart, and abandoned you to misery and distress? If you are one of these, you are a martyr to man's law. Your are wretched, and your wretchedness is the fruit of the iniquity of the strong and the injustice of the tyrant, the brutality of the rich, and the selfishness of the lewd and the covetous. WM-ST-44

Man is weak by his own hand, for the
Has refashioned God's law into his own
Confining manner of life, chaining
Himself with the coarse irons of the
Rules of society wich he desired; and
He is stradfast in refusing to be aware
Of the great tragedy he has cast upon
Himself and his children and their sons.
Man has created on this earth a prison
Of quarrels from which he cannot now
Escape, and misery is his voluntary lot.[১৪]
T-366

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা প্রসঙ্গ

'স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

নগরীর ফটকের কাছে এবং তোমাদের অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে তোমাদের স্বাধীনতাকে পূজা করতে আমি দেখেছি,

যেমন করে ক্রীতদাসেরা তাদের স্বেচ্ছাচারী প্রভুর সম্মুখে নিজেদের অবনত করে এবং তার প্রশংসা করে, যদিও সে তাদের হত্যা করে.

হাঁ, উপাসনালয়ের উদ্যান এবং দুর্গের ছায়ায় আমি তাদের দেখেছি, যারা তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাধীন অথচ তাদের স্বাধীনতা তাদের কাঁধে জোয়ালের মতো অথবা হাতে হাতকড়ির মতো।

এবং তা দেখে আমি মর্মাহত হয়েছি; কারণ তুমি কেবল তখনই স্বাধীন যখন স্বাধীনতার কামনা করাও তোমার কাছে জিঞ্জির পরার শামিল এবং যখন তুমি স্বাধীনতাকে একটি লক্ষ্য বা পূর্ণতা প্রাপ্তি বলে চিহ্নিত কর না।

তোমার দিবসগুলি উদ্বেগহীণ এবং তোমার রজনীগুলি অভাবমুক্ত বা দুঃখজনক না হলেও তুমি প্রকৃতপক্ষে তখনই স্বাধীন হতে পার,

যখন এসকল কিছু তোমার জীবনকে কেবল পরিবেষ্টনই করে, এবং এদের উর্ধ্বে আরোহণ করে তুমি নগ্ন ও মুক্ত।

এবং কি করে তোমরা তোমাদের দিবস ও রজনীর সীমার উর্ধ্বে আরোহণ করবে, যদি না তোমরা তোমাদের সেসব জিঞ্জির ছিন্ন কর, যেসব দিয়ে তোমরা তোমাদের বোধদয়ের প্রত্যুষেই তোমাদের মধ্যাহ্নের মুহূর্তগুলিকে শৃঙ্খলিত করেছ? প্রকৃতপক্ষে তোমরা যাকে স্বাধীনতা বল, সেটাই এসব জিঞ্জিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, যদিও এর আংটাগুলি সূর্যালোকে ঝিকমিক করে এবং তোমাদের চক্ষু দুটিকে ঝলসিয়ে দেয়।

এবং স্বাধীন হবার জন্য যা কিছু তোমাকে পরিত্যাগ করতে হয়, সে কি তোমার নিজস্ব সত্তার নগন্য খন্ড ব্যতীত অপর কিছু?

এটাকে যদি একটি বিধান বলে বর্জন করতে চাও, তবে জানবে যে এই বিধান তুমিই নিজ হস্তে তোমার নিজের ললাটে লিপিবদ্ধ করেছ।

তোমাদের আইন পুস্তকগুলো দগ্ধ করে এই লিখন তোমরা খন্ডন করতে পারবে না, যেমনি পারবে না তোমাদের সকল বিচারকগণের ললাট সম্পূর্ণ সমুদ্র দিয়ে ধৌত করে দিতে।

এবং তোমরা যদি কোন স্বেচ্ছাচারীকে সিংহাসনচ্যুত করতে চাও, প্রথমে দেখ যে তোমাদের অন্তরে স্থাপিত তার সিংহাসনটি ধ্বংস হয়েছে কিনা।

কারণ কি করে একজন স্বেচ্ছাচারী, স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাশীলগণকে শাসন করতে পারে, যদি না তাদের স্বাধীনতাবোধ থাকে একটি স্বেচ্ছাচার এবং মর্যাদাবোধে থাকে একটি অমর্যাদা?

Dhaka University Institutional Repository

এবং সেটি যদি হয় একটি উদ্বেগ, যা তুমি বর্জন করতে উন্মুখ, তবে সেই উদ্বেগ নিজের জন্য তুমি নিজেই বরণ করেছ-কেহ তোমার উপরে সেটি আরোপ করেনি।

এবং সেটি যদি হয় একটি ভয়, যা তুমি দূর করতে উন্মুখ, তবে সেই ভয় তোমারই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত-যার ভয়ে তুমি ভীত, তার হস্তে নয়।

নিশ্চয় সকল কিছু তোমার সত্তার মধ্যে নিত্য অর্ধালিঙ্গনে লিপ্ত-বাঞ্ছিত এবং ভয়ানক, অপ্রীতিকর এবং আশাপ্রদ, অনুসৃত এবং যা হতে তুমি পলায়নপর।

এ সকল তোমাদের মধ্যে আলো ও ছায়ার মতো জোড়ায় জোড়ায় বিচরণ করে এবং একে অপরের সাথে জড়িত থাকে।

এবং যখন ছায়াটি হ্রাস্কা হয়ে অবশেষে বিলীন হয়ে যায়, তখন অবশিষ্ট আলোটি আর একটি আলোর ছায়া হয়ে যায়।

এবং এমনিভাবে যখন তোমাদের পদ-শৃঙ্খল মুক্ত হয়, তখন সেটি নিজেই অপর এক বৃহত্তর স্বাধীনতার পদ-শৃঙ্খল হয়ে পড়ে।[১৪] এ প্রসঙ্গে The Wisdom of Kahlil Gibran গ্রন্থে বলা হয়েছে-

I love freedom, and my love for true
Freedom grew with my growing knowledge
Of the people's surrender to slavery
And oppression and tyranny, and of Their submission to the horrible idols
Erected by the past ages and polished
By the parched lips of the salves.
But I love those slaves with my love
For freedom, for they blindly kissed
The jaws of ferocious beasts in calm
And blissful unawareness, feelings not
The venom of the smiling vipers, and
30. The wisdom of Khalil Gibran
Unknowigly digging their graves with
Their own fingers.
SH-T-100

Dying for Freedom is nobler than living in
The shadow of weak submission, for
He who embraces death with the sword
Of truth in his hand,will eternalize
With the Eternity of Truth, for Life
Is weaker than Death and Death is
Weaker than Truth.
SH-T-342

Dhaka University Institutional Repository

The free on earth builds of his strife
A prison for his own duress.
when he is freedom from his won kin,
Is salve to thought and love's caress.
P-55

Life without Freedom is like body without a
Soul, and Freedom without thought is like a confused
Spirit---Life, Freedom, and Thought are three-in-one,
and are everlasting and never pass away.
TM-ST-62

Freedom bids us to her table where we may partake of her savory food and rich wine, but when we sit down at her board, we eat ravenously and glut ourselves.[১৫]

যুক্তি ও ভাবাবেগ প্রসঙ্গ

'যুক্তি ও ভাবাবেগ' প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

তোমাদের আত্মা অনেক সময়ে একটি যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে তোমাদের যুক্তি ও বিচার বুদ্ধি, তোমাদের ভাবাবেগ ও কামনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

হায়, আমি যদি তোমাদের আত্মার শান্তি-সংস্থাপক হয়ে তোমাদের উপাদানগুলোর গড়মিল ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে একতান মধুস্বরে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হতাম।

কিন্তু আমি কি করে তা করতে পারি, যদি না তোমরা নিজেরাও শান্তি-সংস্থাপক হও; না, যদি না তোমরা তোমাদের সকল উপাদান গুলোকে ভালবাস?

তোমাদের যুক্তি ও ভাবাবেগ তোমাদের সমুদ্র ভ্রমণকারী আত্মার হাল ও পাল।

যদি তোমাদের পাল অথবা তোমাদের হাল ভেঙ্গে যায়, তবে তোমরা কেবল এলোমেলো ভেসে বেড়াতে পার, অথবা মধ্য সমুদ্রে অনড় হয়ে আটকা পড়তে পার।

কারণ একচ্ছত্র যুক্তি একটি অবরুদ্ধকারী শক্তি এবং অবারিত ভাবাবেগ একটি শিখার মতো, যা নিজের দাহনে নিজেই ভস্মীভূত হয়।

সুতরাং তোমার আত্মা যেন ভাবাবেগের চরম শিখরেও তোমার যুক্তিকে সমুন্নত রাখে, যাতে সে গান গাইতে পারে;

এবং তোমার ভাবাবেগকে সেটি দ্বারা যুক্তির সাথে চালিত হতে দেবে, যেন তোমার ভাবাবেগ তার প্রতি দিনের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যেই জীবন ধারণ করে এবং রূপকথার পাখি ফিনিক্সের মতো আগুনে পুড়ে নিজের ভস্ম হতে পুনরায় উত্থিত হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার ইচ্ছা, তোমরা যেন তোমাদের বিচারবুদ্ধি ও তোমাদের ভাবাবেগকে একই গৃহে দু'জন প্রিয় অতিথির মতো মনে কর।

নিশ্চয়ই তোমরা একজন অতিথিকে অপরজন অপেক্ষা বেশী সম্মান করবে না; কারণ যে একজনকে বেশী সমাদর করে, সে দুজনারই ভালবাসা এবং বিশ্বাস হারায়।

পাহাড়ের কালো সাদা পপলার গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে তোমরা যখন দূর শ্যামল প্রান্তরের অবিচল শান্তির সাথে একাত্ম হও-তখন তোমাদের হৃদয়কে নীরবে বলতে দিও, 'ঈশ্বর যুক্তির মধ্যেই অধিষ্ঠিত।'

এবং যখন ঝড় উঠে এবং প্রবল বাতাস অরণ্যকে কাঁপিয়ে তোলে, এবং বজ্র ও বিদ্যুৎ আকাশের গরিমাকে ঘোষণা করে,- তখন তোমাদের হৃদয়কে ভীতস্বরে বলতে দিও, 'ঈশ্বর ভাবাবেগে চালিত।'

এবং যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের পরিমন্ডলে একটি ফুৎকারের মতো, এবং ঈশ্বরের অরণ্যে গাছে একটি পাতার মতো, সে কারণে তোমাদেরও উচিত, যুক্তিতে অবস্থান করা এবং ভাবাবেগসহ চলাফেলা করা।[১৬]

বেদনা প্রসঙ্গ

'বেদনা' প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

বেদনা তোমাদের ধীশক্তির শক্ত বহিরাবরণ ভেঙ্গে ফেলতে পারে।

একটি ফলের খোলক ভেঙ্গে গেলে যেমন করে তার হৃদয় সূর্যালোকে দাঁড়াতে পারে, তেমন করেই তোমরা বেদনাকে অনুভব কর।

এবং তোমাদের জীবনের প্রতিটি দিনের অলৌকিক ঘটনাবলী যদি তোমাদের হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করতে পারে, তবে তোমাদের আনন্দ অপেক্ষা তোমাদের বেদনাকে কম বিস্ময়কর মনে হবে না:

এবং তাহলে তোমাদের হৃদয়ের ঋতুগুলিকে তোমরা তেমন ভাবেই গ্রহণ করতে পারবে, যেমন করে তোমরা সর্বদা গ্রহণ করেছ সেসব ঋতুগুলিকে যারা তোমাদের প্রান্তরে নিয়ত পরিবর্তনের প্রবাহ আনয়ণ করে।

এবং তোমরা তখন প্রশান্তচিত্তে তোমাদের বেদনার শীতকালটির দিকে তাকিয়ে কাটাতে পারবে।

তোমাদের বেদনার অধিকাংশই স্বনির্বাচিত।

সেটি এক তিক্ত ঔষধ, যা দিয়ে তোমাদের অন্তর্নিহিত চিকিৎসক তোমাদের অসুস্থ সত্তার রোগমুক্তি করান।

সুতরাং চিকিৎসকের উপরে আস্থা রাখবে এবং তার ঔষধ প্রশান্তচিত্তে ও নীরবে গ্রহণ করবেঃ

কারণ যদিও তার হস্ত গুরুভার এবং কঠিন, তবুও সেটি অদৃশ্য মহাশক্তির কোমল হস্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এবং যে পানপাত্রটি সে তুলে ধরে, যদিও সেটি তোমার ওষ্ঠকে দগ্ধ করে, তবুও সেটি ঐ মাটি দিয়েই প্রস্তুত যা মহাকুম্ভকার তাঁর নিজ পবিত্র অশ্রু দিয়ে সিক্ত করেছেন।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

আত্মজ্ঞান প্রসঙ্গ

'আত্মজ্ঞান' সম্পর্কে তিনি বলেন-

দিবস ও রজনীর গোপন কথা সম্পর্কে তোমাদের হৃদয় নীরবে অবগত।

কিন্তু তোমাদের কর্ণযুগল হৃদগত জ্ঞানের বচন শ্রবণের জন্য উন্মুখ।

তোমরা যা সর্বদা চিন্তায় অবগত, সেটাই কথার মাধ্যমে শুনতে ও জানতে চাও।

তোমাদের স্বপ্নের নগ্নদেহ তোমরা তোমাদের আঙুল দিয়ে স্পর্শ করতে চাও।

এবং তোমাদের সেই চাওয়াটি উত্তম।

তোমাদের আত্মার প্রচ্ছন্ন ঝর্ণাটিকে অবশ্যই উদগত হতে হবে এবং কল কল শব্দ করে সমুদ্রের পানে ধাবিত হতে হবে;

এবং তোমাদের অসীম গভীরে যে ঐশ্বর্য বিরাজমান তা তোমাদের চক্ষুর নিকট উন্মোচিত হবে।

কিন্তু তোমাদের সেই অজ্ঞাত ঐশ্বর্য ওজন করার জন্য কোন তুলাদণ্ড যেন না থাকে;

এবং তোমাদের জ্ঞানের গভীরতা ও কোন মানদণ্ড বা মাপকরজ্জু দিয়ে পরিমাপ করতে চেষ্টা করবে না।

কারণ স্বয়ম্ভু এক মহাসমুদ্র যা অপরিসীম এবং অপরিমেয়।

কখনও বলবে না যে, 'আমি সত্যকে পেয়েছি' বরং বলবে, 'আমি একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি।'

বলবে না যে, 'আমি আত্মার পথটি পেয়েছি' বরং বলবে, 'আমি আমার পথে আত্মার দর্শন লাভ করেছি।'

কারণ আত্মা সকল পথেরই পথচারী।[১৮]

প্রার্থনা প্রসঙ্গ

'প্রার্থনা' সম্পর্কে তিনি বলেন-

তোমাদের বিপদকালে এবং তোমাদের প্রয়োজনে তোমরা প্রার্থনা কর;

তোমাদের আনন্দের পরিপূর্ণতায় এবং প্রাচুর্যের দিনগুলিতেও তোমরা যদি প্রার্থনা করতে।

কারণ প্রার্থনা কি? সেটিতো প্রাণবন্ত মহাশূন্যে তোমাদের নিজ নিজ সত্তার প্রসারণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

মহাশূন্যে তোমার অন্ধকারকে উজাড় করে যদি তুমি আনন্দ পাও, তবে হৃদয়ের উষালগ্নে আলোটিকে বিস্তৃত করাও তোমার আনন্দেরই জন্য।

এবং তোমার আত্মার নির্দেশে উপানায় ক্ষিপ্ত কালে তোমাকে যদি অবশ্যই ক্রন্দন করতে হয়, তবে সেটি যেন পুনঃ পুনঃ তত দিন ক্রন্দনের দিকে তাড়না করে, যতদিন পর্যন্ত না তুমি হাসতে পার।

যখন তুমি প্রার্থনা কর তখন তুমি নিজকে উন্নীত করে সেই মুহূর্তে অপর যারা প্রার্থনারত, তাদের সাথে মিলিত হও; এবং প্রার্থনা ব্যতীত তাদের সাথে তুমি হয়ত মিলিতই হতে না।

সুতরাং সেই অদৃশ্য উপাসনালয়ে তোমার সাক্ষাৎ গমন যেন চরম উৎফুল্লজনক ও মধুর মিলন ব্যতীত অন্য কিছু না হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ শুধু কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই যদি তুমি সেই উপাসনালয়ে যাও, তবে তুমি কিছুই পাবে নাঃ

এবং কেবল বিনীত হবার জন্যই যদি তুমি তথায় যাও, তবে তোমাকে উন্নীত করা হবে নাঃ

অথবা এমন কি যদি তুমি শুধু অপরের মঙ্গল ভিক্ষা করার জন্যই তথায় যাও, তাহলেও তোমার কথা শোনা হবে না।

এটাই যথেষ্ট যে সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবে তুমি সেই উপাসনালয়ে প্রবেশ কর।

কথা দিয়ে কিভাবে প্রার্থনা করা যায়, তা আমি তোমাদের শিক্ষা দিতে পারি না।

ঈশ্বর তোমাদের সেসব কথা শোনেন না যা কিছু তোমাদের ওষ্ঠের মাধ্যমে তিনি নিজেই উচ্চারণ না করেন।

এবং সমুদ্রের, বনাঞ্চলের বা পবর্তমালার প্রার্থনাও আমি তোমাদের শিক্ষা দিতে পারি না। কিন্তু যে পবর্তমালা, বনাঞ্চল এবং সমুদ্র হতে তোমরা উদ্ভুত, তাদের প্রার্থনা তেতামরা তোমাদের হৃদয়ে শুনতে পার,

এবং রাত্রির নিঃশব্দতায় তোমরা যদি শ্রবণ কর, তবে শুনবে তারা নীরবে বলছেঃ

'হে আমাদের ঈশ্বর, আমাদের ডানাযুক্ত পরমাত্মা, আমাদের অন্তরে তোমারই ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা হয়ে প্রকাশ লাভ করে।

'আমাদের মধ্যে সেটি তোমারই কামনা, যা কামনা করে।

'আমাদের মধ্যে সেটি তোমারই তাড়না, যা আমাদের রাত্রিকে- সেটি তোঁমারই রাত্রি, দিবসে পরিণত করে, যে দিবসটিও তোঁমারই।

'আমরা তোমার কাছে কিছুই চাইতে পারি না, কারণ আমাদের মধ্যে প্রয়োজনের চিন্তা জাগ্রত হবার পূর্বেই তুমি তা সম্পর্কে অবগতঃ

'তুমিই আমাদের প্রয়োজন; এবং নিয়ত তোমার আরোও কিছু আমাদিগকে প্রদান করে তুমি আমাদিগকে সব কিছুই প্রদান কর।'[১৯]

মৃত্যু প্রসঙ্গ

'মৃত্যু' সম্পর্কে তিনি বলেন-

তোমরা মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন কতে চাও। কিন্তু কি করে তা পরবে যদি না জীবনের হৃদয়ের মধ্যে তোমরা তার সন্ধান কর? নিশাচর পেচক, যার চক্ষু দুটি দিনের আলোতে অন্ধ, সে তো পারে না আলোকের রহস্য উন্মোচন করতে। তোমরা যদি সত্যিই মৃত্যুর স্বরূপ দর্শন করতে চাও, তবে জীবনের দেহরূপটির প্রতি তোমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত কর। কারণ জীবন ও মৃত্যু উভয়ের একই সত্তা, যেমন নদী ও সমুদ্র উভয়েরও এক। তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার গভীরে তোমাদের পরজীবনের জ্ঞান সুপ্ত আছে; এবং বরফের নীচে বীজের স্বপ্ন দেখার মতো তোমাদের হৃদয়ও বসন্তের স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নগুলোকে বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

করবে, কারণ তাদের মধ্যেই অনন্তের প্রবেশ পথ লুক্কায়িত। মৃত্যুকে তোমাদের ভয়, রাজদরবারে সেই রাখালের দেহকম্পনের মতো, যার মস্তকে রাজা সম্মান প্রদর্শনের জন্য হাত রাখতে উদ্যত। দেহকম্পন সত্বেও রাখাল কি এই চিন্তা করে প্রফুল্ল নয় যে সে রাজচিহ্ন পরিধান করবে? তথাপি সে তার দেহ কম্পন সম্পর্কেই অধিকতর সচেতন নয় কি? কারণ মৃত্যুকে বরণ করা কি নগ্নদেহে বাতাসে দাঁড়ান এবং সূর্যের কিরণে বিগলিত হয়ে তার সাথে মিশে যাবার মতো না? এবং শ্বাস বন্ধ হওয়া কি শ্বাসকে তার অবিরাম বাহ-প্রবাহ থেকে মুক্তি দান নয়, যাতে সেটি উর্ধ্বে আরোহন করে এবং বিস্তার লাভ করে অবারিত ভাবে ঈশ্বরের সন্ধান করতে পারে? এ নিয়ে The Wisdom of Kahlil Gibran গ্রন্থে বলা হয়েছে-

Man is like the foam of the sea, that floats upon the surface of the water. When the wind blows, it vanishes, as if it had never been. Thus are our lives blown away by Death.
WM-ST-31

The Reality of Life is Life itself, whose beginning is not in the womb, and whose ending is not in the grave. For the years that pass are naught but a moment in enternal life; and the world of matter and all in it is but a dream compared to the awakening which we call the terror of Death.

WM-ST-32

The soul is an embryo in the body of
man, and the day of death is the
Day of awakening, for it is the
Great era of labour and the rich
Hour of creation.

T-373

Death is an ending to the son of
The earth, but to the soul it is
The start, the triumph of life.

T-374

Death removes but the
Touch, and not the awareness of
All good. And he who has lived
One spring or more possesses the
Spiritual life of one who has
Lived a score of springs.

T-375

A child in the womb, no sooner born than returned to the earth-such is the fate of man, the fate of nations and of the sun, the moon, and the stars.[২০]

Dhaka University Institutional Repository

মানবতা প্রসঙ্গ

'মানবতা' সম্পর্কে তিনি বলেছেন-

Humanity is the spirit of the Supreme Being on earth, and that humanity is standing amidst ruins, hiding its nakedness behind tattered rags, shedding tears upon hollow cheeks, and calling for its children with pitiful voice. But the children are busy singing their clan's anthem; they are busy sharpening the swords and cannot hear the cry of their mothers.

Humanity is the spirit fo the Supreme Being on earth, and that Supreme Being preaches love and good will. But the people ridicule such teachings. The Nazarene Jesus listened, and crucifixion was his lot; Socrates heard the voice and followed it, and he too fell victim in body. The followers of the Nazarene and Socrates are followers of Deity, and since people will not kill them, they deride them, saying, "Ridicule is more bitter than killing".

TL-T-5

My soul preached to me and showed me that I am neither more than the pygmy, nor less than the giant. Era my soul preached to me, I looked upon humanity as two men; one weak, whom I pitied, and the other strong, whom I foliowed or resisted in defiance.

But now I have learned that I was as both are and made from the same elements. My origin is their origin, my conscience is their conscience, my contention is their contention, and my pilgrimage is their pilgrimage.

If they sin, I am also a sinner. If they do well, I.

Take pride in the their well-doing. If they rise. I rise with them. If they stay inert. I share their slothfulness.[২১]

TM-St-31

দাসত্ব প্রসঙ্গ

'দাসত্ব' সম্পর্কে তিনি বলেন-

I accompanied the ages from the banks of the kange to the shores of Euphrates; from the mouth of the Nile to the plains of Assyria; from the arenas of Athens to the churches of Rome, from the slums of constantinople to the palaces of Alexandria .....Yet I saw slavery moving over all, in a glorious and majestic procession of ignorance. I saw the people sacrificing the youths and maidens at the feet of the idol, calling her the God; pouring wine and perfume upon her feet, and calling her the Queen; burning incense

Dhaka University Institutional Repository

before her image, and calling her the prophet; kneeling and worshipping before her and calling her the Law; fighting and dying for her, and calling her Patriotism; submitting to her will and calling her the shadow of God on earth; destroying and demolishing homes and institutions for her sake, and calling her Fraternity; struggling and stealing and working for her, and calling her Fortune and Happiness; killing for her and calling her Equality.

She possesses various names but one reality. She has many appearances, but is made of one element. In truth, she is an everlasting ailment bequeathed by each generation unto its successor.

SH-T-64

They tell me; If you see a slave sleeping, do not wake him lest he be dreaming of freedom. Tell them: If you see a slave sleeping, wake him and explain to him freedom.[22]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ও প্রকৃতির কবি জিবরান

সিরীয় ও লেবাননী দেশ ত্যাগী কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা ও রচনার দিকে তাকালেই বুঝা যায় যে, তাদের কবিতা ও রচনায় সমাজ ও প্রকৃতির প্রভাব পরিস্ফুট, জিবরান সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়, বরং বলা যেতে পারে দেশত্যাগী কবিদের মধ্যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলী শিল্পিদক্ষ ভাবে ব্যবহারে জিবরানের স্থান সবার ওপরে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য সংকলনে "আল-মাওয়াকিব"(শোভাযাত্রা) অসংখ্য সমাজ ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার সমাবেশ ঘটেছে। জিবরানের লেখায় দর্শন থাকলেও তিনি সমাজের রীতি-নীতি অন্ধানুগত্য, মানব রচিত সামাজিক বিধান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার ছিলেন, তেমনি তিনি মাতৃভূমি লেবাননের বরফে ঢাকা পর্বতমালার মনোরম দৃশ্য, অন্ধকার রাত্রির ভয়াবহ নির্জনতা, প্রেমালাপের মধুর রজনী, জংগলবাসে একাকিত্বের আনন্দ, সমুদ্রের ঢেউয়ের চঞ্চলতা ও সৈকতের সাথে ঢেউয়ের নীরব মিতালীসহ অনেক মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য নিখুতভাবে চিত্রায়ন করেছেন। তিনি জংগলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যেখানে নেই কোন প্রতিবন্ধকতা, পূর্ণমাপের স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধাদি বিদ্যমান হতে যুবক বলে উঠে শুনো-

"জংগলে কোন রাখাল ছিলনা
ছিল না কোন মেষপাল,
অতঃপর শীত অতিবাহিত হয়
কিন্তু তার সাথে বসন্তের ঝগড়া নেই।"[২৩]

সুতরাং হৃদয়ের নিকট কোন জীবন সুন্দর ও প্রিয় এই বনবাসী জীবন থেকে যেখানে বসন্তের শেষ নেই, নেই কোন দুঃখ দুর্দশা। অতঃপর তিনি তাঁর বর্ণনা দেন-

"জংগলে কোন দুঃখ নেই
নেই কোন চিন্তা
হৃদয়ের মেঘমালার অন্তরালে
আলোকিত হয় উজ্জ্বল তারকা।" [২৪]

জিবরান যেমন বিভিন্ন রূপালংকার দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন অনুরুপভাবে নিস্তব্ধ-নীরব রজনীরও নিখুতভাবে চিত্রায়ন করেছেন তাঁর কাব্যে, অতঃপর তিনি বলেন-

"নীরব রজনী এবং কাপড়ের নীরবতায় স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে
পূর্ণিমার চাঁদ এগিয়ে যায় তার চোখগুলো যুগের শিকার
এসো হে বাগান কন্যা; প্রেমিকের বাগান পরিদর্শন করি।"[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

জিবরান রাত্রি প্রচন্ড ভালোবাসতেন। তাঁকে রাত্রির স্মৃতিসমূহ বড় পীড়া দেয়। অতঃপর তিনি তাঁর গদ্য কবিতায় রাত্রিকে সম্বোধন করে বলেন-

"হে গীতিকার, কবি ও প্রেমিকদের রজনী,
হে কল্পনা, আত্মা ও আবছায়ার রজনী,
হে স্মৃতি, ভালোবাসা ও সখের রজনী।"[২৬]

তাছাড়া লেবাননের প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যাবলী জিবরানের হৃদয়ে দারুন প্রভাব ফেলে যা ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে এত সহজ নয়। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখের উপর চিৎকার করে বলেনঃ তোমরা তোমাদের লেবানন নিয়ে থেকো এবং আমি আমার লেবানন নিয়ে থাকি, তোমরা তোমাদের লেবাননের সমস্যাদি নিয়ে আছে। আর আমি আমার লেবাননের রূপ ও সৌন্দর্য নিয়ে আছি, তোমাদের লেবানন রাজনৈতিক সমস্যা পরিপূর্ণ, সময় তার সমাধানে সচেষ্ট, আর আমার লেবানন নীল আকাশের দিকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো রূপসী পর্বতমালা, তোমাদের লেবানন অন্ধকার রাত্রীর আশ্রয়ে রাজনৈতিক সমস্যা, অতঃপর আমার লেবানন শান্তিময় লোকালয় যার কোলে সখের গীত ও ঘন্টার ধ্বনির উত্তাল তরঙ্গমালা।[২৭]

জিবরানের রচনায়, গল্পে ও কাব্যে লেবাননের প্রকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রভাব স্পষ্ট বিদ্যমান। যেমন তাঁর সহচর ও ঘনিষ্ট সহযোগী মিখাঈল নুআইমা বলেন- "---জিবরানের রচনায় লেবাননের আত্মার সখ নিজ আত্মা দিয়ে স্পর্শ করেছি, উপলব্ধি করেছি সেই পবর্তমালার ভয়ার্ত রূপ ও সৌন্দর্য এবং শুনেছি সুন্দরী রমণীদের গান, আরো শুকেঁছি চতুপার্শে ছড়ানো ফুলের সুবাস ও শুনেছি তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন।"[২৮]

জিবরান সম্পর্কে মিখাঈল নুআইমার এই অভিমত এমনিতে হয়নি, বরং তাঁর রচিত উপন্যাস "দাম'আ ওয়াবতিসামা" (মুচকি হাসিও অশ্রু), "মুরাতা আল-বানিয়া" অরদাতু আল-হানী, ইউহান্না আল-মাজনুন ও খলীল আল-কাফির এর মত আবেগময় সামাজিক উপন্যাস ও ছোট গল্প গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষনের পর এই মতে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও লেবাননের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁর সাহিত্যে স্পষ্টকারে ফুটে উঠেনি। বাল্যকাল থেকে যে শহরকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন ও সম্মানের চোখে দেখতেন সেই শহরের বর্ণনা তাঁর কাব্যে বিশেষ স্থান পায়নি যেমন স্থান পায়নি লেবাননের সবুজ ধানের মাঠ ও নীল আকাশের বর্ণনা, অথচ তাঁর স্বল্পজীবনের গদ্য রচনায় এসব দৃশ্যাবলী বড় আকারে পরিস্ফুটিত ও প্রতিপাদ্য। "আয়ায়িসু আল-মুরুজ" গ্রন্থে তাঁর লেবাননী জীবনের চিত্রায়ন করা হয়েছে যেভাবে তিনি লেবাননকে উপলব্ধি করেছেন। "দাম আওয়াবতিসামা" উপন্যাসে চিত্রায়িত হয়েছে তাঁর আবেগময় জীবন ও কল্পনা প্রবাহ এবং "আল-আজনেহাতু আল-মুতাকাসিসরা" গ্রন্থে চিত্রায়িত করেছেন সেই সকল সামাজিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যা তাঁর অন্তরে প্রেম ভালোবাসা ও সম্প্রীতি জন্ম দিয়েছে। তাই বলা হয়ে থাকে লেবাননের প্রকৃতি চিত্রায়নে কবি জিবরান অপেক্ষা ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখক জিবরান অনেক সফল।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা-

১। Ismat Mahdi, Modern Arabic litarature, Dairul Maarif Press, Osmania University, Hayderabad, 1983, P-154.

২। জিবরান খলিল জিবরান, The prophet, মিখাইল নুআয়মা কর্তৃক আরবীতে অনুদিত, মাকতাব বৈরুত, লেবানন, ১৯৩৮, পৃ. ১১-১৪

৩। খলিল জীবরান, প্রফেট (অনু.) হুমায়ুন আব্দুল হাই, ব্যারিধারা, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ২৬-২৭

৪. Khalil Gibran, The wisdom of Khalil Gibran, UBS Publishers, Distributors Ltd. New Delhi.....London, P.64

৫। খলিল জীবরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

৬। ঐ, পৃ. ৩৪-৩৬ ও ৩৯

৭। The wisdom of Khalil Gibran, Op.cit. P-12.

৮। খলিল জিবরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪২

৯। ঐ, পৃ. ৪২-৪৬

১০। The wisdom of Khalil Gibran, Op.cit. P-1

১১। খলিল জীবরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

১২। ঐ, পৃ. ৫৫-৬২

১৩। The wisdom of Khalil Gibran, Op. Cit. P. 53-54.

১৪। খলিল জিবরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৭

১৫। The wisdom of Khalil Gibran, Op.cit. P. 29-30.

১৬। খলিল জিবরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

১৭। ঐ, পৃ. ৭০

১৮। ঐ, পৃ. ৭৩-৭৪

১৯। ঐ, পৃ.৭৫

২০। The wisdom of Khalil Gibran, P. 19-20.

২১। Ibid, P. 38-40.

২২। Ibid, P. 96

২৩। জিবরান খলিল জিবরান, আল মাওয়াক্ষিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

২৪। ঐ, পৃ. ২৪৬

২৫। ঐ, পৃ. ২৭৪

২৬। খলিল জিবরান খলিল, আল মাওকুআতুল কামিলা, মাকতাবা বৈরুত, ১৯৫৩, ৩য় খন্ড, পৃ. ১২৮।

২৭। খলিল জিবরান খলিল, আল বাদায়ে আত্তারায়িব, মাকতাবা বৈরুত, ১৯২৯, পৃ. ২০২।

২৮। মিখাইল নুয়ায়মা, গিবরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

২৯। নাদিয়া জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

চিত্রশিল্প ও চিঠি সাহিত্যে জিবরানের প্রতিভা

* চিত্রশিল্পী জিবরান

* জিবরানের চিত্রকর্মের কিছু নমূনা

* জিবরানের লিখিত চিঠি (আমিন গুরাইব ও মিখাইল নুয়ায়মাকে লেখা)

* জিবরানের প্রেমের চিঠি (মে জিয়াদেহ ও মেরী হ্যাসকেলকে লেখা)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রশিল্পী খলিল জিবরান খলিল

১৯০৩ সালের মার্চ মাসে বিপদে সান্ত্বনাদানকারী ও অন্যতম সহযোগী বড় ভাই বুতরুশও ইহকাল ত্যাগ করেন। জুন মাসে তাকে ও বোন মারিয়ানাকে এতিম করে মাতা কামিলা রহিমাও মারা যান। মারিয়ানা দিন রাত সেলাইয়ের কাজ করে কোন মতে সংসার চালান। জিবরান লেখাপড়া ও ছবি আঁকার কাজ চালিয়ে যান। সেই সাথে ছিল তুচ্ছ কিন্তু রোজগার। কিন্তু অভাব চারদিক থেকে জাপ্টে ধরে, দুঃসহ নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে কি এক নেসার মতন অভিরাম সৃষ্টি করে চলেন জিবরান লেখন, ছবি আঁকেন।[১]

১৯০৩ সালে তাঁব বন্ধু আমীন গরীবের সম্পাদনায় নিউইয়ার্ক থেকে প্রকাশিত আরব দেশ ত্যাগীদের পত্রিকা "আল-মুহাজির" এ তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। সেই সাথে প্রবাসী কবি নানীব আরিদাহ ও নাজমী নাসিম-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত আরবি সাময়িক "আল-ফুনুন" এও লেখা-লেখি শুরু করেন, ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর স্কেচিং ও পেইন্টিং-এর প্রথম প্রদর্শণী হয়। আমেরিকার কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও শিল্পীদের বড় একটি দল প্রদর্শনী দেখতে আসেন, তাঁদের মধ্যে বোস্টন শহরের বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মেরী হ্যাসকেল ছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃতিমনা ও বড়মাপের শিল্পি ছিলেন। দেওয়ালে ঝুলানো বিভিন্ন কাল্পনিক ছবি ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন এবং ছবির পিছনে শিল্পীর লুকানো অর্থসমূহ বুঝার ব্যর্থ প্রয়াস চালান। হল ঘরের কোণায় বসে থাকা জিবরান তা লক্ষ্য করে ভদ্র মহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে ছবিগুলোর ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। ভদ্র মহিলা বার বার বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। যখন জানতে পারলেন যে, ব্যাখ্যা দাতা নিজেই চিত্রকর এবং এই ছবির শিল্পী ও আবিস্কারক, তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ে আরেকটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনের অনুরোধ জানিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান।[২]

এই ভদ্র মহিলা হলেন মেরী হ্যাসকেল যিনি জিবরানের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন। মেরীর স্নেহ-মমতা, ভালবাসা দেখে তিনি আনন্দে শুধু আত্মহারা হননি মেরীকে নিয়ে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তিনি স্বর্গীয় হাত দেখতে লাগলেন যেই হাত ধরে তিনি নিজ স্বপ্নের পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাবেন; ঘটেছিলও তাই।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৪ সালে জিবরান মেরী হাসক্যালের বিদ্যালয় ক্যাম্ব্রিজ স্কুলে তাঁর ছবির দ্বিতীয় প্রদর্শনী করলেন। অনুষ্ঠানে মিশেলীন নামক ফরাসী বংশভূত এক সুন্দরী মেয়ের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি মেরী হ্যাসকেলের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর চোখে-মুখে ও আচার-ব্যবহারে রূপের এমন যাদু ও অলৌকিক শক্তি ছিল যা প্রতিটি যুবককে সম্মোহিত করত। জিবরানের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি; তাকে দেখেই তিনি প্রেমে পড়লেন।[৩]

১৯০৫ সালে আরবী ভাষায় তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ "আল মুসিকা" প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য অংগনে পদার্পনের সুযোগ হয়।

১৯০৬ সালে তাঁর দ্বিতীয় আরবী গ্রন্থ "আরায়িসু আল-মুরুজ" (Nymphs of the valley) (উপত্যকার স্বর্গীয় কণ্যাগণ) (Rpiriets Rebellious) (অবাধ্য আত্মাসমূহ) প্রকাশ পায়। জিবরান ফলাসফাতু আল-দ্বীন আল তাদায়্যুন (The Philosophy of Religion and Religious) শিরোনামে আরো একটি আরবী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু বইটি কখনো প্রকাশের আলো দেখেনি।[৪] আরবী ভাষায় রচিত এই তিনটি বইয়ে নতুনত্ব ও শৈল্পিক মাধুর্য থাকা সত্বেও পাঠক সমাজে সেগুলো উল্লেখযোগ্য কোন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি।[৫]

১৯০৮ সালে মেরী হাসক্যালের আর্থিক সহায়তায় তিনি চিত্র বিষয়ে অধিকতর পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার প্রধান কেন্দ্র প্যারিসে গিয়ে চিত্র শিল্প ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। প্যারিসে চার বছর অধ্যয়ন কালে মেরী হাসক্যাল প্রতি মাসে পঁচাত্তর ডলার করে পাঠাতেন। জিবরান মনে করতেন এ যেন কোন স্বর্গীয় দান। এই টাকা দিয়ে তিনি নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যেতেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা বোস্টনে বোন মারিয়ানার নিকট পাঠিয়ে দিতেন।[৬]

তিনি ইউরোপের শিল্প ও সভ্যতার রাজধানী রোম, লন্ডনসহ বড় বড় শহর ভ্রমন করে ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন এবং সম-সাময়িক ইংরেজ ও ফরাসী সাহিত্যের প্রচুর বই পড়ার সুযোগ পান।[৭]

প্যারিসে অধ্যয়নকালে তিনি প্রসিদ্ধ ফরাসী চিত্রকর ও ভাস্কর অগাষ্ট রজ্যাঁর ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রদ্যাঁর মুখে ইংরেজ দার্শনিক কবি ও শিল্পী ইউলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮৪৭)-এর কাব্য ও চিত্রকলায় সমান সমান কৃতিত্বের কথা শুনে বিস্মিত হন।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

উইলিয়াম ব্লেকের দর্শন ও আত্মজগতের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কথা শুনে, তাঁর লেখাপড়া দার্শনিক কবির চিন্তাশক্তি ও কল্পনার গভীরতায় মুগ্ধ হন। বিশেষ করে প্রাচীন আইন, কুসংস্কার, অন্ধানুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং পাদ্রী, ধর্মযাজক ও ধর্মান্ধত্বের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের কাহিনী জেনে জিবরান দারুন প্রভাবিত হন।[৯]

যাই হোক ১৯০৮ সালে জিবরান প্যারিসের একাডেমী অব ফাইন আর্টস -এ ভর্তি হন। সেখানে বিশ্ব বিখ্যাত ভাস্কর অনুস্থ রদ্যাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি প্রায় তিন বছর শিল্পকলার কঠোর অনুশীলন করেন। রদ্যাঁ তাঁর প্রতিভার স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন। ব্যতিক্রমী চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্ক রদ্যাঁর মনে কোন সংশয় ছিলনা।

পরবর্তীকালে নিজের বই এর জন্য অসামান্য ছবি এঁকেছেন জিবরান। সেই সব ছবির ভঙ্গি, তার মধ্যে অলৌকিকতার আভাস ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা ইংরেজ কবি ও চিত্রশিল্পী উইলিয়াম ব্লেকের কথা মনে করিয়ে দেয়। জিবরানের লেখায় যে সারল্য, নিষ্পাপ আবেগ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও রূপকাভাস সুস্পষ্ট তাও ব্লেকের সঙ্গে তুলনীয়।[১০]

জিবরানের যাবতীয় লেখায় এমন কি তাঁর আঁকা ছবিতেও এই জগতের মধ্যে বেশী মাত্রায় বসবাস করা সত্ত্বেও কোন এক অসীম এবং অনন্ত জগতের জন্য আকুল কামনার সুরটি নিরন্তর ধ্বনিত।

চূড়ান্ত আধুনিক এবং তীব্র বাস্তবতার অভিজ্ঞতায় নিখুঁত চিত্রনের মধ্যে থেকে ও কবির সেই উত্তরণ যেন অনায়াসে পাঠকের মধ্যেও ছন্দিত হয়ে যায়। কবির আত্মমগ্নতা কঠিন দেওয়ালের মধ্যে অবস্থান করলেও তাঁর দীর্ঘ ভালবাসা দূরত্ব পেরিয়ে পাঠকের অশ্রুসিক্ত চোখকে চুম্বন করে, তার পায়ে পাঠকদের সঙ্গে করে নিয়ে যায় এক কল্পলোকে যে স্থানের অবস্থান কল্পনায় এমন কি কঠিনতম বাস্তবানুগ পাঠকও শিহরিত হতে বাধ্য হয়। চমকিত হওয়ার অনুভব যেখানে স্বাভাবিক।[১১]

প্রথাসিদ্ধ আধুনিকতার দোহাই তুলে শিল্পে সাহিত্যে ফলিত নিঃসঙ্গতাবোধের যে বিপুল আয়োজন।[১২] অন্তরঙ্গ সুরটি ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে দেয়, তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত স্বাভাবিক জিবরানের নিঃসঙ্গ কথোপকথন এই নির্জন কবির একান্ত কথোপকথন বিংশ শতাব্দীর প্লাষ্টিক শহরের মানুষজন আমাদের চঞ্চল করে দেয়। যেমন দেয় বন্ধ্যা নারীকে ধুলিমুঠি কাপড়ের গল্প। সমস্ত প্রতিকুল প্রতিবেশের মধ্যেও করিব প্রাণ বলে উত্তরণের প্রয়াস সেই প্রয়াসকে যতই ইউটোপিয়ান কিংবা মেঠো বলে অস্বীকার করার চেষ্টাই করা হোক না কেন বুকের গভীরে অদৃশ্য কিলকের স্থাপনে সেখানে সংঘটিত হয়েই যেতে থাকে। সম্ভবত সেখানেই কবির কৃতিত্ব, তাঁর সংগ্রামের সার্বিক চিহ্ন হয়ত বা পুরস্কারের নয়।

জিবরানের জগত সেই অন্ধরঙ্গতার জগত, যে জগতের দৃষ্টি কল্পনায় কবির শীরের প্রতিটি অনুপরমানু নিয়োজিত মানস অবস্থান ও এবং তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব মিথ্যার পৃথিবীকে একবার হলেও শুকিয়ে দেয়।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

জিবরানের চিত্রকর্মের কিছু নমুনা

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

جبران في « الصومعة »
آخر صورة فوتوغرافية له وقد أخذت قبل وفاته بمدة قصيرة
(٦٨)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মো: জাহিদুল হক সিদ্দিকী

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

والحرُّ في الأرض يبني من منازعه
سجناً لهُ وهو لا يدري فيؤتَسرُ

« عن المواكب »

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

* জিবরানের চিত্রকর্মের নমুনাগুলো নেয়া হয়েছে কবির চৌধুরী অনুদিত, কাহলিল জিবরানের কবিতা, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯২, পৃ. যথাক্রমে ৭, ৮, ২৫, ২৬, ৪১, ৪২, ৪৭ ও ৪৮।

* মোস্তফা মীর, নবীর বাগান, বাঙলা, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ১৫, ২১, ২৯, ৩৩, ৪৫, ৫১ ও ৫৫।

* খলিল জিবরান, প্রফেট, ঢাকা-পৃ. ২৭, ৩১, ৮৭, ১২১।

* মিখাইল নুয়ায়মা, আল-মাজমুয়াতুল কালিমা, বৈরুত-পৃ. ১৪, ৬২, ১৮০, ২০২, ২০৬, ২২০ ও ৩২২ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও টিকা নির্দেশিকা

১. নাদিরা জামিল সিরাজ, শুরাত্তর রাবিতাতুল কালিমায়্যা: দারুল মারুফ, মিশর, ১৯৫৭, পৃ. ১৯৫

২. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৪

৩. মিখাইল নুয়ায়মাহ জিবরান খলিল জিবরান, মাকতাবা বৈরুত, ১৯৩৪, পৃ.৩৬।

৪. Suheil Badi & Paul Gotch, Op. cit. p. xix

৫. জওয়াজ সাইদ্যা, আলবুদ্দা ওয়া ওদাবাউনা ফিল মাহজিরিল আমেরিকিয়্যাহ, তারিখ বিহিদ, পৃ. ১৬৭

৬. নাদিয়া জামিল সিরাজ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯.

৭. Subeil Badi & Paul Goth , Op. cit. P. xxi.

৮. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩.

৯. নাদিয়া জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

১০. কবির চৌধুরী (অনু.) কাহলিল জিবরানের কবিতা, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, ভূমিকা।

১১. শক্তি চট্টপাধ্যায় ও মুকুল গুহ, কুহলিল জিব্রানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ভূমিকা।

১২. বলাবাহুল্য নিঃসঙ্গতাবোধ সত্যিকারের শিল্পীর পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক সেটি সন্দেহ নেই। শিল্পীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিফলিত হতে বাধ্য কেবল মাত্র তাঁর চমকপ্রদ শিল্পকীর্তিতে নয় । বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক হিসেব কষা, মানসিকতার যে অবস্থানকে দীর্ঘকাল আগেই কাপুরুষতা বলে চিহ্নিত করা গিয়েছিল, এবং সে নিঃসঙ্গতা, সত্যিকারের নিঃসঙ্গতাবোধ সম্ভবত অতিমাত্রায় বিরল ঘটনা। কারণ সচেতনতা এবং প্রচন্ড ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনেই সেখানে নির্মম, ঠিক যে স্থানটিতে লেখকের শিল্পীর মানবিক সংগ্রামের ভয়ঙ্কর আরম্ভ।

১৩. শক্তিচট্টপাধ্যায় ও মুকুল গুহ , প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

জিবরানের পত্র সাহিত্য

অনেক সময় কবিতার বাইরেও কবিদের চিঠিপত্র থেকে তাদের চিন্তাভাবনা, জীবনদৃষ্টি, আবেগ-অনুভূতির সুন্দর সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অজস্র চিঠিপত্রের কথা এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। স্ত্রীর কাছে, পুত্রের কাছে, পুত্রবধুর কাছে, আরো অনেক মানুষের কাছে তিনি যে সব চিঠি লিখিছেন তা আমাদের কিছু কিছু নতুন তথ্য যেমন দেয় তেমনি আমাদের কোন কোন ধারনাকে স্বচ্ছতর করে তোলে। ইংরেজী কবি কীটস তাঁর প্রেমিকা ফ্যাসী ব্রণ ও তাঁর বন্ধুদের কাছে যেসব অন্তরঙ্গ চিঠি লিখেছেন তাও পাঠকদের কাছে দীর্ঘ দিন ধরে মূল্যবান বিবেচিত হয়ে আসছে।[১] এমনি অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

কাহলিল জিবরানের সাহিত্য কর্ম, তথা তাঁর দি প্রফেট, দি ওয়ান্ডারার, দি গার্ডেন অব দি প্রফেট, এ টিয়ার অ্যান্ড এ স্মাইল প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে আমরা অনেকেই অল্প বিস্তর পরিচিত। কিন্তু তাঁর চিঠি পত্রের কথা আমরা আগে খুব বেশী জানতে পারিনি। ১৯৫৯ সালে ইংরেজীতে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে মুল আরবীতে লেখা জিবরানের সাতচল্লিশটি চিঠির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন অ্যান্টনি রিজকল্লাহ ফেরিস, যিনি এর আগে কবির "টিয়ারর্স এ্যান্ড লাফটার" গ্রন্থটি আরবী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন।

জিবরানের অন্যদের কাছে লেখা চিঠিগুলো সঙ্গে ফেরিসকে লেখা দুটি চিঠিও এই গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত চিঠিগুলো জিবরান লিখেছেন তাঁর বাবাকে। সমকালের আরবী ভাষার বিখ্যাত লেখক আমীন গোরাইব ও মিখাইল নাইমিকে তাঁর ভাইকে এবং মে জিয়াদেহকে, যে লেবাননী লেখিকার সঙ্গে জিবরানের এক অনির্বচণীয় হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল শুধু পত্রালাপের মাধ্যমে।[২]

জিবরান এই চিঠিগুলো লেখেন ১৯০৪ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে। স্মরণ করা যেতে পারে যে তার মৃত্যু হয় ১৯৩১ সালে। গ্রন্থভুক্ত জিবরানের ৪৭টি চিঠির মধ্য ২৬টিই মিখায়েল নাইমিকে লেখা, ৮টি মে জিয়াদেহকে, ৩টি আমীন গুরাইবকে। মে কে লেখা যে চিঠিগুলি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথমটি লেখা হয় ১৯১২ সালে, শেষটি ১৯৩০ এ। অন্তরঙ্গ মানুষদের কাছে লেখা এই চিঠিগুলিতে জিবরান নিজের হৃদয়ের আবেগ, স্বপ্ন, আশা, ব্যর্থতা, বেদনা ও আকুলতার কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

যে সময় সীমার মধ্যে এই চিঠিগুলো লেখা তা ছিল জিবরানের সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠ কাল, প্যারিসে রদ্যাঁর অধীনে কাজ করার সময়ের দিনগুলি বাদ দিলে তাঁর বোস্টন ও নিউইয়ার্কের বছরগুলিই পড়ে এর আওতায়। এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে জিবরান তাঁর নিজের একটি বিশ্বস্ত ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। যাকে এক হিসাবে তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি ব্যতিক্রমী টীকা ভাষ্যরূপেও গ্রহণ করা যায়। অনুবাদক অ্যান্টনি ফেরিস যে এই চিঠি সংকলন গ্রন্থের নাম রেখেছেন "কাহলিল জিবরান : এসেন্স পোট্রেট, কোহলিল জিবরান একটি আত্ম প্রতিকৃতি। তা মোটেই অসঙ্গত হয়নি।[৩]

যা হোক জিবরান খলিল জিবরানের লেখা চিঠির সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ের পূর্বে যাদের কাছে তিনি চিঠিগুলো লিখতেন তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য দু'জন ব্যক্তি মে জিয়াদাহ ও আমীন রাইহান সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা চিঠিগুলো প্রধানতঃ এই দুই ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে।

মে জিয়াদাহ গত শতাব্দীর প্রথম তিন দশক ধরে আরবী সাহিত্যের মহিলা লেখক হিসাবে খ্যাত। তিনি লেবানীয় পিতা ও ইহুদী মাতার একমাত্র সন্তান। পিতার নাম ছিল ইলিয়াস জাখুর জিয়াদাহ এবং মায়ের নাম ছিল নুজহা কাহলাল যুমার। মে জিয়াদাহ এর জন্ম তারিখ ১৮৮৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী স্থান প্যালেস্টাইনের নাজারেত।[৪]

জন্মস্থানেই তার লেখা পড়া শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে পাঁচ বছরের জন্য লেবাননে আইন তোওরাহ ইনসটিটিউটে লেখাপড়া করেন। উল্লেখ্য এই প্রতিষ্ঠানে শুধু মেয়েরাই লেখাপড়া করে। ১৯০৮ সালে তার শিক্ষক পিতা মিশরে চলে আসেন এবং শিক্ষকতা পেশায় না গিয়ে তিনি আল মাহরওসাহ নামে একটা দৈনিক সংবাদ পত্রের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক নিযুক্ত হন। তখন কায়রো ছিল শিল্প সাহিত্য বিষয়ক কর্মকান্ডের কেন্দ্রভূমি।

ফলে মে জিয়াদাহ এর বয়স কুড়ি হওয়ার আগেই এসব কর্মকান্ড তার আগ্রহকে উদ্দিপ্ত ও উৎসাহিত করে এবং এই উৎসাহের ফলশ্রুতিতে ১৯১১ সালে তার প্রথম সাহিত্য কর্ম প্রকাশিত হয় শিরোনাম "ফ্লেউরস দ্যা রেডি"। ফরাসী ভাষায় লেখা আইসিসকোপিয়া ছদ্মনামের এই প্রাথমিক কাজে শুধুমাত্র ফরাসী প্রভাবই নয় বিশেষ করে ফরাসী লেখক ও কুটনীতিক লা মার্টিনির প্রভাব অদ্ভুত পরিমানে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি তার অদ্ভুত উদ্ভাবক ও সৃষ্টিশীল মনকেও মে নিজের ভেতরে ধারণ করেছিলেন। তিনি নিয়মিত প্রতিবেদক ছিলেন আল মাহরওসাহ এর এবং তার মায়ের নেতৃস্থানীয় সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রগুলোতে তার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। যেমন, আল আহরাম, আল হিলাল, আল মুকাত্তাম, আল বুকতাতাফ এছাড়াও ফরাসী পত্রিকা, প্রোগ্রেস ইজিপশিয়ান

Dhaka University Institutional Repository

এবং ইংরেজী ইজিপশিয়ান মেইল, পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখতেন।[৬] ইংরেজীতে লেখার সময় আরও একটি ছদ্মনাম তিনি ব্যবহার করতেন তা হচ্ছে রিফাত খালিদ।

খলিল জিবরানের রচনার উপর সমালোচনা করার মাধ্যমে যে এর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তার প্রায় সবগুলি রচনায় জীবরানের চিন্তা ও স্টাইলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও দু'জনে পরস্পরকে জানতেন শুধুমাত্র চিঠির মাধ্যমে তাদের ভেতরে আকর্ষনীয় ও মনোমুগ্ধকর সাহিত্য রুচির বিনিময় হত এবং গভীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। প্রেমকে যারা খুব অন্তরঙ্গভাবে উপভোগ করে সেই সব মানুষের ভেতরে সেই সাদৃশ্য এবং বুঝাবুঝি বিরল, যা তারা অর্জন করেছিলেন বলে মনে করতেন। কায়রোতে তার বাড়ি পরিণত হয়েছিল মিশরীয় রাজধানীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের হৃদয় যা ছিল তার সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ এবং তার বিশাল আকর্ষণে তার মুস্তফা সাদেক আল রাফীই, ইসমাইল সাবরী, এডগার জাল্লাদ এবং আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ পর্যন্ত তার প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। এদের অনেকের কাছে তিনি ছিলেন 'শিল্প লক্ষ্মী' এবং উৎসাহদাত্রী। তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং বাকপটুতা ছিল অতুলনীয় যা তিনি লিখেছেন তার চেয়েও।[৭]

মে জিয়াদাহ এর আগ্রহ ছিল সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পাশাপাশি নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে নারীর ভোটাধিকারের জন্য হুদা সাহারাওই এর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আমার সুযোগ হয় তার এবং আন্দোলনে তার ভূমিকাকে তিনি নিশ্চিত করেন। মে নারী মুক্তি আন্দোলনের পেছনেই তার জীবনটা ব্যয় করেছেন। বলতে গেলে জীবনের বেশি সময়ই উৎসর্গ করেছেন তিনি এই কাজে।

মে জিয়াদাহ ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে চার জন প্রিয় মানুষকে হারান। তার পিতা-মাতা, বিশ্বস্ত বন্ধু ইয়াকুব আন্দুর রউফ এবং যাকে তিনি প্রকৃতই ভালবাসতেন সেই কহলীল জীবরান। এতগুলি প্রিয় মানুষের মৃত্যুজনিত লোক তিনি গভীরভাবে আক্রান্ত হন, যেমন তার চিঠিতে দেখা যায়; "এত যন্ত্রনায় আমি কখনো ভুগিনি। আমি কোন বইতে পড়িনি যে যন্ত্রনা মানুষের সহ্য ক্ষমতার ভেতরেই থাকে, যার ভেতর দিয়ে আমি গেছি।"[৮]

ফলে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় এবং তিনি দীর্ঘকালীন বিষন্নতার শিকার হন, যা অতিক্রম করতে তিনি ১৯৩২-৩৪ সালের ভেতরে উন্মত্তের মতো ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং ইটালী সফর করেন। ভ্রমনকালে তিনি বিদেশে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সে এক বিষন্ন ও করুণ কাহিনী। আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধানে লেবাননে ফেরার পর তাকে "আজ ফাওরিয়াহ মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয। এ সময় তার আংশিক মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে মাত্র এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন তার বন্ধু আমীন রায়হানী। তিনি আবার তাকে সাহিত্য বিষয়ক কর্মকান্ডে

Dhaka University Institutional Repository

ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন এবং তার উৎসাহেই মে জিয়াদাহ ১৯৩৮ সালের ২২ মার্চ বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ব বিদ্যালয়ে আরবের জীবন যাপন সম্পর্কে লেখকদের বানী শীর্ষক এক বক্তব্য দেন এবং তার পর থেকেই ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠেন। লেবাননকে তিনি খুব ভালবাসলেও তার হৃদয় পড়ে থাকত কায়রোতে। ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে তিনি কায়রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন এবং অল্প কিছু গুনগ্রাহী থাকা সত্ত্বেও নিঃসঙ্গ ও বন্ধুহীন অবস্থায় আড়াই বছর পর সেখানেই তিনি মরা যান।

তার রচনাবলীর ভেতরে রয়েছে বিভিন্ন গদ্য রচনা প্রবন্ধ, আলোচনা, অনুবাদ, দুটি আত্ম জৈবনিক রচনা, অল্প কিছু কবিতা, একটি সাময়িক পত্রিকা এবং চিঠি পত্র। বিশ শতকের আরবী সাহিত্যে তার স্থান এখনো পুরোপুরিভাবে চিহ্নিত হয় নি। কিন্তু এটা সহজেই বলা যায়, প্রকৃতার্থে তার চিত্রকলার উপর লেখাগুলোই তার জীবনের সবচেয়ে বড় কর্মকান্ড এবং বিশাল অর্জন।

তিনিই বিশ শতকের আরবি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ মহিলা গদ্যকার। মে জিয়াদাহ এর জীবন ও শিল্পকর্মকে পার্থক্য করা খুবই কঠিন। একজন কষ্ট পাওয়া নারী এবং একজন উদ্ভাবক এবং সৃষ্টিশীল মনের অধিকারী মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদিও শিল্পের সাধারণ ব্যাখ্যায় বলা যায় যে তার সময়ের ওয়ালি-উ-দদিন অথবা আব্বাস আল আক্কাদ এর মতো মোটেও কোন পেশাদার লেখক ছিলেন না এবং তিনি নির্ভর করতেন রচনার স্বতঃস্ফুর্ত এবং শুদ্ধতার উপর।

তার ক্লান্তিহীন জীবন, অভিজ্ঞতার জন্য আকাঙ্খা, প্রচলিত প্রথার প্রতি বিদ্রোহ, তার সময় ও পারিপার্শ্বের জন্য ছিল একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলোর যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগের ভেতর দিয়ে তিনি এগোচ্ছিলেন আধ্যাত্মিক নম্রতা ও বাস্তবতার ভেতরের মর্ম উপলব্দি করার শক্তির দিকে। বিশাল যন্ত্রণার অর্থই হচ্ছে বিশাল শুদ্ধতা।[৯]

পৃথিবীর দু'জায়গায় বসবাস করার পরও এই দুই লেবানীয়কে একত্রিত করেছিল যে প্রেম বন্ধন তা খুবই বিরলতম ঘটনা। এ সম্পর্কে শুরু হয়েছিল চিঠিপত্র লেখালেখির মাধ্যমে। তবে সনাতন পদ্ধতিতে এই প্রেম শুরু হলেও শুধুমাত্র চিঠিতেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা একে অন্যকে জানতেন বা চিনতেন শুধুমাত্র চিঠি বিনিময় ও পরস্পরের শিল্পকর্মের মাধ্যমে। কল্পনায় এবং স্বপ্নে ছাড়া তাদের কখনও সাক্ষাত ঘটেনি এবং এই প্রেমের ভিতর দিয়ে উভয়ই চিরস্থায়ী বাস্তবতার অনুসন্ধান করেছেন। জীবরান এবং মে এর পরস্পরকে লেখা প্রেম পত্রগুলো জীবরান বিশেষজ্ঞদের কাছে এক মূল্যবান সম্পদ। সে কারণেই ১৯৫৯ সালে এ্যাছেনী আর ফেরীজ প্রকাশ করেন 'কাহলীল জীবরান: এসেঞ্চ

Dhaka University Institutional Repository

পোট্রিট এবং ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় ভার্জিনীয়া হিলুর "বিলাভেড প্রফেট: দ্যা লাভ লেটার অব কহলীল জীবরান এন্ড ম্যারী হ্যাসকেল এন্ড হার প্রাইভেট জার্নাল"।[১০]

জিবরানের অনুভূতির ছায়ার উপর ফেলা এটা একটা নতুন আলো এত খোলাখুলিভাবে কখনোই নিজেকে ব্যাখ্যা করা হয় নি, যা চিঠিতে পাওয়া যায়। ম্যারী হ্যাসকেলকে লেখা জীবরানের চিঠিগুলোও আবেগে পরিপূর্ণ। যদিও তিনি হাসকেলকে ভালবাসতেন তবু তাদের সম্পর্ক ছিল পুরোপুরি অন্য প্রকৃতির। ম্যারী হ্যাসকেলের ভেতরে তিনি শুধু মাত্র মাতৃত্বের প্রকাশই লক্ষ্য করেননি, কবি ও চিত্র শিল্পী হিসাবে চূড়ান্তভাবে তার আর্থিক ও নৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন ও জীবরান অনুভব করতেন। তবে তাদের সম্পর্ক ছিল মুলত বুদ্ধিবৃত্তিক। ম্যারী হ্যাসকেল বা অন্যান্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ক জীবরান যেভাবে উপভোগ করেছেন সেই তুলানায় মে জিয়াদাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল সবদিক থেকেই একেবারে আলাদা। এ এমনই এক ভালবাসা যা কোন শ্রেণীতে বিভক্ত করা অসম্ভব। কারণ এটা ছিল আধ্যাত্মিক ও নিষ্কাম ভালবাসার উপাদানে পরিপূর্ণ। জীবরান এবং মে একত্রিত হয়েছিলেন সুফীবাদের আকাঙ্খার ভেতরে এবং ঐশ্বরিক আত্মার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য তারা সংগ্রাম করেছেন।[১১]

জিবরানের চিঠিতে বার বার "নীলশিখার" কথা বলা হয়েছে, যা তিনি মানুষের ভেতরে ঈশ্বরের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই শিখাই মে এর জন্য তার চিরস্থায়ী ভালবাসার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই দু'জন প্রেমিক প্রেমিকা যোগ দিয়েছেন একটা আধ্যাত্মিক মিছিলে যে মিছিলটা এসেছে সেই নীল শিখার প্রতি, যা কিনা বাস্তবতার শাশ্বত শিখা।

এটা হচ্ছে তা-ই- জীবরান যাকে বলেছেন মে এর জন্য আকাঙ্খা। তার ভালবাসা ব্যাখ্যা করার জন্য কোন শব্দের দরকার হয়না। কারণ তা ছিল একটা অচঞ্চল প্রার্থনাসঙ্গীত, যা রাতের নিরবতার ভেতরে শোনা যায় এবং সেখানে ধোয়াশা ও সব কিছুর জন্য রয়েছে নির্যাস। লেবানীয় হিসাবে আমেরিকায় অভিবাসীত হয়ে জীবরান যে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিচ্ছেদের কষ্ট ভোগ করেছেন তা ছিল একেবারেই শারীরিক ও মানসিক। তার আকাঙ্খা ছিল বিশ্বজনীন কর্ম শক্তির সঙ্গে নিজের কর্ম শক্তি ও জন্মস্থানের পুনঃমিলন ঘটানো, যেখান থেকে এগারো বছর বয়সে তার মূল উৎপাটন করা হয়েছিল।

নিজের দেশে থাকার সময়ও তিনি একই বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হন। আমেরিকায় তিনি নিজেকে দেখতেন একজন আগন্তুক হিসাবে এবং একটা চাকা হিসাবে যা অন্য চাকাগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হয়। যা তার প্রথম ইংরেজী রচনা দ্যা ম্যাডম্যান এর বর্ণনায় পাওয়ায় যায়। এই গ্রন্থের একমাত্র প্রকৃতস্থ ব্যক্তিই মুখোশটা সরিয়ে ফেলতে এবং সরাসরি বাস্তবতাকে দেখতে সক্ষম সেই ব্যক্তির মুখাবায়বে, যার

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীরা তাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে। জীবরানের আকাঙ্খাও দ্বিধান্বিত হয়েছিল চূড়ান্ত বাস্তবতার স্থায়ীত্বের, যার সঙ্গে মিলে মিশে তার মাতৃভূমি লেবাননের জন্য কাতরতা কিন্তু মে এর ভিতরে এমন একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান সব কিছুতেই যার আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় এবং জীবরানের আত্মতার পেছনেই ধাপিত হয়েছে।

জিবরান ও মে এর ভেতরে চিঠি লেখালেখি শুরু হয় ১৯১২ সালের দিকে এবং ১৯৩১ সালে পর্যন্ত তা অব্যহত থাকে, যে বছর জীবরান মারা যান। প্রথম দিকে বিশ শতকে আরবী সাহিত্যের এই দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের চিঠি লেখালেখি ছিল মূলতঃ সাহিত্য বিষয়ক মতামত আদান প্রদান প্রশংসা ও সমালোচনা। জীবরানকে চিঠি লেখার আগে মে তার রচনা ভালভাবেই পড়েছিলেন। তিনি ১৯১২ সালে প্রকাশিত জীবরানের আবরী উপন্যাস 'দ্য ব্রোকেন উইংস' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জীবরানের স্টাইলের প্রশংসা করতেও ভুলেন নি।[১২]

জিবরান অনুভব করেন যে, মানুষের আত্মউপলব্ধির পথ থাকে ভালবাসার ভেতরে। মে এসব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কারণ তিনি প্রাচ্য দেশীয় নারী হিসেবে সমস্ত সামাজিক বাঁধা নিষেধের আওতায় বসবাস করতেন এবং যা থেকে পালানোর কোন উপায় তার ছিল না। তারপরও মে অন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে সম্মান করতেন। কিন্তু তার নিজের সমাজের সূক্ষ্ম বন্ধনকে মোটেই অগ্রাহ্য করতে পারতেন না।

ক্রমশঃ বহুমত বিনিময়ের পর তাদের সম্পর্ক পরিবর্তিত হয় পারস্পরিক বোঝাবুঝি থেকে দৃঢ় বন্ধুত্বে। কিন্তু চূড়ান্ত ভালবাসার পরিণত হওয়ার আগে তাদের সম্পর্ক দোদুল্যমানতার শিকার হয়। তারপরও মে তার হৃদয়ের উপলব্ধির কথা বলতে অথবা আবেগপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে বারবার আক্ষেপ করেছেন। ফলশ্রুতিতে জীবরানের সঙ্গে একাধিকবার ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে এবং প্রতীকী ব্যাখ্যার মাধ্যমে পর পর অনেকগুলি চিঠি লিখে মে প্রকাশ করেছেন তার আবেগকেঃ

"তোমার প্রতি আমার আবেগোচ্ছ্বাসকে তুমি কি মনে কর? প্রকৃতপক্ষে আমি জানিনা এসবের মাধ্যমে আমি কি বোঝাতে চাই? কিন্তু আমি জানি তুমি আমার প্রিয়জন এবং আমি তোমার ভালবাসাকে শ্রদ্ধা করি। তবে স্ব-জ্ঞানে আমি বলছি যে, অল্প ভালবাসাই বিশাল এবং মহৎ দারিদ্র ও ক্লেশ ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং ভালবাসাহীন সম্পদের চেয়ে শুধু ভালবাসাও অধিক উত্তম। কোন সাহসে আমি তা বলি? এসব করে আমি তাদেরকে হারাব..... তা সত্বেও আমি তা করব। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমি সব কিছুই লিখছি। কিন্তু তা বলছিনা, কারণ তুমি যদি এখানে থাকতে তাহলে আমি সঙ্কোচে নিজেকে তোমার কাছ থেকে দীর্ঘ সময় দূরে সরিয়ে রাখতাম এবং আমার

Dhaka University Institutional Repository

কথাগুলো ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত পুনরায় আমাকে দেখার অনুমতি তোমাকে দিতাম না। তারপর তোমাকে লেখার জন্য নিজেকেই দোষী করছি। এজন্য লেখার ভেতরে আমি অতিরিক্ত স্বাধীনতা ভোগ করছি এবং আমি প্রাচ্যের শ্রদ্ধেয় পুরুষদের উচ্চারিত শব্দাবলী স্মরণ করছি, একজন যুবতী নারী কখনোই পড়বে বা লিখবে না এবং সেটাই হচ্ছে উত্তম। এ বিষয়ে এসে সন্দেহ আমার মুখোমুখি হয়। এর সঙ্গে কি বংশগতির কোন সম্পর্ক আছে অথবা তার চেয়েও অধিক গভীর কিছু? এটা কি? দয়া করে বল আমাকে এটা কি ? আমাকে বল আমি সঠিক পথে চলছি না ভুল পথে। কারণ আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি তুমি যা বল তাই। আমার পথ ভুল বা সঠিক যাই হোক না কেন আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ে পথ খুঁজে পেয়েছে এবং তোমাকে ঘিরে এর আবর্তিত হওয়া উচিত। নিজেকে ও তোমাকে রক্ষা করার জন্য দূরের দিগন্ত রেখার সুর্য ভাসছে এবং আগন্তুক মেঘের ভেতর অদ্ভুত আকারে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র আবির্ভূত হয়েছে যার নাম ভেনাস ভালবাসার সম্রাঙ্গী। আমি বিস্মিত হই যে, এই নক্ষত্র আমাদের মতো লোকদের প্রতিবেশী যারা ভালবাসার আকাঙ্খায় পরিপূর্ণ। এটা কখনোই হতে পারে না যে, ভেনাস আমার মতো এবং তারও নিজস্ব জিবরান আছে যে দূরে থাকে বাস্তবতার ভেতরে যার চমৎকার উপস্থিতি এবং সম্ভবত এই মুহূর্তে সে চিঠি লিখছেনা, সে দিগন্তে গোধূলী লগ্নে কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। এটা জেনে অন্ধকার অনুসরণ করবে দিনকে এবং দিন অনুসরণ করবে রাত্রিকে এবং এটা চলতে থাকবে তার প্রিয়জনকে দেখার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। সুতরাং গোধুলী লগ্নের এবং রাত্রির সমস্ত একাকীত্ব বুকে হেঁটে তার উপরে উঠে যায়। তখন সে কলম সরিয়ে রাখে এক পাশে এবং একটা নামের বর্মের পেছনের অন্ধকারের কাছে থেকে সে প্রত্যাখ্যাত হয় সেই নামটি হচ্ছে জিবরান।"[১৩]

জীবরানের চিঠি কখনোই সাধারণ ভালবাসার বিশেষণ সমৃদ্ধ ছিল না। তিনি মে কে চিঠি লিখেছেন মনে হয় নিজেকেই শোনাচ্ছেন, শৈশব,সপ্ন ও প্রাচ্যের জন্য তার আকাঙ্খার কথা। জীবরানের অনেক চিঠির পাশে আঁকা স্কেচ বা ড্রইং প্রমাণ করে যে, মে এর সাথে তার সম্পর্ক তিনি কত সহজ করে তুলেছিলেন, এবং মে তার কত কাছে ছিল। একইভাবে নিমন্ত্রণপত্র ও বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি পাঠাতেন মে কে এবংএর অর্থ হল, একটা তীব্র ধারণা দেওয়া যে, জীবরান কিভাবে দিনের পর দিন বসবাস করেছেন, কয়েক হাজার মাইলের দূরুত্ব থাকা সত্বেও। এই চিঠিগুলির সাহিত্য মূল্য কখনোই অগ্রাহ্য করার মত নয়। তবে এপর্যন্ত একটা অনুমান মৃদু বিতর্কের জন্ম দেয় এবং তাহল জিবরানের জন্ম তারিখ। তার জীবনীকারদের কেউ বলেছেন ১৮৮৩ সালে জানুয়ারী মাস, কেউ বলেছেন ডিসেম্বর মাস। তার জন্ম তারিখ নিয়ে এই জটিলতার বিষয়টি তিনি তার একটা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

"মে জিয়াদাহ এর ভেতরে জীবরান প্রাচ্যের গোপন মহত্বকে দেখতে পেয়েছিলেন। তার কাছে মে ছিলেন প্রাচ্য দেশীয় নারীত্বের প্রতিমূর্তি। যদি জীবরান মে এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার অবগুন্ঠন উন্মোচন করতেন তাহলে তার সেই সৌন্দর্য মহত্ব সম্ভবত বাতাসে উঠে যেত। বরং না দেখা হওয়ার কারণেই মে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জীবরানের স্বপ্ন ও বাস্তবতার ভেতরে নির্নিমেশে ছিলেন।"[১৪]

এতো গেল জিবরান, মে ও মেরী হ্যাসকেলের কথা। এ প্রসঙ্গে যার কথা উল্লেখ না করলেই নয়; তিনি হলেন আমীন রায়হানী। তিনি ছিলেন জিবরানের বন্ধু ও সহপাঠী। মে জিয়াদাহ ও মেরী হাসকেলের পর যাকে কেন্দ্র করে জিবরান চিঠিগুলো লিখেছেন তিনি হলেন আমীন রায়হানী। এন্থনী আর, ফেরীজ ১৯৫৯ সালে "Kahlil gibran: A self Portrait" নামে জিবরানের লেখা চিঠিপত্রের যে সংকলন বের করেন তার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে তার বন্ধু ও কলিগ, আমীন রায়হানীকে লেখা চিঠি।[১৫] আমীন রায়হানী (১৮৭৬-১৯৪০) লেবাননের রাজধানী বৈরুতের নিকটবর্তী "ফ্রেক" নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ বছর বয়সে তিনি আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেন। এরপর তিনি বহুবার নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসেন এবং সারা আরব জগত ঘুরে বেড়ান। তার সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে সোহেল বদি বলেছেন- "Like Gibran, Rihani wrote both in English and in arabic; besides a considarable body of manascript material which remains unpublished. He wrote extensively for Arab periodicals in the middle east and overseas. The English writings include verse translations of "The quatrains of Abul Ali (1903) and the Tuzuniat of Abul Ali (1918); and a chant of mystic (1921) a collection of essays, the path of vision (1921) a political tract, the descent Bolshevism (1920) three travel books, Ibn Sooud of Arabia. His people and his land(1928) Arabian peak and Desert (1930) and Around the Coasts of Arabia (1930), and a philosophical novel. The book of Khalid (1911)

In all his books, Rihanis motivation was the same: the promotion of peace and the eucouragement of valid understanding between East and West. An Arab with an intimate sympathitic knoledge of the west, he was peculiarly well fitted to undertake the role of cultural mediators a fact recoginzed by both partis when he was called upon to represent Arab interest at several international conferences.

The manuscripts and uncollected writings of Amieen Rihani have been made available by the Rihani fanily to the American Unversity of Beirut for Transcriptio, research and eventual publication.[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

আমি রায়হানীকে জিবরান পেয়েছিলেন জীবনের অকৃত্রিম বন্ধু সুহৃদ হিসাবে। তিনি অন্তরের সবটুকু মমতা দিয়ে তার কাছে কিছু পত্র লিখেন। এক্ষেত্রে তার সাতটি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। চিঠিগুলোর উদ্ধার তৎপরতা, জনাব রায়হানীর সাথে জিবরানের সম্পর্ক ও তার প্রতি লেখা চিঠির সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে Suheil Badi তাঁর "Unpublished Gibran letters to Ameen Rihani" নামক প্রবন্ধে বলেছেন-

"Since so few of Gibran's leters are in print. students of Gibran are exceedingly interested in filling the many gaps in his biography. Naturally any new-found letters are a welcome addition to what we have, for whatever light they shed on his life, mind and emotions. The following seven letters to Ameen Rihani, a Lebanese thinker and writer who also emigrated to the United States, are here with published in English for the first time. They were originally released in Arabic in 1965 by the Rihani Press as a collection of correspondence to and from Ameen Rihani.

These letters are of importance to Gibran scholars for number of reasons. The relationship between Gibran and Rihani is not and has not been very clear to biographers up until the present day. This correspondence indicates that they had a friendship of some intimacy and that Gibran looked up to Rihani somewhat as he might have to an older brother. Rihani's influence on the younger author is another matter which has been neither discussed in depth nor fully assessed. There is some refance to The Book of Khalid in these letters. This is a work by Rihani, published in 1911,which greatly influenced Gibran in his early years. This influence was twoenty old. Gibran was not only touched by Rihani thought. he participated in it to the extent that Rihani commissioned him to illustrate the book. This, of course, points to depth of artistic as well as personal and intellectual understanding between the two men. In addition to this. Khalid, the hero of Rihani's book, has many similarities to Gibran's Prophet. The Prophet was published in 1923, some twelve years after Rihani's book, and it is characterized by the same biblical style and mystical thought which inspired The Book of Khalid.

These letters clarify further another point which has been touched on by Gibran scholars: the nature of the poet's attachments to the East and to the West. He was

Dhaka University Institutional Repository

torn continually between a fascination for the excitement of life in America and a reverent longing for the peace and beauty of his homeland, which he calls the "most beautiful and sacred country in this world." He longed for a resolution of the conflict he felt, and for understanding between the East and the West. We know that in 1910 he met with Rihani and al-Huwayik in London to make plans for a cultural renaissance of the Aral world. They hoped to found an opera house in Beirut the outstanding feature of which was to be two domestic symbolizing the reconciliation between Christianity and Islam".[১৭]

যা হোক জিবরানের মেরী হ্যাসকেল, মে জিয়াদাহ ও আমীন রায়হানীকে লেখা চিঠেগুলো থেকে কিছু নমুনা পেশ করা হল। চিঠিগুলোতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর আলোকপাত করার চাইতে তাদের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে কবির দার্শনিকতাপূর্ণ সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের দিকটি। জিবরানের সুপরিচিত "The Prophet" The wonderar প্রভৃতি গ্রন্থ যে দার্শনিক ব্যঞ্জনা, কাব্যগুন ও হৃদয় স্পর্শী ইঙ্গিতময়তায় উজ্জ্বল তা তার এই চিঠিগুলো মধ্যেও নির্ভুলভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মে জিয়াদাহকে জিবরানের লেখা চিঠির নমুনা

নিউইয়ার্ক ২ জানুয়ারী ১৯১৪.....

প্রিয় মিস জিয়াদাহ[১৮]

নিরবে কয়েকটি মাস কেটে গেছে, না পেয়েছি তোমার চিঠি না আমার চিঠির উত্তর এবং এ সময়ে আমি অনেক কিছু চিন্তা করেছি। কিন্তু আমার কখনও মনে হয় নি তুমি অসৎ। কিন্তু এখন তুমি সেই অসততা অনুভব করছ তোমার আত্মায়। এটাই শুধু মাত্র সঠিক এবং যথাযথ যে আমার উচিত তোমাকে বিশ্বাস করা, কারণ তুমি যা বল তাই আমি বিশ্বাস করি এবং তাতে আমার আস্থা আছে অবশ্যই তুমি গর্ব করে বলতে পার 'আমি অসৎ' এবং তোমার গর্বকে তুমি ন্যায্য বলতে পার কারণ অসততাও একটি শক্তি যা ক্ষমতা এবং প্রভাবকে দিক থেকে ভালত্বের প্রতিপক্ষ। যাহোক তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে বলছি, তুমি কতটুকু অসৎ তা আমার কাছে কোন বিষয়ই নয়। আমি যতটুকু অসৎ তুমি তার অর্ধেকও নয়। আমি হলাম আতঙ্কের মতো অসৎ যা কিনা দোজখের ক্যারাভানে বসবাস করে। মে, আমি ব্লাক স্পিরিটের মত অসৎ যে দোজখের দরজা পাহারা দেয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তুমি তা বিশ্বাস করবে।

কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে 'অসৎ' শব্দটি ব্যবহার করেছ। তুমি কি দয়া করে এর একটা ব্যাখ্যা দিয়ে আমাকে চাঙ্গা করবে?

Dhaka University Institutional Repository

দয়া করে তুমি যে চিঠিগুলি লেখ আমি তার প্রত্যেকটির জবাব দিয়েছি এবং আমি নিয়মিত গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি তোমার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ যা তুমি দয়া করে আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বলেছ, সেখানে কি আমার কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে? তোমার মানসপটে কোন পাপকে প্রশ্রয় না দিয়ে তোমার যথাযথ শাস্তির ক্ষমতাকে আমার হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতে পার? তোমার সারল্য প্রশংসিত হয়েছে এবং আমি তোমার হাইসোসট্যসি[১৯] এ বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে, ভারতীয় ঈশ্বরী কালীর তরবারি এবং ভায়নার তীরগুলির সম্মিলনই হল গ্রীকদের ঈশ্বর উপাসনার আদর্শ।

এখন আমরা প্রত্যেকেই বুঝে গেছি অন্যের আত্মার ভেতরে কি অসততা আছে এবং এর প্রবণতা হচ্ছে মানুষকে যথাযথ শাস্তি দেওয়া। এসো আমরা আবার সেই সংলাপগুলি শুরু করি, যা আমরা দু'বছর আগে শুরু করেছিলাম। তোমার সবকিছু কেমন আছে এবং তোমার স্বাস্থ্য? তুমি কেমন আছ? কেমন উপভোগ করছ তোমার শারীরিক বলিষ্ঠতা, লেবাননে ওরা যেমন বলেছে। গত গ্রীষ্মে কি তোমার একটা হাত গ্রন্থিচ্যুত হয়েছে অথবা তোমার মা কি ঘোড়ায় চড়া থেকে তোমাকে বিরত রেখেছে যেন সুস্থ হাত দুটি নিয়ে তুমি মিশরে ফিরতে পার? আর এদিকে আমার স্বাস্থ্য বলতে গেলে ইতস্তত ভ্রমণরত মাতালের মতো। আমি গত গ্রীষ্ম কাটিয়েছি পাহাড়ের উচ্চতা ও সমুদ্রতীরের মাঝখানে, একবার এদিকে একবার ওদিকে এবং কাজ করতে করতে ও আমার স্বপ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিউ ইর্য়াকে ফিরেছি রোগা ও বিবর্ণ হয়ে ঐ সব অদ্ভুত স্বপ্ন আমাকে তুলে নিয়ে গেছে পাহাড়ের খুবই উঁচুতে, তারপর আবার নামিয়ে নিয়ে এনেছে উপত্যকার গভীরতা।

আমি খুবই খুশি হয়েছি যে তুমি আরবের শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা 'আল ফওনুন[২০] উৎকৃস্ট বলে বিবেচনা করেছ। এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হিসেবে তিনি বেশ মিষ্টি প্রকৃতরি যুবক, তার চিন্তা-ভাবনা স্পষ্ট এবং 'আলিফ'ছদ্মনামে প্রকাশিত তার কিছু মৌলিক কবিতা ও উপভোগ্য রচনার জন্য তিনি প্রশংসার দাবিদার। এই যুবকের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি শুধু ইউরোপীয়দের সব রচনাই পড়েন নি। তা যথাযথভাবে আত্মস্থ করেছেন, যেমন- আমাদের বন্ধু আমীন রিহানীর[২১] একটা নতুন ও দীর্ঘ উপন্যাস তিনি ধারাবাহিকভাবে ছাপতে শুরু করেন। অবশ্য উপন্যাসের অধিকাংশ অধ্যায়ই তিনি আমাকে পড়িয়েছেন এবং আমি দেখলাম সবগুলি অধ্যায় চমৎকার। আল ফাওনুনের সম্পাদককে জানিয়েছি যে তোমার উপর আমি একটা রচনা লিখব এবং তিনি আনন্দের সঙ্গে তা পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, আমি কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারি না, কিন্তু আমি গান ভালবাসি, যেমন ভালবাসি জীবনকে এবং আমি বিশেষভাবে সঙ্গীতের আদর্শ ও গঠন সম্পর্কে এবং আমার জ্ঞানকে আর গভীরতর করার জন্য এর ইতিহাস উদ্ভব এবং এর উন্নতির বিষয়ে জানতে আগ্রহী এবং আমি যদি টিকে থাকি তাহলে এসব বিষয় নিয়ে আরবী ও ফারসী গানের মিশ্রন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ রচনা লিখব। তবে এসব গানের পাশাপাশি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশীয় গানও আমি একই রকম ভালবাসি। এক সপ্তাহ ধরে একবার কি দু'বার অপেরা দেখতে যাওয়া ছাড়া বাকি সময়টা শুনেছি ইউরোপীয় সঙ্গীত, বিশেষ করে যা সিম্ফনি, সোনাটা ও কানতাতাস নামে পরিচিত- কারণ অপেরা তার সারল্য হারিয়েছে, যা আমার প্রকৃতির সঙ্গে মেলে এবং যা আমার পছন্দ ও অপছন্দের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা এবং এখন আমাকে বলতে দাও আমি কতখানি ঈর্ষান্বিত হয়েছি 'আউদ'(প্রাচ্য দেশীয় বীনা জাতীয় যন্ত্র)-এর প্রতি যা তুমি খুব কাছে থেকে ধরে রেখেছ এবং আমি প্রার্থনা করি আমার প্রশংসার শব্দগুলিসহ তুমি আমার নাম উচ্চারণ করতে থাক, যখন তুমি 'নাহাওয়ান্দ'[২২] এর সুর বাজাও তোমার 'আউদ' এর তারে। ওটা একটা সুর যা আমি ভালবাসি এবং এই সুরে নবী মুহাম্মদ[২৩] সম্পর্কে কারলিলি'র ব্যাখ্যাকৃত মতামত একই বলে আমি মনে করি।

যথেষ্ট দয়া পরবশ হয়ে একটু কি আমার কথা ভাববে, যখন তুমি স্ফিংসের রাজকীয় পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়াও। আমি যখন মিশর সফর করেছিলাম তখন সপ্তাহে দু'বার সেখানে যেতাম এবং সোনালী বালির ওপর বসে দীর্ঘক্ষণ আমার চোখকে স্থির করে রাখতাম পিরামিড ও স্ফিংস এর ওপর। সে সময় আমি আঠারো বছরের যুবক। শিল্পের এ রকম প্রকাশের মুখোমুখি আমার হৃদয় তখন ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে উঠত, যেমন ঝড়ের মুখোমুখি শিউরে উঠে নলখাগড়া। স্ফিংস আমার দিকে তাকিয়ে হাসত আর আমার হৃদয় ভরে উঠত মধুর দুঃখবোধ ও আকস্মিক তীক্ষ্ম বেদনার আনন্দে।

তোমার মতো আমিও ড. সুমাইয়েল'[২৪] এর একজন গুণগ্রাহী। লেবানন যে অল্প কয়েকজন লেখকের জন্ম দিয়েছে তিনিও তাদের মধ্যে একজন যিনি নিকট প্রাচ্যে নতুন রেনেসার উদ্ভব ঘটাতে পারেন এবং আমি মনে করি মিশর ও সিরিয়ার 'ন্যায়নিষ্ঠ ও সুফীদের প্রভাবকে পালটা আক্রমণ করতে প্রাচ্য দেশে তার মতো একজন মানুষের ভীষণ প্রয়োজন। তুমি কি খায়রুল্লাহ ইফেন্দি খায়রুল্লাহ'র 'করাসী গ্রন্থটি পড়েছ'[২৫] যদিও আমি বইটি দেখিনি কিন্তু আমার বন্ধু জানিয়েছে, এই গ্রন্থে তোমার ও আমার ওপর আলাদা অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং তুমি দুই কপি পেলে আমাকে এক কপি পাঠিও। ঈশ্বর তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। এখন মধ্যরাত, সুতরাং শুভরাত্রি এবং ঈশ্বর আমার জন্য তোমাকে রক্ষা করুন।

একান্তভাবে তোমার
জিবরান খলীল জিবরান

Dhaka University Institutional Repository

নিউ ইর্য়ক ২৪ জানুয়ারী, ১৯১৯.....

প্রিয় মিস জিয়াদাহ,

তোমার সুন্দর ও চমৎকার মানসিকতা নিয়ে তুমি শান্তিতে থাক। আজ আমি 'আল-মাকতাতাফ'[২৬] এর সংখ্যাগুলো পেয়েছি, যা তুমি দয়া করে আমাকে পাঠিয়েছ এবং আমি তোমার রচনা বিশাল আনন্দ ও সীমাহীন প্রশংসার সঙ্গে একটার পর একটা পড়েছি। আমি দেখতে পেলাম তোমার রচনায় সেইসব প্রবণতা ও অনুরাগের তত্ত্বাবধায়ক, যা দীর্ঘকাল ধরে আমার চিন্তাকে ঘিরে রেখেছে এবং অনুসরণ করেছে আমার স্বপ্নগুলোকে। যাহোক অন্য তত্ত্ব ও আদর্শও সেখানে রয়েছে যা তোমার মুখোমুখি আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। যদি আমি এখন কায়রোতে থাকতাম তাহলে তোমার কাছে প্রার্থনা করতাম তোমাকে দেখার ও বিস্তারিত আলোচনা করার অনুমতি চেয়ে। বিষয়গুলি যেমন 'স্থানের মানসিকতা', মন ও হৃদয় এবং হেনরি বার্গসনের[২৭] বিভিন্ন বিষয়ে। কিন্তু কায়রো হচ্ছে সেই দুরবর্তী প্রাচ্য এবং নিউইয়র্ক হচেছ সেই দুরবর্তী পাশ্চাত্য, সুতরাং আমার আশা ও ইচ্ছা অনুযায়ী আলোচনার কোন পথ নেই। তোমার রচনা তোমাকে উৎকৃষ্ট প্রতিভাবান হিসেবে তুলে ধরেছে। এমন কি তোমার রচনা সুখপাঠ্য এবং বিষয় নির্বাচন ও তা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে রয়েছে শুদ্ধতার ছাপ। এছাড়া এই রচনাগুলিতে পরিস্কারভাবে তোমার ব্যক্তিগত ও গোপন অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে, আর সে কারণেই তোমার গবেষণা আরবি ভাষার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সম্পদ। আমি মনে করি অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত বিশ্বাস সব ধরনের জ্ঞান এবং রচনার চেয়ে উৎকৃষ্টতর।

যাহোক, আমার একটা প্রশ্ন আছে, আশা করি তুমি তা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দেবে। প্রশ্নটি হলোঃ সম্ভবত সে রকম দিন কি আসতে পারে না যখন তোমার এই বিখ্যাত মেধা উৎসর্গীত হবে তোমার অন্তরাত্মার গোপনীয়তাকে ব্যাখ্যা করতে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলি এবং আত্মার পবিত্র রহস্যসমূহ। এগুলি সৃষ্টিশীলতার ভান নয়, বরং সেই সব অধ্যয়নের চেয়ে অধিক স্থায়ী যা কিনা সৃষ্টিশীল। তুমি কি দেখোনি,গদ্য বা কবিতার ওপর থিসিস রচনার চেয়ে গদ্য বা কবিতা লেখা অনেক উত্তম। উদাহরণ হিসেবে বলি, তোমার একজন ভক্ত হিসেবে মিশরীয় চিত্রকলার ইতিহাস এবং যুগ থেকে যুগে ও সম্রাজ্য থেকে সম্রাজ্যে এর উন্নয়ন সম্পর্কে তোমার লেখা পড়ার চেয়ে আমি বরং স্ফিংসের হাসির ওপর লেখা তোমার একটি কবিতা পড়ব। কারণ স্ফিংস এর হাসির ওপর লেখা কবিতাতে তুমি আমাকে যা উপহার দেবে তার কিছুটা ব্যক্তিগত, অথচ মিশরীয় চিত্রকলার ইতিহাসের ওপর লেখা থিসিসের মাধ্যমে তুমি আমাকে পরিচালিত করবে সর্বজনীনতার দিকে এবং তা পুরোপুরিভাবে বৃদ্ধিবৃত্তিক।

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, মিশরীয় চিত্রকলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে ব্যক্তিগত ও বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতাগুলি প্রদর্শন করা তোমার ক্ষমতা অনুযায়ী অসাধ্য নয়, তা সত্ত্বেও আমি অনুভব করি যে, চিত্রকলা হচ্ছে এক ধরনের অভিব্যক্তি যা একজনের আত্মার ভেতরে ভাসে, চলাফেরা করে এবং হয়ে ওঠে।

আমি যা বলেছি তা কিছুই নয়, তবে চিত্রকলার নামে একটা আবেদন মাত্র। আমি তোমার কাছে আবেদন করি কারণ আমি তোমার সেই সব মোহময় জগতকে আক্রমণ করতে চাই যেখান তুমি খুঁজে পাবে সাফো, এলিজাবেথ ব্রাউনিং,[২৮] অলিভ স্কেইনার[২৯] এবং তোমার অন্যান্য ভগনীদের পৃথিবী ও স্বর্গের মাঝখানে হাতির দাঁত ও সোনার তৈরী মই রয়েছে যাদের। দয়া করে নিশ্চিত কর যে, তুমি আমার প্রশংসা গ্রহণ করেছ এবং দয়া করে আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমাকে আমার জন্য রক্ষা করুন।

একান্তই তোমার

জিবরান কহলীল জিবরান।

নিউ ইয়ার্ক ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯১৯.....

প্রিয় মিস মে,

তোমার চিঠি আমাকে হাজার বসন্ত ও হাজার শরতের স্মৃতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেল এবং আমি দেখতে পেলাম নিজেকে আর একবার সেইসব প্রেতাত্মার মুখোমুখি যারা অদৃশ্য এবং দ্রুত নিরবতার ভেতরে আত্মগোপন করে যেমন আগ্নেয়গিরির লাভা নির্গত হয়েছে ইউরোপ[৩০] কী দীর্ঘ আর গভীর এই নিরবতা।

আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি জানো যে, আমাদের অধিক বিস্মিত কথপোকথনের ভেতরে আমি সান্ত্বনা, সঙ্গ এবং স্বস্তি খুঁজতে অভ্যস্ত এবং তুমি জানো আমি প্রায়ই নিজেকে বলি; সেখানে, সেই দুরবর্তী প্রাচ্যে একজন তরুণী, যে অন্য তরুণীদের মতো নয়, যে মন্দিরে প্রবেশ করেছেন তার জন্মেরও আগে, দাঁড়িয়ে আছে পবিত্রতার পবিত্রতমতার ভেতরে এবং জানতে এসেছে উচ্চতম ও মহত্ত্বম শ্রেণীর গোপনতা, সূর্যোদয়ের দানব যাকে পাহারা দেয়। সে আমার দেশ ও মানুষকে তার দেশ ও মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেছে তুমি কি জানো আমি আমার কল্পনার কর্ণকুহরে ফিস ফিস করে এই কথা বলতে অভ্যস্ত- আমি তোমার চিঠি পেয়েছিলাম। যদি তুমি তা জানো তাহলে কখনই তুমি চিঠি লেখা বন্ধ করবে না, অন্যদিকে তুমি হয়তো জানো না, সে কারণেই চিঠি লেখা বন্ধ করেছ। একটা সিদ্ধান্ত সর্বাংশেই বিচক্ষণতা ও উত্তম রায়বিহীন হতে পারে না।

স্বর্গ জানে স্ফিংসের ওপর লেখার বিষয়ে আমি কোন ঝামেলা করি নি। আল ফস্তনুন এর মালিকের কি অবিশ্রান্ত চাপ-ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন। কবির কাছে থেকে লেখা

Dhaka University Institutional Repository

আদায় করা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিশেষ করে সেই সব ছোট ছোট দল, যারা এর প্রেরণার অনুসন্ধান করছে জীবন যা পরামর্শ দেয় তার কাছ থেকে এবং তুমিও সেই দলের। তারপরও আমি জানি চিত্রকলা চাহিদা তৈরী করে, যদিও চাহিদা চিত্রকলা তৈরী করতে পারে না এবং সেখানে কিছু বিষয় সংক্রান্ত পরামর্শের ভান থাকে, শিল্পীর বিষয় হিসেবে যা স্বকীয় উৎকর্ষতা হ্রাস করে। আর তুমি লিখেছিলে 'এ মূহূর্তে স্ফিংসের ওপর কোন রচনা লেখার উৎসাহ বোধ করছি না।' আমি উল্লসিত হয়েছি: বাহ! মে বেশ প্রকৃত শিল্পীর মেজাজ রপ্ত করেছে। মূল কথা হল আমি তোমাকে উৎসাহিত করব স্ফিংসের হাসির ওপর একটা কবিতা লিখতে, তারপর মে এর হাসির ওপর আমি একটি কবিতা লিখব এবং তার হাসির ছবি যদি পাই তবে আজই লিখব। কিন্তু অবশ্যই আমি মে এর হাসি দেখতে মিশর সফর করব। একজন নারীর হাসি সম্পর্কে একজন কবি কি বলতে পারে? মোনালিসার বিষয় সম্পর্কে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কোন শেষ কথা কি ছিল না? তা সত্বেও লেবানীয় তরুণীর হাসিতে একটা গোপনীয়তা আছে, যা অন্য কেউই নয় শুমাত্র একজন লেবানীয়ই তা উপলব্ধি ও বর্ণনা করতে সক্ষম অথবা এটা একজন নারী-হোক সে লেবানীয় বা ইতালীয়, যে ওষ্ঠের দ্বারা তৈরী সেই সুকুমার প্রেতের পেছনে অনন্তকালের পোগনীয়তাকে লুকানোর জন্য হাসছে।

দ্য ম্যাডম্যান- দ্য ম্যাডম্যান সম্পর্কে আমার কি বলার আছে? তুমি বল যে, ওখানে একটা নিষ্ঠুরতার উপাদান আছে, এমনকি একটা অন্ধকার ক্যারাভানের উপাদান। কিন্তু আগে আমি কখনই এ ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি হই নি, যদিও আমি আমেরিকা ও ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সেইসব সংবাদপত্র ও পত্র পত্রিকা প্রচুর পড়েছি, সেখানে এই ক্ষুদ্র বইটি সম্পর্কে অকেন কিছুই বলা হয়েছে। অদ্ভুত বিষয় হল পাশ্চাত্যের অধিকাংশ লেখকই যে অংশ দুটোর প্রশংসা করেছে তা হচ্ছে 'মাই ফ্রেন্ড' এবং 'দ্য স্লিপ-ওয়াকারস।' কিন্তু তুমি আমার বন্ধু তুমি এই লেখায় নিষ্ঠুরতা দেখতে পেয়েছ। কি লাভ যখন একজন মানুষ সারা পৃথিবীর অনুমোদন পায় এবং মে এর অনুমোদন হারায়। পাশ্চাত্যবাসীরা ম্যাডম্যান ও তার স্বপ্নের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দিত। কারণ তারা নিজেদের স্বপ্ন নিয়ে বিরক্ত। আর এই বিরক্তির জন্য অচেনা ও অদ্ভুত বিষয়ের প্রতি তাদের দূর্বলতা, বিশেষভাবে যদি তা হয় প্রাচ্যদেশীয় পোষাকে সজ্জিত। কিন্তু ঐ সব নীতিকথামূলক গল্প ও গদ্য কবিতাগুলি 'আল ফন্তুনুন' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তারা এমন একজন লেখককে দিয়ে তা অনুবাদ করিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষায় সূক্ষ্ম জ্ঞানের চেয়ে আমার প্রতি যার ভালবাসা প্রবল।

ম্যাডম্যান সম্পর্কে তোমার মন্তব্যের ভেতরে ব্যবহৃত 'বিরক্তি' শব্দটি আমি লালকালি দিয়ে বৃত্তাবদ্ধ করেছি । কারণ তুমি যদি আমার 'দ্য স্লিপ ওয়াকারস' গল্পটি এবং

Dhaka University Institutional Repository

'ইয়েসটারডে' ও টুমোরো'-এর মা এবং মেয়ের বক্তব্যে আরোপিত গুণ বা ধর্ম সম্পর্কে মনোযোগী হতে তাহলে 'বিরক্তি' শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করতে নয় কি?

আমার আত্মার ক্যারাভান (এক সঙ্গে গমনকারী মরুযাত্রী দল) সম্পর্কে কি বলব আমি? ঐ ক্যারাভান তোমাকে আতঙ্কিত করে, সুতরাং সেখানে তোমাকে আমি নিতে চাই না, বিশেষ করে যখন আমি ভ্রমণরত মানুষের মতো সারিবদ্ধ ফুলের বাগান এবং অতিরিক্ত বেড়ে ওঠা বনভূমিতে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়েছি। আমি আমার আত্মার ক্যারাভানে তখনই ফিরে যাই, যখন আমার মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেবার মতো কোন জায়গা খুঁজে পাই না এবং যাদেরকে আমি ভালবাসি তাদের কেউ কেউ এই ক্যারাভানে প্রবেশ করলে কিছুই খুঁজে পাবে না, শুধু দেখতে পাবে একজন মানুষ হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে প্রার্থনা করছে।

দ্য ম্যাডম্যানের তিনটি ইলাসট্রেশন (চিত্র বা নকশা) তোমার অনুমোদন পাওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। এটা নির্দেশ করে যে, তোমার দুই চোখের মাঝখানে একটা তৃতীয় (অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন) চোখ আছে। আমি সব সময়ই জানি তোমার কানের পেছনেও একটা কান আছে, যা নিরবতার মতো সেইসব চমৎকার শব্দ শুনতে পায়, যেসব শব্দ ঠোঁট বা জিভ তৈরী করে না, কিন্তু তা সেই অজানা ও দূরবর্তী পৃথিবীর, যা নির্গত হয় পেছনের জিভ বা ঠোঁট থেকে- আনন্দ, বেদনা ও আকাঙ্খার মধুর নিঃসঙ্গতার শব্দ।

যখন আমি ঘোষণা করি; যারা আমাদের বোঝে এবং কিছু আয়ত্ব করে আমাদের কাছ থেকে, যা তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কাউকে পছন্দ করি কিনা, যে আমাকে বোঝে? না, না, আমি চাই না কোন মানুষ আমাকে বুঝুক, যদি তার বোঝাবুঝি সেইভাবে উত্তরাধিকার দান করে আমার আধ্যাত্মিক দাসত্বকে। অনেক মানুষই রয়েছে যারা কল্পনা করে যে তারা আমাদের বোঝে, কারণ এক জীবনে যে অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে তারা তার সঙ্গে আমাদের বাইরের আচরণে সাদৃশ্য খুঁজে পায়।

এটাই যথেষ্ট নয় (তাদের জন্য) দাবী করার জন্য যে আমাদের গোপনীয়তা তারা জানে- যে গোপনীয়তা রয়েছে আমাদের ভেতরে এবং আমরা নিজেরাই তা জানি না- কিন্তু তারা অবশ্যই আমাদেরকে সংখ্যায় চিহ্নিত করে, লেবেল এঁটে দেয় এবং বিভিন্ন স্তরে আমাদেরকে তুলে রাখে, যা গঠন করে তাদের চিন্তা ও ধারণা, যেমন একজন কেমিষ্ট ওষুধ ও পাউডারভর্তি বোতলগুলি নিয়ে যা করে। একজন লেখক দাবি করে যে, তোমার কিছু কিছু লেখায় আমাকে অনুকরণের ছাপ রয়েছে সে কি সেইসব লেখকদের একজন নয় যারা দাবি করে আমাদের গোপনীয়তা জানে এবং বোঝে? যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে তাকে বোঝানো অসম্ভব যে, স্বাধীনতা হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যেখানে সব আত্মাই সামনের দিকে এগোয় এবং ওক ও উইলো একে অন্যের ছায়ায় বাড়ে না। চিঠির শুরুতে যা বলতে চেয়েছিলাম, সে সম্পর্কে একটা শব্দও না বলে এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

একজন কি এই মৃদু ধোঁয়াশাকে ধাতু, পাথর বা কাঠের মূর্তি অথবা কোন ভাস্কর্যের আদলে রূপান্তরিত করতে সক্ষম? কিন্তু লেবানীয় তরুণীর যে কিনা যাবতীয় শব্দের উৎসের বাইরের শব্দও শুনতে পায়,ক বোধশক্তি দ্বারা উভয় আদলেই সেই ধোঁয়াশার ভিতরেও সে উপলব্ধি করবে। তোমার চমৎকার এবং মহৎ ও পবিত্র হৃদয় নিয়ে তুমি শান্তিতে থাক। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

একান্তই তোমার

জীবরান কহলীল জীবরান।

নিউইর্য়ক ১০ মে, ১৯১৯.....

প্রিয় মিস মে,

'দ্য প্রসেশনস'[৩১] এর প্রথম যে কপিটি আমি পেয়েছি তা চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত করলাম। এখানে তুমি দেখতে পাবে কটা স্বপ্ন, যার আদর্শ ছিল অর্ধেক ধোঁয়াশাচ্ছন্ন এবং অর্ধেক সুস্পষ্ট। এর কিছু যদি তোমার পছন্দ হয় তাহলে তোমার অনুমোদন রূপ নেবে লাবণ্যময় বাস্তবতা, আর যদি অনুমোদন না পায়, তাহলে ধোঁয়াশার ভেতরে তার সমগ্রতা পূর্বাস্থায় ফিরে যাবে।

তোমার সত্তাকে হাজার শুভেচ্ছা ও অভিবাদন এবং ঈশ্বর তোমাকে পাহারা দিন ও রক্ষা করুন।

একান্তই তোমার

জীবরান কহলীল জীবরান।

নিউ ইয়র্ক ১১জুন ১৯১৯.....

প্রিয় মিস মে,

দীর্ঘ ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে তোমার তিনটা চিঠি এবং 'আল মাহরউসাহ'[৩২] পত্রিকায় প্রকাশিত তোমার চমৎকার লেখাটি পেলাম। আমার কাজের লোকের কাছে জানলাম এই চিঠিগুলি (যা আমার কাছে সম্পদের সম্পদ- কোষাধ্যক্ষের কোষাগার) এক সঙ্গে এসেছে চারদিন আগে। এতে মনে হয়, মিশরীয় পোস্ট অফিস সম্প্রতি চিঠি বিলি করা বন্ধ করেছে, বাইরে থেকে আসা চিঠিগুলো বিলি না করে ফেলে রাখছে তারা।

টেবিলে আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকা অন্যান্য চিঠিগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সারাদিন কাটালাম তোমার কথা শুনে, যে উচ্চারণ মধুরতা এবং কঠোরতার তিরস্কারের ভেতরে পর্যায়ক্রমিকভাবে আবর্তিত হয়- কঠোর তিরস্কার' এজন্যে বলছি যে,

Dhaka University Institutional Repository

তোমার দ্বিতীয় চিঠিতে কিছু পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করেছি যেখানে আমার অনুমোদন ছিল আমার সুখী হৃদয়কে বিষণ্ন করে তোলার। কিন্তু কিভাবে আমি নিজেকে অন্যদিক থেকে আসা মেঘমুক্ত ও তারাচ্ছন্ন আকাশের আপাতদৃশ্যমান মেঘের ওপর বসবাস করতে দিই এবং কিভাবে আমার চোখকে ফুল ফুটে থাকা গাছের ওপর থেকে সরিয়ে তারই শাখার ক্ষুদ্রতম ছায়ার দিকে তাকাতে দিতে পারি এবং আমি কিভাবে মহামূল্যবান পাথরে ভর্তি সুগন্ধী হাতের কোমল ছুরিকাঘাতকে প্রতিবাদ করতে পারি?

আমাদের কথপোকথন-পাঁচ বছরের নিরবতা থেকে যাকে আমরা মুক্তি দিয়েছি তা কখনই দোষারোপ বা পালটা অভিযোগে পর্যবসিত হতে পারে না। সে কারণে তুমি যা বল তাই আমি মেনে নিই এই বিশ্বাসে, যে সাত হাজার মাইল দূরত্ব আমাদেরকে আলাদা করে রেখেছে তাতে আর নতুন করে এক ইঞ্চি দূরত্বও যোগ হবে না। যদিও ঐ দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। কোন সেই ঈশ্বর ঝোঁকের বশে আমাদের ভেতরে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ সঞ্চার করেছেন, সেই সুন্দরের জন্য আমাদের যে, আকাঙ্খা তার উৎসই বা কি এবং যার জন্য আমরা তৃষ্ণার্ত তা হচ্ছে অন্তহীনা। বন্ধু, আজকাল ব্যাথা, বিভ্রান্তি, কাঠিন্য এবং বাধার যথেষ্ট সুন্দর পন্থা রয়েছে। আমার মত হচ্ছে একটি ধারণা একটি চূড়ান্ত অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে এবং উপাদানিকতা হচ্ছে একটি গ্রন্থের একটি শব্দ অথবা বাক্যবন্ধ অথবা একটি চিঠিতে একটা পর্যবেক্ষণকে তৈরী করার কার্যকারিতার মতো অনক্রম্য। সুতরাং এসো আমাদের পার্থক্যগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখি- যার অধিকাংশই হচ্ছে মৌখিক- এসো আমরা সেগুলি একটা মজবুত সোনার বাক্সের মধ্যে জমা রাখি এবং তা ছুঁড়ে ফেলি হাসির সমুদ্রে।

মে, কি মিষ্টি এবং অনন্দদায়ক তোমার চিঠিগুলো। ওরা অমৃতের নদীর মতো পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসে এবং গান গাইতে গাইতে চলে যায় আমার স্বপ্নের উপত্যকার ভেতর দিয়ে। অবশ্য তারা অর্ফিয়ূসের বীনার মতো, যা সেই সব বিষয়কে আকর্ষণ করে যে গুলি দূরের এবং অগ্রবর্তী বিষয়, যেগুলি কাছের এবং এর মোহিত করা প্রতিধ্বনি পাথরকে উজ্বল বাতিতে পরিণত করে আর বৃক্ষশাখা নাড়ার ডালপালা। যেদিন তোমার একটা চিঠি আসে সেদিন একবারে তিনখানা চিঠি কি বলবো তোমাকে বলো। অবশ্য এরকম দিনে সুউচ্চ মিনারের শহর ইরাম[৩৩]-এর রাস্তার যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে ও আনন্দে ভেসে বেড়ানোর সময়ের পথকে আমি পরিত্যাগ করি।

কিভাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই এবং কিভাবে আমাদের কথপোকথন চালাই, যখন আমার হৃদয় জুড়ে আছে এমন কিছু যা কালিতে লেখা সম্ভব নয়, যদিও আমাদের কথপোকথন অবশ্যই চালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তুমি কি বুঝতে পার কি কি না বলার রয়ে গেছে?

Dhaka University Institutional Repository

তুমি পথম চিঠিতে বলেছ যে, আমি যদি আমেরিকায় থাকতাম তাহলে তোমার স্টুডিওতে যেতাম।

আমার স্টুডিও হচ্ছে আমার মন্দির বন্ধু, ওটা আমার যাদুঘর, আমার স্বর্গ এবং আমার নরক্ এটা একটা অরণ্য যেখানে জীবন জীবনকে উচ্চঃস্বরে ডাকে এবং আমর সঙ্গে এক মরুভূমি এর অস্পষ্টতার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে, কোন কিছুই দেখছে না, কিন্তু দেখছে বালির সমূদ্র এবং একটি ইথারের (আলোক তরঙ্গ প্রেরণের কল্পিত মাধ্যম) সমুদ্র। প্রিয় বন্ধু, আমার এমন একটা ঘর যার দেয়াল এবং ছাদ নেই। এই স্টুডিওতে অনেক কিছুই রেখেছি যা আমি সযত্নে লালন করি। আমি (নির্দিষ্টভাবে)ভালবাসি প্রাচীন বস্তুসমূহ। এই স্টুডিওর এক কোণায় অতীত যুগের সামান্য কিছু বিরল ও মূল্যবান জিনিসের সংগ্রহ রয়েছে যেমন- মিশর, গ্রীস এবং রোমের কিছু মূর্তি এবং কিছু শ্লেট পাথর রয়েছে। এছাড়া আরও রয়েছে ফিনিসীয় গ্লাস, পার্সিয়ান মৃৎশিল্প, প্রাচীন কিছু গ্রন্থ, ফরাসী এবং ইতালীয় কিছু পেন্টিং এবং কিছু বাদযন্ত্র-যা তাদের নীরবতার ভেতরেও কথা বলে। কিন্তু আমাকে অবশ্যই একটা কালো পাথরের ক্যালডীয়' মূর্তি সংগ্রহ করতে হবে। ক্যালডীয়দের সব কিছুর জন্যই আমার বিশেষ ভালবাসা রয়েছে তাদের পুরাণ কাহিনী, কবিতা, তাদের প্রার্থনা, তাদের জ্যামিতি, এমনকি সময়ে সূক্ষ্মাতিসুক্ষ হিসাব যা তারা চিত্রকলা ও হস্ত শিল্পের পেছনে ফেলে এসেছে। এই সব নিশ্চল দূরত্ব ও রহস্যময় স্মৃতি আমার ভেতরে আমাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে চলে যাওয়া দিনগুলো কাছে এবং অনুমতি দিচ্ছে ভবিষ্যতের জানালার ভেতর দিয়ে অতীতকে দেখতে। আমি প্রাচীন জিনিস ভালবাসি এবং তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে, কারণ তারা হচ্ছে মানবের চিন্তার ফল (অথবা ফসল), যারা হাজার পদাঘাতের শোভাযাত্রায় কুচকাওয়াজে করছে অন্ধকারের বাইরে এবং আলোর ভেতরে সেই অন্তহীন ভাবনা, যা কিনা ছায়াপথ ধরে উদিত হওয়ার জন্য আমাকে ডুবিয়ে দেয় সমুদ্রের গভীর তলদেশে।

যেমন তোমার বক্তব্য, 'কত সুখী তুমি, যে নিজের শিল্পের ভেতরে পরিতৃপ্তি খুঁজে পাও'-একথা আমাকে দীর্ঘ সময় ভাবিয়েছে। না মে, আমি সুখীও নই, তৃপ্তিও খুঁজে পাই না। আমার ভেতরে কিছু আছে যা কখনই তৃপ্ত হতে পারে না, কিন্তু লালসার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। কিছু একটা আছে যা কখনই সুখী হতে পারে না, কিন্তু তা কৃপণতাও নয়। আমার গভীরে রয়েছে ক্রমাগত ধুক্‌ধুকানি ও এক অবিরাম যন্ত্রণা এবং কোনটাই আমার পরিবর্তন করার কোন ইচ্ছে নেই-এরকম দুরাবস্থায় থাকা কোন মানুষ সুখ কি তা জানে না এবং স্বীকৃতি দিতে পারে না পরিতৃপ্তিকে, কিন্তু সে কোন অভিযোগ করে না, কারণ অভিযোগের ভেতরে এক ধরনের আয়েশ আছে এবং তা সীমা অতিক্রম করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি কি তোমার এই বিশাল মেধা নিয়ে সুখী এবং পরিতৃপ্ত? আমাকে বল মে, তুমি কি সুখী এবং তৃপ্ত? আমি প্রায় তোমার ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছি; না সুখীও নই, পরিতৃপ্তও নই।' পরিতৃপ্তও নই।' পরিতৃপ্তি হচ্ছে সন্তুষ্টি-আর সন্তুষ্টি হচ্ছে সীমাবদ্ধ -অথচ তুমি সীমাবদ্ধ নও। সুখী হওয়ার জন্য এ রকম সীমাবদ্ধতা আসে যখন কেউ একজন জীবনের মদ্য পান করে মাতাল, কিন্তু যার কাপ সাত হাজার লীগ গভীর এবং হাজার লীগ প্রশস্ত, সে কখনও জানে না সুখ কি, যদি না জীবন তার কাপে অন্তহীনতা হয়ে ঝরে পড়ে। এটা কি তোমার নিজস্ব কাপ নয় মে, হাজারে একটি এবং এক লীগ গভীর?

আমার মনের অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে কি বলবো? দু' এক বছর আগেও আমার জীবন সুখ ও শান্তিহীন ছিল না-কিন্ত আজ প্রশান্তি রূপান্তরিত হয়েছে গোলমালে এবং সুখ রূপান্তরিত হয়েছে বিবাদে। লোকজন আমার দিন ও রাত্রিকে গোগ্রাসে গিলে ফেলেছে এবং তাদের উচ্চাকাঙ্খা ও নম্রতা দিয়ে প্লাবিত করছে আমার স্বপ্নকে। অধিকাংশ সময়ই আমি এই শহর থেকে পালিয়ে গেছি, যা আমাকে নিয়ে গেছে দূরের গন্তব্যের অর্থাৎ আমি আমার আত্মাকে চড়িয়ে দিতে পারি জনগণের কাঁধে এবং আমার আত্মার উপর প্রেতাত্মাকে। আমেরিকানরা হচ্ছে পরাক্রমশালী, তারা ক্লান্তিহীন, অনড়, নিরবচ্ছিন্ন, নিদ্রাহীন, এবং স্বপ্নহীন। যদি তারা কাউকে ঘৃণা করে তবে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। তাই নিউইয়র্কে কাউকে বসবাস করতে হলে তার উচিত একটা ধারালো তরবারি সঙ্গে রাখা কিন্তু মধুভর্তি তরবারি কোষে রাখা তরবারি তাকেই শান্তি দেয় যে সময়কে খুন করতে পছন্দ করে এবং সে-ই মধু থেকে তুষ্ঠি লাভ করে যে ক্ষুধার্ত।

সেই দিন আসবে যখন আমি পূর্বের দিকে পালাব। মাতৃভূমির জন্য আমার আকাঙ্খা আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে এবং এটা হয়েছিলো আমার চারপাশের খাঁচার জন্য নয়, সেই বাধাগুলি যা আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি। কিন্তু কোন মানুষটির পাথর নির্মিত সেই বাড়ি পরিত্যাগ করতে সক্ষম যেখানে সে জীবন কাটিয়েছে, নিজেকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে চুরে-এমন কি ঐ বাড়িটাই ছিল তার কারগার, কারণ একদিনের জন্যও ঐ বাড়ি পরিত্যাগ করতে সে না ছিল সক্ষম না ছিল ইচ্ছুক।

প্রিয় বন্ধু নিজের কথা তোমাকে শুনিয়ে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করো এবং বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ না করে অর্জনের জন্য আমাদের সংগ্রাম করা উচিত। দ্যা প্রোসেশনস সম্পর্কে তোমার অনুমোদন কবিতাটিকে আমার কাছে আরও প্রিয়তর করে তুলেছে। তুমি ঘোষণা করেছ যে, পদ্যটি তোমার মুখস্ত হয়ে গেছে। আমি তোমার কাছে এতই কৃতজ্ঞ যে, বিনয়ের সঙ্গে মাথা নত করছি। যাহোক আমি বিশ্বাস করতে চাই যে তোমার কবিতা মনে রাখার ক্ষমতা প্রশংসাযোগ্য যা কিনা আমার কাছে অধিক আনন্দদায়ক ও মহৎ-দ্য প্রোসেশনস-এ আমি যা লিখেছি তার চেয়ে অথবা এখন যা লিখছি। যেমন বইয়ের

Dhaka University Institutional Repository

ড্রইংগুলি সম্পর্কে তুমি বলেছোঃ 'তুমি শিল্পী, বিশ্বাস স্থাপন করা শক্তির সাহায্যে এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছ, যে ক্ষমতা অন্তরীক্ষের ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছেন এবং আমরা মানে দর্শকরা যখন এ রকম বিষয়ের মুখোমুখি হই এবং বুঝতে না পারার কারণে কিছুই পাই না-পরিণতিতে আমরা হই দুদর্শাগ্রস্ত।'

এ ধরনের কথা আমি মেনে নিতে পারি না এবং আমি-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছি (আমি প্রায়ই এমন বিদ্রোহী হয়েছি)। তুমি আমাদের একজন মে, তুমি শিল্পের পুত্রকন্যাদের ভেতরে আছো যেমন, গোলাপ পাতার কুরাশার ভেতরে থাকে গোলাপ। দ্য ম্যাডম্যানের ছবিগুলো সম্পর্কে 'আল-মাহরউসাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনায় তোমার গভীর শৈল্পীক ধারণার প্রমাণ মেলে, যা তোমার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে এবং তোমার সমালোচনার ক্ষমতা তোমাকে সেই সব পর্যবেক্ষণের অনুমতি দিয়েছে যা খুব কম লোকই পারে।

এটা কোন অতিকথন নয় যে, 'তুমিই প্রথম প্রাচ্যদেশীয় বালিকা, প্লেয়াডেস[৩৪] যেখানে বসবাস করে এরকম একটা বনের ভেতর দিয়ে হাঁটি, দৃঢ় পায়ে মাথা উঁচু করে এবং হাসি দেখে মনে হয় এটা যেন সেই বালিকার পিতার বাড়ি।' আমাকে বল কিভাবে সব কিছু তুমি জেনে এসেছ, কোথা থেকে আহরণ করেছ ধরাগার যা তোমার ভেতরে লুকানো আছে এবং লেবাননে আসার আগে তোমার আত্মা কোন যুগে বসবাস করেছে। প্রতিভার ভেতরে থাকা একটা রহস্য যা কিনা জীবনের রহস্যের চেয়েও অধিকতর গভীর।

পাশ্চাত্যের লোকেরা আমার সম্পর্কে যা বলে তা শুনতে তুমি পছন্দ করবে। তোমার দেশ প্রেম ও তোমার আগ্রহের জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ। ওরা বলে আমার বিষয়বস্তু বিশাল, কিন্তু ওরা যা বলে তা অতিরঞ্জন এবং তাদের মতামত ব্যাখ্যা করতে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। তারা আমাকে খরগোশ ভাবার চেয়ে উট ভাবতে পছন্দ করে এবং ঈশ্বর জানেন প্রিয় বন্ধু, আমার হৃদয়ে বেদনা সঞ্চারিত না হলে এ ধরনের উচ্চ প্রশংসা আমি কখনই পড়ি না। অনুমোদন হচ্ছে এক ধরনের দায়িত্ব যা চালাকি করে অন্যেরা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয় আমাদের দূর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হতে। যাহোক আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, যদিও ভারী বোঝার কারণে আমাদের পিঠটা বাঁকা হয়ে আছে এবং দূর্বলতা থেকেই আমাদেরকে তুলে আনতে হবে শক্তি।

আমি তোমাকে আলাদা মোড়কে কিছু সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্রের কিছু কাটিং পাঠাচ্ছি এবং তুমি দেখতে পাবে তাদের আত্মার প্রেত্মাকে নিয়ে তারা বিরক্ত হয়ে গেছে এবং এসব নিয়ে তারা খুবই ক্লান্ত, সুতরাং তারা এখন অদ্ভুত এবং অপরিচিতের পেছনে লেগে থাকে-বিশেষ করে প্রাচ্যদেশীয় বিষয় সম্পর্কে।

Dhaka University Institutional Repository

এথেন্সের মানুষও তাদের স্বর্ণযুগের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যাবার পর এরকম ছিল। প্রায় এক মাসেরও বেশি হল দ্য ম্যাডম্যান সম্পর্কে কিছু কাটিং-এর সংগ্রহ পাঠিয়েছি জনাব এমিল জেদানকে[৩৫] সেও তোমার একজন বন্ধু।

আমি প্রশংসা করি এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই তুমি সমস্যাগুলি অতিক্রম করতে পেরেছ। আমি বিক্ষোভের খবরগুলি পড়তাম এবং অস্থিরতা আমাকে সর্তক এবং অস্থির করে তুলত, এই দুই অবস্থার যে কোন একটির ভেতরে আমি নিজেকে শোনাতাম শেক্সপীয়রের শব্দগুলিঃ

আমাদের লোককে ভয় পেয়ো না
ওদের ভেতরে রয়েছে সে রকম পবিত্রতা, যা
একজন রাজাকে আড়াল করার কাজ সম্পদন করে।
সেই পবিত্রতা রাজদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু তা
উঁকি দিয়ে দেখবে নিজের ইচ্ছা শক্তির ভেতরের মৃদু ভণিতা।[৩৬]

মে, তুমি তাদের ভেতরে আছ যারা সুরক্ষিত এবং তোমার আত্মার ভেতরে থাকে একজন দেবদূত যাকে সবগুলি দানব থেকে রক্ষা করেন ঈশ্বর। তুমি আরও জানতে চেয়েছ পৃথিবীর এই অংশে তোমার কোন বন্ধু আছে কিনা? জীবনের বহনকৃত শ্বাসরুদ্ধকর মাধুর্য এবং ঐশ্বরিক তিক্ততা নিয়েও পৃথিবীর এ অংশে তোমর একজন বন্ধু রয়েছে, যে তোমার মঙ্গল চায় এবং সে লক্ষ্য রাখবে যেন তোমার কোন অনিষ্ট না হয়। কাছ থেকে যে তার চেয়ে দূরের বন্ধূ কখনও কখনও অধিক কাছের। পাহাড়ে বসবাসের চেয়ে উপত্যকা দিয়ে যেতে যেতে দূরের পাহাড় কি সম্ভ্রমোদ্দীপক ও অধিক স্পষ্ট নয়?

স্টুডিওর ওপরে রাত্রি তার দানবকে তুলে দিয়েছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি না আমার হাত কি লিখছে। তোমাকে সহস্র শুভেচ্ছা ও অভিবাদন এবং আমার ঈশ্বর সব সময় তোমাকে পাহারা দিন এবং রক্ষা করুন।

তোমার অকৃত্রিম বন্ধু
জিবরান কহলীল জিবরান

Dhaka University Institutional Repository

নিউইর্য়ক ২৫ জুলাই ১৯১৯.....

প্রিয় মিস মে,

গত চিঠিতে তোমাকে আমি লিখেছিলাম, তোমাকে চিরদিন আমার মনে থাকবে। অনেক দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি তোমার কথা ভেবে, তোমার সঙ্গে কথা বলে, তোমার গোপনতাগুলি আবিষ্কার করার ও তোমার রহস্যগুলির জট খোলার চেষ্টা করে। তারপরও বিষয়টি আমার কাছে এখনও পর্যন্ত বিস্ময়কর। মে, আমার অধ্যয়নের ভেতরে তোমার মানসিক উপস্থিতিটা আমি অনুভব করতে চাই এবং আমি তা লক্ষ্য করি আমার গতিবিধির মধ্যে, কথাবার্তায় এবং নিজের সঙ্গে বাদানুবাদ করার সময় উচ্চৈঃস্বরে মতামত ব্যক্ত করি। আমাকে এভাবে কথা বলতে দেখে সাধারণভাবেই তুমি বিস্মিত হবে। আমার কাছেও অদ্ভুত মনে হয় যে, আমারও উচিত এই তাড়না অনুভব করা এবং তোমাকে তা লিখে জানানো প্রয়োজন। আমার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল এই প্রয়োজনের পেছনের পোগনীয়তা-এই জরুরী প্রয়োজন।

একবার তুমি বলেছিলে, 'মন এবং চিন্তার পারস্পরিক ক্রিয়ার (খেলার) ভেতরে সব সময়ই একটা দ্বন্দ্ব আছে। যা কিনা থাকে ইন্দ্রিয়ের সচেতনতার ওপরে এবং তারা কেউই কখনও পুরোপুরিভাবে মন ও চিন্তা থেকে মুছে ফেলতে পারে না সেই পারস্পরিক ক্রিয়া এবং দ্বন্দ্ব-যাদের মাতৃভূমি একই।' এই চমৎকার রচনাংশ একটা মৌলিক সত্যকে তুলে ধরে। কোন কোন সময় এক ধরনের মানসিক একাত্মতার ভেতর দিয়ে তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, কিন্তু এখন আমার কাছে তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি আমি একটা 'বন্ধন' প্রতিষ্ঠা করেছি- বিমূর্ত, কমনীয়, দৃঢ়, অদ্ভুত এবং প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অন্যসব বন্ধনের মতো নয়। এটা এমন এক ধরনের বন্ধন, পারিবারিক বন্ধনের সঙ্গে যার তুলনা হতে পারে না। এটা হল সেই বন্ধন যা সাধারণ বন্ধন থেকেও অধিক দৃঢ়, কঠোর এবং স্থায়ী। একটি মাত্র সুতাও নয় যা থেকে বন্ধন তৈরি হয়। এটা হল দিন ও রাত্রি দিয়ে বোনা, যা সময় পরিমাপ করে এবং দূরত্বে বৈচিত্র্য আনে, যা কবর থেকে আদা করে দোলনাকে। সেই সুর সুতার একখানিও নয় যা বোনা হয়েছিল অতীতের লাভ এবং ভবিষ্যৎ উচ্চাকাঙ্খা দ্বারা-এই বন্ধনটিকে আছে দুটি মানুষের ভেতরে, যারা একত্রিত হয়েছিল না বর্তমানের দ্বারা না ভবিষ্যতের দ্বারা এবং তারা ভবিষ্যতের দ্বারা আর মিলিত নাও হতে পারে।

এরকম একটা বন্ধন মে, এরকম একটা ব্যক্তিগত আবেগ ও এরকম একটা গোপন বোঝাপড়ার ভেতরে বসবাস করে যে স্বপ্নগুলো তা যে কোন কিছুর চেয়ে অধিক উদ্ভট এবং অধিক গভীর, যার তরঙ্গোচ্ছ্বাস মানুষের বুকের ভেতরে-স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন, স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন।

Dhaka University Institutional Repository

মে, এরকম একটা বোঝাপড়া হচ্ছে গভীর ও নিরব সঙ্গীত, যা রাত্রির স্তব্ধতায় শোনা যায়। সেই সঙ্গীত আমাদেরকে নিয়ে যায় দিন ও রাত্রির কল্পলোকের ওপরে, সময়ের ওপরে, অনন্তকালের ওপরে।

মে, এরকম একটা আবেগ, যা আকস্মিক তীক্ষ্ণ বেদনাকে সম্পৃক্ত করে, যা কখনও অদৃশ্য হবে না, কিন্তু যা আমাদের কাছে প্রিয় এবং আমরা যা বিনিময় করতে পারব না, যদি সুযোগ থাকত যে কোন পরিমাণ খ্যাতি ও আনন্দের- হোক তা জানা অথবা কল্পিত। উপরোক্ত আলোচনা হল তোমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের একটি উদ্যোগ, যা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না, একমাত্র সে ছাড়া, যে তোমার ভেতরে সবকিছু ভাগাভাগি করে। তারপরও আমি একটা গোপনীয়তার তল স্পর্শ করেছি যার ভেতরে তুমি যথেষ্ট নও। তারপর আমি হলাম তাদের ভেতরে একজন, যার জীবন তার উপহার এবং তার অনুমতি আছে সাদা সিংহাসনের মুখোমুখি দাঁড়ানোর, কিন্তু আমি সেই তল স্পর্শ করেছি যা আমার কাছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ-তারপর, তারপর চিঠিটাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা যাক।

করজোড়ে প্রার্থনা করছি আমাকে চিঠি লিখো এবং সকাতরে বলছি, লিখবে কিন্তু সেইসব মুক্ত, বিচ্ছিন্ন, গতিসম্পন্ন অনুভূতি যা মানবতারও ওপরে বসবাস করে। মানবতা সম্পর্কে তুমি ও আমি একটা ভাগাভাগির কথা জানি-একটা বৈষয়িক লাভ যা মানুষকে একত্রিত করে এবং ঘটনা হল সেটাই আবার তাদেরকে আলাদা করে দেয়।

মে, আমরা কিছুক্ষণের জন্যও নিজেদের বহুল ব্যবহৃত পথ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে পারি না এবং মে, কল্পলোকে প্রবেশের ধারণা করার মতো থামারও সময় নেই আমাদের, যেখানে সে থামে দিন ও রাত্রির ওপরে, সময়ের ওপরে, অনন্তকালের ওপরে। ঈশ্বর তোমাকে সব সময় রক্ষা করুন।

তোমার প্রকৃত বন্ধু
জীবরান কহলীল জীবরান।

Dhaka University Institutional Repository

নিউ ইর্য়ক ৯ নভেম্বর ১৯১৯.....

প্রিয় মিস মে,

তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়েছ এবং তা হাওয়ার যথেষ্ট অধিকার তোমার আছে। আমার দিক থেকে আমার কিছুই করার নেই তোমার ইচ্ছার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া। আমার ভুল-ভ্রান্তি কি তুমি ক্ষমা করবে না? ওজন ও পরিমাপের পৃথিবী থেকে আমি যতদূর সম্ভব নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। তুমি কি সোনালী অর্থ ভান্ডারে সেইসব জমা রাখবে না, যা স্বর্গীয় ধনভান্ডারে জমা রাখার উপযুক্ত নয়।

যে উপস্থিত আছে তার চেয়ে অনুপস্থিতকেই সরাসরি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না এবং সেরকম বিবেচনা করাও একটা অপরাধ। জ্ঞান ও সচেতনতা ছাড়া কোন অপরাধ সংঘটিত হয় না। আমি চাই না তাদের হাতে গরম সীসা অথবা ফুটন্ত পানি ঢেলে দিতে, যারা পুরোপুরি জ্ঞানী-আমি জানি অপরাধের জন্য অপরাধের একটা নিজস্ব শাস্তি বরাদ্দ থাকে এবং দুঃখজনক হচ্ছে যে, অধিকাংশ মানুষের জীবনই তার জন্য নির্ধারিত কাজের ভেতরে স্বাভাবিক। আমি আলোকপ্রবাহী কিন্তু অস্বচ্ছ উপাদানের মুখোমুখি স্বস্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছি যা সমস্ত দূরত্ব এবং বাধা-বিঘ্নকে অদৃশ্য করে দিয়েছে এবং এই একাকী সান্ত্বনা ও স্বস্তি আর কিছুই নয়, সেই উপাদান যা আবেদন করছে কিন্তু অন্যের সাহায্য নিচ্ছে না। তোমার জন্য যে প্রায়ই অন্তর্গত অর্থের জগতে বসবাস করে এবং জানে সেই আলোকপ্রবাহী কিন্তু অস্বচ্ছ উপাদান আমাদের ভেতরে একা, আমরা যা সব করি তা থেকে, এমনকি মৌখিক ও আপাত ব্যাখ্যার অধিক বাকপটুতা এবং মহত্তম শৈলীর আকাঙ্খা থেকে তা দূরবর্তী। এমন কি আমাদের ভেতরে ওটা ছিল কব্যিকতার স্বগোত্রীয়, এটা নিজে গীতিকবিতা তৈরি করতে পারে না, পারে না নিজের রহস্যগুলির ওপর রঙ চড়াতে।

প্রতিটি মানুষ কৃত্রিম হতে সক্ষম যখন তার পছন্দ ও অপছন্দের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং সক্ষম উদ্দেশ্য ও চিন্তার বিনিময় নিয়ে ভোজভাজি দেখাতে, কিন্তু পৃথিবীর কোন মানুষই নিঃসঙ্গতার ক্ষেত্রে কৃত্রিম হতে সক্ষম নয় অথবা সক্ষম নয় ভোজবাজি দেখানোর ক্ষেত্রে কিংবা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সময়। এমন একজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, স্বপ্নকে পুনরাবৃত্তি ঘটানোর ক্ষমতা যার আছে অথবা একটি প্রতিমূর্তিকে অন্যকিছুতে রূপান্তরিত করতে পারে কিংবা তার গোপনীয়তাকে স্থানান্তরিত করতে পারে এক জায়গা থেকে অন্যত্র, যা আমাদের ভেতরে ক্ষণস্থায়ী এবং দূর্বল, তা কি আমাদের ভেতরে কাঠিন্য ও পরাক্রমশালীতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? অর্জিত আত্মা পৃথিবীর বন্ধনের মতো পরিবর্তনের ফলশ্রুতি এবং আত্মার সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে তা রূপান্তরিত হয়-যা কিনা স্বর্গের। সেই

Dhaka University Institutional Repository

নীল শিখা, যা অপরিবর্তনীয়ভাবে উত্তাপ বিকিরণের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে কিন্তু রূপান্ত রিত হয় না এবং নির্দেশ দেয়, কিন্তু নির্দেশিত হয় না।

তুমি কি সত্যি সত্যি ভাব-তুমি সবচেয়ে উঁচু মনের মানুষ-এই 'মৃদু শ্লেষোক্তি' একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, বেদনা যাকে তুলে ধরেছে, যাকে রোপন করেছে একাকীত্ব এবং ফসল তুলেছে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সাহায্যে। তুমি কি মনে কর 'দার্শনিক রসিকতা' হচ্ছে ভালবাসার সত্য এবং তা বিচ্ছিন্নতা ও সম্পূর্ণতার ইচ্ছার সহগামী হতে পারে? না বন্ধু আমার, তুমি কি নিশ্চিতভাবে এরকম সন্দেহ ও বিশ্বাসের অনুভূতিগুলোর ওপরে অবস্থান করছ? অবিশ্বাস হল প্রচুর ভীতিপূর্ণ এবং তা নেতিবাচক, যখন অবিশ্বাস ঐগুলি স্বীকার করে, যা তাদের আস্থা হারিয়েছে। কিন্তু তুমি ভয়হীন ও ইতিবাচক এবং নিজের রয়েছে পর্যাপ্ত আস্থা। সুতরাং কেন তুমি ঐসব বিশ্বাস কর যে, ভাগ্য তোমার হাতের তালুতে স্থান করে নিয়েছে? কেন তুমি তোমার দৃষ্টিকে অন্তর্গত সৌন্দর্যের দিকে ফেরাও না, যা কিনা সত্য এবং সেইসব বহির্দৃশ্য থেকে যা আবির্ভূত হয়।

আমি গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটিয়েছি অরণ্য ও সমুদ্রের মাঝখানে স্বপ্নের মতো একটা নির্জন বাড়িতে। অতীতে যখনই আমিআমার আত্মাকে (নিজস্বতা) হারিয়েছি তখনই তা আবিষ্কারের জন্য এসেছি সমুদ্রের কাছে এবং বৃক্ষসমূহের ছায়ায় আমি আমাতে ফিরে এসেছি। এদেশের অরণ্য পৃথিবীর প্রতিটি অরণ্য থেকে আলাদা, তারা সবুজ, গভীর ও অতি বাড়ন্ত যা ফিরে যাচ্ছে স্মরণাতীতকালে, একেবারে শুরুতে; 'সৃষ্টির শুরুতে ছিল শব্দ এবং শব্দ ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে এবং শব্দই ছিল ঈশ্বর।' আমার সমুদ্র হচ্ছে তোমার সমুদ্র, সেই গতিসম্পন্ন শব্দ, যা তুমি মিশরের সমুদ্র উপকূল জুড়ে শোন, তা আমরা দু'জনেই শুনি (এ দেশীয়) এই সমুদ্র উপকূলে এবং বিরতি, যা তোমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে জীবনকে দিয়ে এবং যা শ্বাসোদ্দীপক ও ভয়াবহ। আমি প্রচ্যে সমুদ্রের গান শুনেছি এবং পাশ্চাত্যে ও উভয় স্থানে এটা ছিল সব সময়ই অনন্তের আদি অন্তহীনতা, আত্মাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে অথচা নামিয়ে আনছে মাটিতে, কোন সময়ে তা আনন্দে পরিপূর্ণ, কখনও বা দুঃখে। আমি আলেকজান্দ্রিয়ার বালির ওপর বসে সেই গান শুনেছিলাম-সত্যিই।

১৯০৩ সালে গ্রীষ্মে আলেকজান্দ্রিয়ার বালির ওপর এবং তারপর শুনেছিলাম বিভিন্ন যুগের ভাষা প্রাচীন সভ্যতার সমুদ্র থেকে, যেমন আমি গতকাল তা শুনেছিলাম আধুনিক সভ্যতার সমুদ্র থেকে। আমি প্রথম আট বছর আগে এই শব্দ শুনি। আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম, আমার জীবন হয়ে পড়েছিল বিশৃঙ্খল এবং এক সেতুবন্ধ প্রশ্নসহ আমি আমার ধৈর্য ও আমার মায়ের সহিষ্ণুতা সেই বিশৃঙ্খলার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম।

আজও আমি সেই একই ভাষা শুনতে পাই এবং একই রকম সবগুলি প্রশ্নকে জিজ্ঞাসা করি-শুধুমাত্র এটা হচ্ছে আমার 'সর্বজনীন জননী' যে অবশ্যই আমার প্রশ্নের উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

দেয়, এমনকি শব্দের চেয়ে অনেক কিছু বুঝতে আমাকে সাহায্য করেছে এবং যখন আমি অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করতে শুরু করি, তখন তা আমার ঠোঁটে নিরবতায় পরিণত হয়। আমি সমুদ্রের পাড়ে বসি, কল্পনা করি সবচেয়ে দূরতম দিগন্ত এবং জিজ্ঞাসা করি এক হাজার একটা প্রশ্ন-এখনও একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। আমি অনুভব করি আমার বয়স আশি হয়ে গেছে যেমন হয়েছিলো যখন আমার বয়স আট বছর। তোমার আয়ত্বের ভেতরে কেউ কি আছে যে জবাব দিতে পারে? অনন্তকালের ভেতরে সময়ের প্রবেশ পথ কে মিনিটের জন্যও খোলা থাকে না, সুতরাং আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি কি রহস্য এবং গোপনীয়তা তাদের পেছনে রয়েছে। আমাদের মুখের ওপর থেকে মৃত্যু সাদা মুখাবরণ তুলে নেওয়ার আগে তুমি কি জীবনের সেইসব শক্তিশালী গোপন নীতিমালার একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পার না? তুমি বলতে পার যে আমি নিরুদ্বিগ্নতার সুবিধার প্রশংসা করি, কিন্তু তা শুধুমাত্র তখনই, যখন সব কিছুই আমি অনুবাদ করি ব্যক্তিগত ভাষায়।

শক্তিশালী প্রচেষ্টা হচ্ছে স্রেফ একটা মই, যা আমাদের নেতৃত্ব দেয় শীর্ষে আরোহণ করতে। অবশ্যই উড়ে গিয়ে আমি আমার শীর্ষে পৌঁছাব, কিন্তু জীবনে আমার শাখাকে (বাহু), শেখায় নি আঘাত করতে এবং অনেক উঁচুতে ভেসে থাকতে-সুতরাং আমার কি করার আছে? আমি প্রকৃতই সত্যকে অগ্রাধিকার দিই, যে সত্য লুকান এবং যে সত্য স্পষ্ট, যেমন আমি অগ্রাধিকার দিই উপলব্ধিকে, যা নিরব, সম্পূর্ণ এবং তৃপ্তিদায়ক, যা বিশ্লেষণ ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কাউকে সঙ্গে নিতে চায়। কিন্তু আমি দেখেছি যে উচ্চ প্রশংসিত নিরবতা সব সময় শুরু হয় উচ্চ প্রশংসিত শব্দের সঙ্গে।

আমি সব ধরনের সুবিধার (নিরুদ্বিগ্নতার জন্য) প্রশংসা করি, পছন্দ করি বিশৃঙ্খলা ছাড়া জীবনের সবকিছুই, তবে এ ধরনের সুবিধা যদি বিশৃঙ্খলাকে আচ্ছন্ন করতে আসে তখন আমি আমার চোখ বন্ধ করে নিজের সঙ্গে কথা বলি; 'এটা যদিও আমার জন্য পারাপারের স্থান অতিরিক্ত হিসেবে বহন করতে পারে, যেমন শতশত মানুষকে ইতিমধ্যেই আমি বহন করতে শুরু করেছি।' কিন্তু বিশৃঙ্খলাও তেমন কিছু নয় যা ঘৃণা সহকারে পরিহার করা যায়। একটা সময় পর্যন্ত সে শুধুই তোমাকে সঙ্গ দেয়, যখন আমি এগুলি সম্পর্কে পরিশ্রান্ত। এটাই পরিণত হয় রুটিতে, যা আমি খাই, পরিণত হয় পানিতে যা আমি পান করি, পরিণত হয় বিছানায়, আমি যেখানে শয়ন করেছি এবং পোষাক-পরিচ্ছদে যা আমি পরেছিলাম, তা খুঁজেছি নিজের ভেতরে, এমনকি তার নাম ঘোষণা করতে অক্ষম। আমি প্রবলভাবে এর প্রতিটি ছায়া থেকে পালানোর চেষ্টা করছি।

'দ্য প্রসেশনস' সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত তোমার লেখাটি হচ্ছে আরবি ভাষায় নতুন ধরণের প্রথম রচনা। এটা হচ্ছে সেই বিষয়ের ওপর প্রথম গবেষণা, লেখার সময় যা লেখকের মনের ভেতরে ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মিশর ও সিরিয়ার লেখকেরা তোমার কাছ থেকে ভালভাবে শিখতে পারে, শুধুমাত্র কাগজে বাঁধানো বই ছাড়াও কিভাবে আবিষ্কার করতে হয় নির্যাসকে এবং উদ্ভাবন করতে হয় কবির মানসিক গঠন ও কবির বাইরেরটা উদ্ভাবসের মুখোমুখি কিভাবে তা গঠিত হয়। তোমার মনোবিশ্লেষণিক রচনার জন্য আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত নয়। কারণ যা নিয়ে লেখা হয়েছে আমি সে বিষয়ে সম্পর্ক সচেতন। যদি আমাদের জাতির পক্ষ থেকে জনসমক্ষে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারতাম- তোমার লেখা সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লেখা আমার জন্য খুবই জরুরি। কখনও কখনও প্রাচ্যের লোকেরা তা খারাপ রুচির বলে মনে করবে। কিন্তু সেইদিন আসবে, যেদিন আমি বলব মে, তার মেধা সম্পর্কে আমি কি ভাবি এবং যা আমি বলি তার সম্পর্কে এবং তা হবে প্রচন্ড। এটা হবে উঁচু স্ত রবিশিষ্ট এবং দীর্ঘ ও সুন্দর, কারণ এটা সত্য। 'বিদ্রোহী ও বিদ্রোহের শব্দমুক্ত' এই শিরোনামে আমার একখন্ড ড্রইং-এর বই এই শরতে প্রকাশিত হবে, ছাপাখানার ধর্মঘট না হলে তিন সপ্তাহ আগেই বইটি প্রকাশিত হত। আগামী বছর দুটো বই প্রকাশিত হবে। একখানা হচ্ছে, আল-মুসতাওহীদ [একাকী মানুষ], এটার অন্য নামও আমি দিতে পারি এবং যার বিষয়বস্তু হচ্ছে কবিতা ও নীতিগত রূপক কাহিনী, আর দ্বিতীয় বইটি হচ্ছে প্রতীকসমৃদ্ধ ড্রইং, শিরোনাম 'নাহওয়া আল্লাহ' [ঈশ্বরের প্রতি]।

চিঠির এক পর্যায় শেষ করছি, সেই সঙ্গে আরেক পর্যায় শুরু করছি। যেমন, 'প্রফেট'-হাজার বছর আগে যা লেখার কথা চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু গত বছর শেষ হওয়ার আগে এত বছরেও কাগজের ওপরে এক অধ্যায়ও লিখতে পারিনি-এই প্রফেট সম্পর্কে আমি তোমাকে কি বলতে পারি? ওটা হচ্ছে আমার পূর্ণজন্ম এবং আমার প্রথম ব্যক্তিত্ব প্রাপ্তি, এখন আমার ভেতরে একটাই চিন্তা যা আমাকে সূর্যের আলোর নিচে গুণসম্পন্ন করে তুলবে। এই প্রফেট ইতিমধ্যেই লেখা হয়ে গিয়েছিল, আমি লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করার আগেই, যেমন সে আমাকে তৈরি করেছিল, আমি তাকে তৈরি করার আগেই এবং তার উৎসর্গ, ইচ্ছা এবং চড়াই-উৎরাই আমার সামনে আবির্ভূত হওয়ার আগেই নিরবে আমাকে স্থাপন করেছিল সাত হাজার লিগ'২ গভীরতা অনুসরণ করতে। দয়া করে আমার সঙ্গদানকারী ও সাহায্যকারীকে জিজ্ঞাসা কর, সেই আলোক প্রবাহী অস্বচ্ছ উপাদান নবী সম্পর্কে কি গল্প বলেছে। যেমন, আলোকপ্রবাহী অস্বচ্ছ উপাদান রাত্রির নিরবতার ভেতরে প্রশ্ন করে যখন আত্মা তার হাতকড়া এবং পোষাক থেকে মুক্ত হয় এবং তোমার কাছে প্রকাশিত হয় নবী এবং তার অগ্রবর্তী নবীদের রহস্য।

প্রিয় বন্ধু, আমি বিশ্বাস করি যে, এই আলোকপ্রবাহী অস্বচ্ছ উপাদানের ভেতরে যথেষ্ট প্রস্তাব রয়েছে একটা পরমাণুর জন্য একটা পাহাড়কে সরাতে এবং আরও বিশ্বাস করি-যদিও আমি জানি যে আমরা এই উপাদানকে তারের মাধ্যমে বর্ধিত করতে পারি দুই

Dhaka University Institutional Repository

দেশের মধ্যে অর্থাৎ যারা আমরা জানব, যা জানতে ও অর্জন করতে ইচ্ছা হয় এবং যার জন্য আমরা প্রবল আকাঙ্খা ও ইচ্ছা অনুভব করি।

আলোকপ্রবাহী অস্বচ্ছ উপাদান সম্পর্কে আমার অনেক কিছু বলার আছে এবং অন্যসব উপাদান সম্পর্কেও। কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে আমার নিরব থাকা উচিত। আমি নিরব থাকব যতক্ষণ না ধোঁয়াশা মিলিয়ে যায়, সময়ের দরজা বিস্তৃতভাবে খোলে এবং সর্বময় ক্ষমতার দেবদূত আমাকে বলে, 'নিরবতায় যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে সে সম্পর্কে বল এবং বসে থাকে বিশৃঙ্খলার দীর্ঘ ছায়ার ভেতরে।'

সময়ের দরজা কখন খুলবে? তুমি কি জান, তুমি জান কখন সময়ের দরজা খুলবে এবং ধোঁয়াশা মিলিয়ে যাবে?

মে, সব সময় ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

একান্ত অনুগত,

জীবরান কহলীল জীবরান

নিউইর্য়ক, ২৮ জানুয়ারী ১৯২০.....

প্রিয় মিস মে,

তুমি আমার আক্ষেপের যথাযথ অর্থ জানতে চাও এবং চাও ক্ষমাশীলতার জন্য আমার কৈফিয়তের পেছনের অন্তর্গত গোপনীয়তাও। এখানে যথাযথ ও সাধারণ অর্থ হচ্ছে আমার অনুশোচনার পেছনে কি ছিল এবং কি আছে, এমনকি আমার মনস্তাত্ত্বিক বিষয় এবং তার অর্থ ও রহস্যের পেছনে কি আছে, সবকিছুই।

গীতিকবিতা বলে যে চিঠির উল্লেখ তুমি করেছ আমি তার জন্য অনুশোচনা করিনি। এ সম্পর্কে লেখা না ক্ষুদ্রতম না বৃহত্তম কোন রকম চিঠির জন্যই আমি আক্ষেপ করিনি-কখনও করব না।

আমি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হইনি, তাই নিজেকে পুনরুদ্ধার করার কোন কারণই দেখিনি। তাই কিভাবে সে সম্পর্কে আক্ষেপ করতে পারি যা আমার ভেতরে ক্রমাগত টিকে থাকছে। আমি তাদের একজন নই, যারা বিনিদ্রতার ভেতরে পরিত্যক্ত হয়, যা তারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে পারে তাদের স্বপ্নের ভেতরে, কারণ আমার স্বপ্ন হচ্ছে আমার বিনিদ্রতা যা আমাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে এবং আমার জীবন এক পা এগিয়ে যাওয়া ও দু'পা পিছিয়ে আসার ভেতরে বিচ্ছিন্ন হয়নি।

আমার একমাত্র পাপ হচ্ছে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ-অথবা আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার চিন্তা করতে পারি- যে পরিবর্তন ও পরিমাপের পৃথিবী থেকে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছে, তুমি কায়রো ত্যাগ করার আগে যে সেখানে গিয়েছিলে আলেকজান্দ্রিয়ার বালির জন্য, আমি অসর্তকতার কারণে তার হাতে কিছু ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়ায় আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। তোমার বিবৃতি পড়ার পর মনে পড়ল মূল চিঠিটা পোষ্ট করার আগে কিছু একটা লক্ষ্য করা উচিৎ ছিল। আমি ভেবেছিলাম অথবা কল্পনা করেছিলাম যে আমার চিঠি তোমাকে বিরক্ত করেছিল, কারণ আমি চিঠিতে সেইসব নির্দিষ্ট ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম যা অন্যেরা পড়তে পারে। যে আমাদের ভেতরে আছে সে কখনও বিরক্ত ও বিষাদগস্ত হবে না জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যা খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার, যা হাতে পৌঁছেছে, চোখে দেখা গেছে কিন্তু সে সব তথ্য জানার অধিকার তার নেই। এটা হল একটা বিষয় যা আমি খুবই দেরি করে জানিয়েছি এবং এখন আক্ষেপ করছি। এটাই একমাত্র জিনিস যা আমি তোমাকে 'বিস্মৃতির ধনাগারে' জমা রাখতে বলেছি। সেন্সরশিপ পদ্ধতির উদ্ধৃতির দিয়েই বলি-এর টিকে থাকার সবগুলি কারণসহ এবং এর সমস্ত প্রতিধ্বনি-পরিবর্তন ও পরিমাপের পৃথিবীর মতোই। আমি এটা করেছিলাম কারণ সেন্সরশিপ ছিল পৃথিবী থেকে সরিয়ে আনা অনেক দূরবর্তী একটি বিষয়, যা আমার চিন্তাকে অধিকার করেছে সেই সময়ে, যখন স্বর্গ থেকে অপসারিত হয়েছে নরক। গত বছর সেন্সর সম্পর্কে সামান্য কিছু শিখলাম, যা আমার কাছে বয়ে নিয়ে এলো সমাধির ভেতরে প্যাঁচার হাস্যধ্বনি। সেন্সর অফিসের কিছু যুবক কর্মচারী প্রাচ্য থেকে আসা আমার সমস্ত চিঠি খুলেছে, সেখানে তারা মন্তব্য যোগ করেছে এবং সেগুলির বিষয় হচ্ছে-শুভেচ্ছা, অভিবাদন, রাজনীতির ওপর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, সভ্যতা এবং সাহিত্য।

এমনকি সেন্সর বিভাগের অদ্ভুত এক লোক দামাস্কাসে আমাকে লেখা একটা চিঠিতে কিছু খালি জায়গা খুঁজে পায় যেখানে আসলে ঠিকানা লেখার কথা, সে জায়গাটুকু একটা স্তুতিমূলক কবিতা দিয়ে অলংকৃত ছিল-যদি সেই কবিতার কথা তোমাকে বলি তাহলে তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবে। কিন্তু অন্য একটা চিঠিতে ছিল একটা তথাকথিত লিরিক কবিতা, আমার লেখা এবং আমি আমাকে লিখেছি আমার ভেতরে-এটা হল, আমি যেমন ছিলাম এবং যেমন থাকব। এই চিঠিটা হচ্ছে- যেমন এটা ছিল গতকাল অথবা এটা হবে আগামীকাল। সুতরাং তোমার কোন আস্থা নেই আমার ওপর। তুমি কি ক্ষতের ভেতরে তোমার আঙুল প্রবেশ করাতে চাও?

নৈরাশ্যবাদ সম্পর্কে আমার অপছন্দের বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করার অনুমতি দাও, হোক তা তীক্ষ্ণ অথবা তীর্যক। আমি রসিকতা অপছন্দ করি, হোক তা দার্শনিক অথবা দর্শনের বাইরের বিষয় এবং সেইসব লোকদের মধ্যে যারা আধ্যাত্মিক বোঝাবুঝি অর্জন করেছে। এবং আমি আরও অপছন্দ করি সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত ভান ও ভন্ডামি, এমনকি বেশি পরিমাণ উচ্চ প্রশংসা। এই অপছন্দের কারণগুলি বসবাস করে সভ্যতার যান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশের ভেতরে, যা আমি আমার চারপাশে প্রতি মূহুর্তে দেখি এবং সমাজের প্রভাবে তা চলে চাকার ওপর, কারণ এর কোন পাখা নেই।

আমার মনে হয় তীক্ষ্ণ নৈরাশ্যবাদ সম্পর্কে আমার প্রতি তোমার দোষারোপ মূলত ম্যাডম্যানের এক জায়গায় আমি যা বলেছিলাম তাই। যদি আমার ধারণা সত্যি হয় তাহলে আমি অবশ্যই সে সম্পর্কে সমস্ত অভিযোগ মেনে নেব, কারণ ম্যাডম্যান পুরোটা আমি নই- চিন্তা এবং উৎস- কোন কারণ ছাড়াই আমি চেষ্টা করেছি আমার নিজের চিন্তা ও প্রবণতার সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে, যদিও ম্যাডম্যান চরিত্রে আমি যে ভঙ্গি উপযুক্ত হবে বলে পছন্দ করেছি, এটা সেই ভঙ্গি নয় যে ভঙ্গিতে লিখব বলে আমার বন্ধুকে বলেছিলাম, যে বন্ধুকে আমি ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। যাহোক, আমি যা লিখেছি তার মাধ্যমে আমার বাস্তবতা তুমি ব্যাখ্যা করতে পার। ম্যাডম্যানের পরিবর্তে দ্য প্রোসেশনস-এর সেই অরণ্যের যুবকটির সঙ্গে আমাকে সনাক্ত করতে কে তোমাকে বাধা দিয়েছে? মে, আমার আত্মা হচ্ছে অরণ্যের সেই যুবকের মতোই অধিক স্বগোত্রীয় এবং তার বাঁশির সুর হচ্ছে ম্যাডম্যান ও তার কান্নার এবং অচিরেই তুমি অনুধাবন করবে ম্যাডম্যান কিছুই ছিল না, কিন্তু একটা দীর্ঘ শিকলের সংযোগ, যা বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রনে তৈরি করা হয়েছে। আমি কখনও অস্বীকার করিনি যে ম্যাডম্যানে একটা বিশৃঙ্খল যোগাযোগ আছে, যা লোহা দিয়ে তৈরি, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পুরো শিকলটাই নিকৃষ্টমানের খাদ্য শস্যের মতো লোহা দিয়ে তৈরি হতে যাচ্ছে। মে, প্রতিটি আত্মার নিজস্ব ঋতু আছে, আত্মার শীত বসন্তের মতো নয়, এমনকি গ্রীষ্মকালও নয় শরতের মতো।

আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম জেনে যে, লেভী[৩৭] পরিবারের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রয়েছে। আমি প্রকৃতই আনন্দিত এবং এই বিশাল আনন্দের কারণ হচ্ছে আমি একজন যাজকের কন্যার সন্তান। যদিও আমার মাতামহ ধর্মতত্ত্বীয় গোপনতা সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন কিন্তু তারপরও তিনি চার্চ সঙ্গীত ও অন্যান্য সঙ্গীত খুব ভালবাসতেন এবং সে কারণেই তার যাজক হওয়াকে আমি ক্ষমা করেছি। আমার মা ছিলেন তার খুব আদরের সন্তান এবং মাও তার বাবাকে খুব ভালবাসতেন। অদ্ভুত বিষয় হল মা'র উচিত ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং নিজেকে প্রস্তুত করা, যখন জীবনের মূখ্য সময়ে উত্তর লেবাননের সেন্ট সাইমন নারী মঠে সন্ন্যাসিনী হয়ে প্রবেশ করেন। আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাগুলির শতকরা নব্বই ভাগ জন্মগতভাবে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া (এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, আমি তার মধুরতা, কোমলতা ও মহানুভবতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারি, অথবা তার সমকক্ষ), যদিও সন্ন্যাসীদের (ভিক্ষু) প্রতি আমার এক ধরনের বিদ্বেষ রয়েছে। আমি নানদের ভালবাসি এবং অন্তর থেকে তাদের শুভাশীষ জানাই। তাদের জন্য আমার ভালবাসার কারণ হলঃ সেইসব

Dhaka University Institutional Repository

অতীন্দ্রিয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা থেকে উদ্ভুত বৈশিষ্ট্য-পরিপূর্ণ স্বপ্ন যা ছড়িয়ে পড়েছিল আমার মায়ের যৌবনের কল্পনায়। একবার আমি নিম্নলিখিত শব্দগুলি উচ্চারণ করে যখন তাকে স্মরণ করেছিলাম তখন আমার বয়স কুড়ি বছর-

'এটা আমার ও যে কারও জন্য ভাল হত
যদি আমি নারী মঠে প্রবেশ করতাম।'
'তুমি যেহেতু নারী মঠে প্রবেশ করেছিলে
সেহেতু আমার পৃথিবীতে আসা উচিত হয়নি,' আমি বলেছিলাম।
'প্রিয় পুত্র, তোমার জন্ম আগে থেকেই
নির্ধারিত হয়েছিল' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।
'হ্যাঁ, কিন্তু পৃথিবীতে আসার বহু আগেই, মা হিসেবে
আমি তোমাকে পছন্দ করেছিলাম' আমি বললাম।
'তোমার জন্ম না হলে তুমি স্বর্গে থাকতে
দেবদূত হয়ে।'
'কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি দেবদূত'। আমি উত্তর দেই।
তিনি হাসেন এবং বলেন' তোমার পাখা কই?'
আমি তার হাত ধরে আমার কাঁধে রেখে
বলেছিলাম 'এখানে'।
তিনি বলেছিলেন, 'ওগুলি ভাঙ্গা'।

এই কথোপকথনের নয় মাস পর আমার মা ঐ নীল দিগন্তের ওপর অদৃশ্য হয়ে যান, কিন্তু তার সেই কথাঃ 'ওগুলি ভাঙা' আমার ভেতরে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করেছিল এবং এই শব্দগুলির ভেতর থেকেই আমি দ্য ব্রোকেন উইংস[৩৮] (ভাঙা ডানা) এর কাহিনী বুনতে শুরু করেছিলাম।

না, মে, আমি কখনই আমার মায়ের জাগতিক আত্ম-সংযমের অংশীদার হতে পারিনি। আমার কাছে আত্মিকভাবে এখনও তিনি একজন মা। আমি তার নৈকট্য ও প্রভাব অনুভব করি এবং প্রয়োজনের সময় তার কাছ থেকে সাহায্য পাই, যা তার বেঁচে থাকা অবস্থার চাইতেও বেশি এবং যে পদ্ধতিতে এটা সম্ভব হয় তা সম্পূর্ণ অদ্বিতীয়। যাহোক এই অনুভূতি, আমার অন্যান্য আত্মিক মা ও বোনের সঙ্গে যে বন্ধন তাতে বাধা সৃষ্টি করে না। আমার নিজের মা ও অন্যান্য মা সম্পর্কে অনুভূতির ভেতরে কোন পার্থক্য নেই,- শুধুমাত্র স্বচ্ছ স্মৃতি ও অস্পষ্ট স্মৃতির পার্থক্য ছাড়া।

আমি আমার মা সম্পর্কে তোমাকে খুব কমই বলেছি..... এবং নিয়তি যদি কখনও আমাদের সাক্ষাৎ ঘটায় তাহলে তার সম্পর্কে তোমাকে অনেক কিছু বলব এবং

Dhaka University Institutional Repository

আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তুমি তাকে ভালবাসতে শুরু করবে-তুমি তাঁকে ভালবাসবে, কারণ তিনি তোমাকে ভালবাসেন-উপরে উঠে যাওয়া অন্য পৃথিবীর আত্মা এই পৃথিবীর যে কোন সুন্দর আত্মাকে ভালবাসে। মে, তুমি একটা সুন্দর আত্মা, সুতরাং বিস্মিত হয়ো না যখন আমি বলি, 'তিনি (মা) তোমাকে ভালবাসেন।' 'আলফওনুন' পত্রিকায় প্রকাশিত ড্রইং-এ তার মুখখানা ছিল বিশাল আবেগে পরিপূর্ণ এবং আমার 'টুয়েন্টি ড্রইংস'[৩৯] -এর প্রথম পাতার একটি হচ্ছে তার মুখ। আমি একে বলি, অনন্ত যাত্রা, কারণ এতে তার পৃথিবীর জীবনের শেষ মূহুর্তে এবং অন্য জীবন শুরুর প্রথম মূহুর্ত ফুটে উঠেছে।

যেমন আমার পিতার পরিবারের তিন অথচা চার পুরোহিতের জন্য আমি গর্ব করতে পারি, যেমন তুমি গর্ব কর জিয়াদাহ পরিবারের পুরোহিত ও যাজকদের নিয়ে। তোমার পরিবারের পুরোহিতদের বিশাল প্রভাবাধিক্য রয়েছে যাকে আমি একটা বিশাল সুবিধা বলব। আমার পরিবারের বৃক্ষটি এরকম প্রাকৃতিক রীতিতে উৎপাদন করতে পারেনি। যাহোক আমাদের একজন পুরোহিত আছে, যে প্রকৃতই অর্ধ-পুরোহিত- তোমার ওখানে এরকম কেউ আছে? এই 'খুরুশকাফ'[৪০] অথবা জীবরানীয় পাদ্রী ঈশ্বরের কাছে সকাতরে প্রার্থনা করে তাকে মাদার চার্চের অন্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, আলিঙ্গন করতে খ্রিস্টের দ্বাদশ শিষ্যের কালের চার্চকে, ঠিক যেন সে উড়নচন্ডী ছেলেকে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে এনেছে। যেমন, তুমি জান মাদার চার্চের অন্তর আর আমাদের পিতা আব্রাহামের হৃদয়। একই-একদিকে পাপিদের আয়েশের জন্য অন্যদিকে মৃতদেব বিশ্রামের জন্য। কিন্তু ক্রিশ্চানেরা একটা বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারে না যখন নিজেকে দেখে অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত অবস্থায়, কিন্তু স্বর্গকে আমি ধন্যবাদ জানাই-স্বর্গে কখনও পাপিরা যাবে না, মৃতদের মধ্যেও আমাকে গোনা হবে না। এসব কিছু ছাড়াও আমি অব্রাহামের জন্য এক ধরনের সহানুভূতি অনুভব করি এবং বিশেষ ভাবে তার হৃদয়ের প্রতি। এটাও ভুলে যাওয়া উচিৎ হবে না যে, উত্তর লেবাননের অর্ধেক মানুষ হল পুরোহিত ও যাজক আর বাকি অর্ধেক হচ্ছে সেই সব যাজকদের বংশধর। তোমার জন্মস্থান ঘাজীর[৪১]-এর লোকেরা? আমার ধারণা এগুলির মতো কোন কিছু একটা। যেমন আমার জন্মস্থান-বিসারবী, সেখানে কতজন পুরোহিত ও যাজক রয়েছে তা বের করা গেলে একটা কাজ হতে পারে।

হ্যাঁ, এস 'এ টিয়ার এন্ড এ স্মাইল'[৪২] সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এটার জন্য আমি কোন ভাবেই ভীত নই। যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) আবির্ভাবের আগেই দ্রুত বইটি বেরিয়েছে। বই প্রকাশের দিনই 'আল-ফওনুন' পত্রিকার নামে এক কপি পাঠিয়েছি এবং আজ পর্যন্ত তার কোন স্বীকৃতির রসিদ পাইনি এবং বিষয়টা আমাকে আহত করেছে এবং এখনও পর্যন্ত তা আমি ভুলিনি। 'এ টিয়ার এন্ড এ স্মাইল'-এর লেখাগুলো আমার আগের কাজগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিভিন্ন সময়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। ওগুলি

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে আমার আঙুর ক্ষেতের অপক্ক আঙুর-আমি ওগুলি লিখেছিলাম নিম্পস অব দ্য ভ্যালি[৪৩] এর বহু আগে। সত্যি বলতে কি প্রায় ষোল বছর আগে আল-মুহাজের[৪৪] পত্রিকায় সবগুলি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল. নাসিব আরিদা এগুলি সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমনকি বার বছর আগে প্যারিসে লেখা দুটো প্রবন্ধও এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন। শৈশব ও বয়ঃসন্ধির মাঝখানের সময়কালে আমি প্রচুর গদ্য ও পদ্য লিখেছিলাম। কিন্তু ওগুলি প্রকাশের অপরাধ কখনই স্বীকার করব না। আমি এ টিয়ার এন্ড এ স্মাইল-এর একটা কপি পাঠাচ্ছি এই আশায় যে, তুমি লক্ষ্য করতে পারবে এই কাজের ফর্মের চেয়ে উদ্যোগটাই প্রশংসার।

আমি চার্লস গুয়েরিনকে[৪৫] (তার কাজ) ভালবাসি, কিন্তু তা সত্বেও অনুভব করি, তিনি যে স্কুলের (চিন্তার স্কুল) ছাত্র এবং যে বৃক্ষের শাখা ছিলেন তা কখনই উচ্চতর বনভূমির অংশ নয়। উনিশ শতকের শেষাশেষি এবং বিশ শতকের শুরুতে ফরাসী কবিতা চিত্রকলার চেয়েও অধিক জ্বলজ্বলে ছিল। আমি বিশ্বাস করি ভাস্কর রোডীন[৪৬] চিত্রকর ক্যারিয়ার[৪৭] এবং সঙ্গীতজ্ঞ দেবুসি[৪৮] সমস্ত নতুন ভিত্তিকে ভেঙে ফেলে প্রকৃত অর্থে মহৎদের ভেতরে স্থান করে নিয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত গুয়েরিন ও তার সমকালীনরা তাদের জন্য নির্ধারিত যুদ্ধ পূর্ব মানসিক অবস্থা অনুসরণ করছে। জীবনের সৌন্দর্য সম্পর্কিত সচেতনতা সত্বেও যন্ত্রণা ও উল্লাস, জীবনের গোপনীয়তা ও রহস্য------ সবকিছুই প্রতিনিধিত্ব করে নতুন সূর্যাস্তের চেয়েও নবযুগের সূচনাকারীর উজ্জ্বলতাকে। আমি আরও বিশ্বাস করি আরব বিশ্বের সমকালীন কবি ও লেখকরাও ক্ষুদ্র পর্যায়ে হলেও একই ধারণা, একই অবস্থা এবং একই নবযুগের প্রতিনিধিত্ব করে।

আরব বিশ্ব সম্পর্কে আসলে তোমাকে একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করা উচিতঃ তুমি মিশরের কবি ও লেখকদেরকে অনুসরণের জন্য কেন নতুন পথ দেখাও না? তুমি একাই এ কাজ করতে সক্ষম, সুতরাং কি তোমাকে থামিয়ে রেখেছে? মে, তুমি হলে নতুন প্রভাতের কন্যাদের একজন সুতরাং কেন তুমি তাদের জাগাও না যারা এখনও ঘুমুচ্ছে। একজন মেধাবী নারী সব সময়ই হাজার জন মেধাবী পুরুষের সমান। আমার সন্দেহ নেই যে তুমি হলে প্রকৃতই তাদের একজন, যাদের দ্বিধান্বিত আত্মা নিষ্ক্রিয়তার শক্তির দাসত্বে বাঁধা পড়ে আছে, তুমি তাদের মাঝে ভালই জীবন চালাতে পার এবং পাহাড়ের শীর্ষে উঠতে প্রস্তাব ও উচ্চাকাঙ্খা দিয়ে তুমি পরিপূর্ণ করতে পার তাদের। এটাই কর এবং জ্ঞানের ভেতরে নিরাপদ হও এবং সে-ই নিরাপদ হতে পারে যে তার বাড়ি আলোকিত করতে বাতিতে তেল ঢালে এবং তোমার ও আমার বাড়ি কি একটা আরব বিশ্ব নয়?

তুমি তোমার প্রত্যাখ্যান ব্যাখ্যা করেছ এভাবে যে, শৈল্পীক ভোজসভায় যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তোমার এই প্রত্যাখ্যান আমাকে বিস্মিত হয়েছি। তুমি কি

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণ করতে পার না ছবির প্রদর্শনীতে আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম? তুমি কি ভুলে গেছ কিভাবে আমরা এক ছবি থেকে আরেক ছবির দিকে এগিয়ে গেছি? তুমি কি ভুলে গেছ কিভাবে আমরা বিশাল হল ঘরে পায়চারি করেছিলাম খুঁজতে খুঁজতে, সমালোচনা করতে করতে এবং রঙ ও রেখার পেছনে উদ্দেশ্য, প্রতীক, অর্থ এবং উদ্দেশ্যর পেছনে কি থাকে তা আবিস্কার করতে করতে? কিভাবে তুমি এসব ভুলে গেলে? স্পষ্টত আলোকপ্রবাহী কিন্তু অস্বচ্ছ উপাদান আমাদের ভেতরে কোন জ্ঞান ছাড়াই ক্রিয়া করে, এমনকি চলাফেরাও। এটা পাল তুলে আকাশ পেরিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে, যখন ব্যক্তিগত ছোট্ট ঘরে বসে আমরা সান্ধ্য খবরের কাগজ পড়ছি, এটা কখনও দূরের বন্ধুকে পরিদর্শন করে যখন কাছের বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি, এটা চলাফেরা করে, দূরত্ব, যাদুকরী বনভূমি ও মাঠের ভেতর দিয়ে, যখন আমরা একজন মহিলাকে চা পরিবেশন করি, যিনি তার মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত বলেছেন।

আমাদের ভেতরে আলোকপ্রবাহী কিন্তু অস্বচ্ছ উপাদানগুলি রহস্যময় মে এবং এর কর্মকান্ডের বিচিত্রতাও আমাদের অজানা। আমরা স্বীকার করি আর না করি এটা থাকে আমাদের আকাঙ্খা, লক্ষ্য, গন্তব্য ও নৈপূণ্যের ভেতরে, এটা হল আমাদের আত্মা, যার বসবাস আমাদের ঐশ্বরিক অবস্থানের ভেতরে। আমি বিশ্বাস করি তুমি যদি তোমার স্মৃতিকে মৃদু নাড়া দাও তাহলেই তুমি আমাদের প্রদর্শনী পরিদর্শনের কথা স্মরণ করতে পারবে- সুতরাং কেন একটু চেষ্টা করবে না?

আমার চিঠি দৈর্ঘ্যে বেড়ে গেছে- যখন কোন কিছুতে একজন আনন্দ খুঁজে পায় অন্যজন উদ্যোগ নেয় সেই আনন্দকে দীর্ঘায়িত করতে। আমি তোমার সঙ্গে এই সংলাপ শুরু করেছি মধ্যরাতেরও আগে, এখন নিজেকে খুঁজে পেলাম যখন মধ্যরাত ও সকালের ভেতরে কিছু সময় বাকি আছে, কিন্তু যতদূর মনে আছে সে বিষয়ে একটা শব্দও বলি নি, চিঠি শুরু করার সময় আমি যা বলতে চেয়েছিলাম।

আমার ভেতরের সহজাত বাস্তবতা হচ্ছে পরিপূর্ণ নির্যাস গ্রহণ, যে স্বপ্ন বিনিদ্রতায় আবৃত এবং তা কিছুই নয়, কিন্তু নিরবতা।

তোমাকে আমার এক হাজার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বাসনা ছিল। কিন্তু মোরগ ডাকতে শুরু করেছে এবং আমি একটা প্রশ্নও করিনি। উদাহরণ হিসেবে চেয়েছিলাম যে, বন্ধুত্বের ধ্বনি হিসেবে কি 'স্যার' শব্দের কোন অস্তিত্ব আছে? আমি আমার অভিধানে বহু খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু দেখতে না, যা আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে, আমি ভেবেছিলাম আমার অভিধানের কপিটি আদর্শ কপি- কিন্তু বোধ হয় আমি ভুল করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

এটা খুবই সামান্য প্রশ্ন। অন্য ঘটনা ও অন্য রাত্রির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি এড়িয়ে যাব- কারণ আমার সন্ধ্যা একন বুড়ো হয়ে গেছে এবং বুড়ো রাত্রির ছায়ায় আমি তোমাকে লিখতে চাই না।

নতুন বছরে তোমার করতল নক্ষত্রপুঞ্জে পূর্ণ হয়ে থাকুক আশা করছি। মে, ঈশ্বর তোমাকে পাহারা দিন এবং রক্ষা করুন।

একান্তই তোমার

জীবরান কহলীল জিবরান

Dhaka University Institutional Repository

মেরী হ্যাসকেলকে লেখা জিবরানের চিঠির নমুনা

নিউইর্য়ক ২ নভেম্বর ১৯২৪.....

ম্যারী,

তুমি তোমার নিরবতার কারণ জান, কিন্তু আমি জানি না। এই উপলব্ধির জন্য এটা প্রকৃতপক্ষেই অন্যায় এবং এটাই দ্বন্দ্বের উৎস হবে যা আমার দিন ও রাত্রিকে ঘিরে রাখে। কর্মকান্ড এবং শব্দাবলী সবকিছুর পরিমাপ করা হয় এর অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যের সাহায্যে কিন্তু আমার সংকল্প হচ্ছে ঈশ্বরের হাতের রেখায়। আমার ছোট্ট প্রিয়তমা আমাকে বল গত বছর কি কি তোমার হয়েছিল? আমাকে তা বল এবং ঈশ্বর তোমাকে আমার পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করুন।

ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন এবং তার আলোয় তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে তুলুন।

জীবরান

নিউইর্য়ক ৯ ডিসেম্বর ১৯২৪.....

ম্যারী,

কি মিষ্টি আমার ছোট্ট প্রিয়তমা যে প্রতিদিন প্রার্থনার ভেতরে আমাকে স্মরণ করে। কত মিষ্টি সে, কত বিশাল তার হৃদয় এবং কত চমৎকার তার আত্মা। কিন্তু আমার ছোট্ট প্রিয়তমার নিরবতা কি অদ্ভুত। কি অদ্ভুত তার নিরবতা। এই নিরবতা অনন্তকালের মতো দীর্ঘ, ঈশ্বরের স্বপ্নের মতো গভীর। তোমার কি স্মরণ আছে, যখন তোমার লেখার সময় এসেছিল, তখন লেখনি। তুমি কি ভুলে গেছ রাত্রি পৃথিবীকে আলিঙ্গন করার আগে ঐক্য ও শান্তিকে আলিঙ্গন করার একটা চুক্তি ছিল আমাদের।

তুমি আমার স্বাস্থ্য ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। যেমন তোমার প্রশ্ন, আমি কেমন আছি। আমি ঠিক তোমার মতো ভাল আছি। আর চিন্তার কথা বলছ-ওরা এখনও পর্যন্ত ধোঁয়াশার ভেতরে ঢাকা পড়ে আছে-একইভাবে, তবে আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি- তুমি এবং আমি- সেই হাজার বছর ধরে।

মিরিয়াম, জীবন একটা চমৎকার সঙ্গীত, এই জীবনে আমাদের কেউ কেউ শুধু একটা শব্দ সংকেত দিতে পারে, আর অন্যেরা পারে একটা সুর মাধুর্য সৃষ্টি করতে। মিরিয়াম, তোমার মনে হয় আমি ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারি না, না পারি সঙ্কেত দিতে, না করতে পারি সুর সৃষ্টি। আমার মনে হয় আমি এখনও ধোঁয়াশার ভেতরে আছি, যা একসঙ্গে আমাদেরকে হাজার বছর পেছনে নিয়ে গেছে। এ সব কিছু সত্বেও আমি ছবি এঁকে

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ সময় কাটাচ্ছি এবং একটা ক্ষুদ্র নোট বই পকেটে নিয়ে মাঝে মধ্যেই পালিয়ে যাচ্ছি কোলাহল ছেড়ে দূরের কোন গ্রামে। ঐ নোট বইয়ের কিছু অংশ কোন একদিন তোমাকে পাঠাব।

আমি আমার সম্পর্কে সবকিছু জানি, সুতরাং যা প্রয়োজনীয় চল সেগুলি ফেরৎ নেওয়া যাক, ফেরৎ নেওয়া যাক আমাদের প্রিয় মানুষকে। তুমি কেমন আছ এবং তোমার চোখ? তুমি কি কায়রোতে বসবাস করে সুখী যেমন আমি নিউইয়র্কে? মধ্যরাতের পর তুমি কি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে চারপাশ এবং আকাশে নক্ষত্র দেখ? তারপর কি তুমি ঘুমুতে যাও এবং তুমি কি সেইসব হাসিকে লুকিয়ে ফেল যা তোমার চোখের ভেতরে বিলীন হয়ে যায়? কায়রোতে তুমি কি সুখী যেমন আমি নিউইয়র্কে? আমি তোমার সম্পর্কে ভাবি প্রতিদিন, প্রতিরাত। আমি সব সময় তোমার কথা ভাবি এবং প্রতিটি চিন্তার ভেতরে কিছু নির্দিষ্ট আনন্দ ও যন্ত্রণা আছে। কী অদ্ভুত মিরিয়াম, আমি যখনই তোমার কথা ভাবি, তখনই আমি গোপনে নিজেকে ফিস ফিস করে বলি, 'এসো, তোমার যন্ত্রণা এখানে ঢেলে দাও, এখানে আমার বুকের ওপর।' এবং সময় মতো আমি তোমার নাম ধরে ডাকি, তবে তা অন্যদের কাছে অচেনা মনে হলেও আমার কাছে তা প্রিয় পিতা ও করুণাময়ী মাতার মতোই শোনায়।

আমি তোমার ডান হাতের তালুতে চুমু খাই এবং তারপর বাম হাতে। ঈশ্বরকে মিনতি করছি তোমাকে রক্ষা করতে, তোমার হৃদয় পূর্ণ করতে তার আলোতে এবং তিনি তার সব পছন্দের মানুষের মতো তোমারও তত্ত্বাবধান করুন।

জীবরান

নিউইর্য়ক ১২ জানুয়ারী ১৯২৫.....

ম্যারী,

এই মাসের ছয় তারিখে প্রতিটি মিনিট এবং প্রতিটি সেকেন্ডে আমি তোমার কথা ভেবেছিলাম এবং মে ও জীবরানের ভাষায় যা বলা হয়েছিল তা আমি ভাষান্তর করেছিলাম। এই ভাষা পৃথিবীর অন্য কোন বাসিন্দা বুঝতে পারে না একমাত্র মে এবং জীবরান ছাড়া..... এবং অবশ্যই তুমি জান বছরের প্রতিটি দিনই তোমার অথবা আমার জন্মদিন।

পৃথিবীর অন্যান্য সব মানুষের ভেতরে মার্কিনীরা জন্মদিন উদযাপন করতে, জন্মদিনের উপহার দিতে ও নিতে বেশি ভালবাসে। এরকম ঘটনা আমি অবশ্য এড়াতে পেরেছি, তারা আমার প্রতি দয়া করেছে। এ মাসের ছয় তারিখে অসম্ভব দয়া দেখিয়ে বিব্রত করেছে এবং পরিপূর্ণ করেছে গভীর কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু ঈশ্বর জানেন এত দূরে

Dhaka University Institutional Repository

থাকবার পরও তোমার যে কথা আমি শুনেছি তা অধিকতর প্রিয় এবং আমার জন্য অন্যেরা যা করতে পারে, তার চেয়ে মূল্যবান। ঈশ্বর তা জানেন এবং তোমার হৃদয়ও তা জানে। জন্মদিন উদযাপনের পর আমরা একসঙ্গে বসেছিলাম, তুমি এবং আমি অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে এবং দীর্ঘ সময় কথা বলেছি পরস্পর এবং সেই সব কথা বলা হয়েছে যা দীর্ঘ অপেক্ষা ছাড়া হয় না এবং যা আকাঙ্খা ছাড়া বলা সম্ভব নয়। তারপর আমরা দুরের নক্ষত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে নিরবে তাকিয়েছিলাম। আমরা তারপর আমাদের কথার সার সংক্ষেপ করলাম উষালগ্ন পর্যন্ত এবং তোমার হাত রাখা ছিল আমার ধুকধুক করতে থাকা হৃদয়ের ওপর, যতক্ষণ না সকালটা ভেঙ্গে যায়।

ঈশ্বর তোমাকে লক্ষ্য করুন এবং রক্ষা করুন, মিরিয়াম এবং মে, তিনি তোমার আলো দিয়ে তোমাকে স্নান করিয়ে দিন। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, যে তোমাকে ভালবাসে তার জন্য।

জীবরান

নিউইর্য়ক ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫.....

ম্যারী,

আমি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির শিল্পকর্ম কখনও উপভোগ করিনি, নিজের ভেতরে গভীর অভিজ্ঞতার অনুভব অর্জন ছাড়া এবং তা হল তার মুগ্ধ করার ক্ষমতা। এগুলি তার আত্মার অংশ- আমাকেও প্রভাবিত করেছে।

এই অবিশ্বাস্য মানুষটির শিল্পকর্মের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে যখন আমার বয়স ছয় বছর। এটা এমন একটা মুহূর্ত ছিল যা আমি জীবনে ভুলব না এবং সারা জীবন এটা আমার ভেতরে সক্রিয় থাকবে, সমুদ্রে কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া জাহাজের কম্পাসের কাঁটার মতো।

আমার কাগজপত্রের ভেতরে আজ কার্ডটা খুঁজে পেয়েছি এবং এটা তোমাকে পাঠিয়ে দিই সেই সব বিষয় উদঘাটন করতে, যার ভেতরে আমার যৌবনের বছরগুলোর বিষণ্ন উপত্যকায় একাকীত্ব ও অপরিচিতের জন্য প্রতীক্ষা করে কেটেছে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

জীবরান

Dhaka University Institutional Repository

নিউইর্য়ক ২৩ মার্চ ১৯২৫.....

ম্যারি,

সেই ছোট্ট ফাইলটাই তোমার দুঃশ্চিতা ও বিরক্তির কারণ হয়েছে। আমাকে ক্ষমা কর। আমি ভেবেছিলাম এটা সবচেয়ে ভাল ও সহজ পথে পাঠিয়েছি। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে উল্টো। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর প্রিয় বন্ধু এবং আমার পক্ষ থেকে স্বর্গ তোমাকে পুরস্কৃত করবে।

তো, তুমি তোমার চুল কেটেছ। সেই দুর্বিনীত অথচ চমৎকার কালো ঢেউগুলি তুমি কেটে ফেলেছ। আমি তোমাকে কি বলব? কি বলব আমি তোমাকে, যখন কাঁচি সমস্ত অভিযোগ আগেই প্রতিহত করেছে।

এটা কোন বিষয় নয়। এটা কোন বিষয়ই নয়। সে জন্যই ইতালীয় হেয়ার ড্রেসারের দেওয়া পরামর্শের ব্যাপারে আমি দ্বিমত পোষণ করতে পারি না। ঈশ্বর সব ইতালীয়দের পিতার আত্মাকে ক্ষমা প্রদর্শন করুন।

সেই প্রচন্ড ক্ষতির কথা আমাকে জানিয়েও সে তৃপ্ত হয়নি। আমার বন্ধুর ইচ্ছা আমার ক্ষততে আরও একটু অপমান যোগ করে বলা যে, 'একজন কবি এবং চিত্রশিল্পী যে মার্জিত সুন্দর চুল দেখে মুগ্ধ, সে সুন্দর চুল ছাড়া অন্যকিছুর অস্তিত্ব মেনে চলতে পারে না।'

হে শাসনকর্তা, আমার ঈশ্বর, ক্ষমা কর ম্যারী যা উচ্চারণ করেছে তার প্রতিটি শব্দ, ক্ষমা কর তাকে এবং তার ভুলগুলি ধৌত কর তোমার ঐশ্বরিক আলোর মহিমায়। তাকে উদঘাটন কর, তার স্বপ্নের ভেতরে, তার জাগরণের ভেতরে, তোমার দাস জীবরানের ক্যাথলিকবাদ উচ্চারণ যে কোন ভাবেই হোক সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। হে, ঈশ্বর তোমার একজন দেবদূত পাঠিয়ে তাকে জানাও যে, তোমার এই দাস অনেকগুলি জানালাসহ একটা সন্ন্যাসীর আশ্রমে বসবাস করে, যে জানালার ভেতর দিয়ে সে তোমার সৌন্দর্য এবং সব জিনিস ও স্থানের উৎকর্ষতার প্রকাশ পর্যবেক্ষণ করে এবং সে কালো চুলের প্রশংসাগীতি গায়, যতটা তার পক্ষে সম্ভব এবং সে বিস্মিত হয় অতি কালো চোখের ওপর নীল চোখের কর্মকান্ড দেখে। আমি তোমার কাছে মিনতি করি, আমার শাসনকর্তা এবং আমার ঈশ্বর, ম্যারীকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দাও কবি ও চিত্রশিল্পীদেরকে লজ্জা না দিতে, বিশেষ করে তোমার দাস জীবরানকে..... আমেন।

এই দীর্ঘ প্রার্থনার পর তুমি কিভাবে আমার সঙ্গে প্রাকৃতিক দাড়ির ত্রুটি নিয়ে আলোচনার আশা করতে পার? অবশ্যই না। যাহোক, আমি একজন ইতালীয় হেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

ড্রেসার খুঁজব এবং তাকে জিজ্ঞাসা করব প্রাকৃতিক দাড়িকে সাধারণ গোলাকার দাড়িতে রূপান্তরিত করতে সে সক্ষম কিনা-গোলাকার মানে ঠিক জ্যামিতিক কম্পাসের মতো, যেন আমি একজন অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ক কর্তৃপক্ষ-তবে আমার অপারেশন ভীতি নেই।

এবার তোমার চোখের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। তোমার চোখ দুটো কেমন আছে ম্যারী? তুমি জান, তুমি তোমার অন্তঃস্থল থেকেই জান তোমার চোখের সুস্থতার ব্যাপারে আমি খুবই উদগ্রীব। যখন এটা তোমার চোখের বিষয় তখন কেন তুমি বল যে, অবগুণ্ঠনের পেছনে যা লুকান আছে তা তুমি দেখতে পাও-কিভাবে দেখ? তুমি তো জান মানুষের হৃদয় হচ্ছে দূরত্ব ও পরিমাণের আইন দ্বারা শাসিত এবং আমাদের হৃদয়ের সেই শক্তিশালী ও সবচেয়ে গভীর অনুভূতি হচ্ছে সেটাই, যার কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি এবং এই আত্মসমর্পণের ভেতরে আমরা অনুভব করি আনন্দ, আয়েশ ও শান্ত অবস্থা, যদিও আমরা এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা অথবা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম নই। এটাই যথেষ্ট যে, এই অনুভূতি হচ্ছে গভীর, শক্তিশালী এবং ঐশ্বরিক। সুতরাং তুমি কেন প্রশ্ন কর এবং সন্দেহ কর? আমাদের ভেতরে কে? একমাত্র ম্যারী অদৃশ্য জগতের ভাষা অনুবাদ করতে সক্ষম। আমার দু'জনের কেউ কি বলতে পারিঃ 'আমার হৃদয়ের দৃশ্যমানতার ভেতরে প্রজ্জ্বলিত একটি সাদা অগ্নিশিখা এবং এর এটা ওটা কারণ রয়েছে অথবা এই এর অর্থ এবং এসব হল এর প্রতিক্রিয়া।'

আমি তোমার চোখকে জিজ্ঞাসা করেছি ম্যারী কারণ, আমি তোমার চোখের বিষয়টি নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকি, কারণ আমি ঐ চোখের আলো ভালবাসি, তাদের দূরত্বের স্থিরদৃষ্টি ভালবাসি এবং ভালবাসি তাদের স্বপ্নময় দৃষ্টির নৃত্যরত প্রতিমূর্তি।
আমার উদ্বেগ তোমার চোখের জন্য। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমি তোমার কপাল ও আঙুল সম্পর্কে কম উদ্বিগ্ন।

ম্যারী এবং মে, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন এবং তিনি আশীর্বাদ করুন তোমার চোখ দুটিকে, সেই সঙ্গে তোমার কপাল ও আঙুলকে এবং ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন আমার জন্য।

জীবরান

Dhaka University Institutional Repository

বোস্টন ২৮ মার্চ ১৯২৫.....

ম্যারী,

মানতেগনা'র জন্য আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে এবং আমার মতামত হচ্ছে তার প্রত্যেকটি ছবিই এক একটি গীতিকবিতা। তবে অবশ্যই তোমাকে ফ্লোরেন্স ও ভেনিস পরিদর্শন করতে হবে এই লোকটির শিক্ষাকর্ম দেখতে এবং তা প্রয়োজন কেবলি নিজের জন্য। অভূত এবং খামখেয়ালীপনা কাজে, কম করে হলেও প্রচুর অনুপ্রেরণা থাকে, যেমন থাকে অস্বাভাবিকত্ব।

সুন্দর মুখের প্রতি ধন্যবাদ।

জীবরান

নিউইর্য়ক ৩০ মার্চ ১৯২৫.....

ম্যারী,

হ্যাঁ, আমার চার সপ্তাহের নিরবতার কারণ ছিল 'স্প্যানিশ ফিভার'-খুব বেশিও নয়, আবার কমও নয়।

আমি দেখেছি এটা খুব কঠিন-ভয়ানকভাবে কঠিন। যে কোন অসুখের সংবাদই তোমাকে স্পর্শ করে। যখন আমি অসুস্থ হই তখন আমার একটাই ইচ্ছা হয়, অন্যলোককে দেখে তখন ভাল লাগে না, এমনকি যাদের ভালবাসি এবং আমাকে যারা ভালবাসে তাদেরও নয়। আমার মত হচ্ছে যে, যে কোন অসুস্থতায় সুস্থতার জন্য প্রয়োজন নির্জনতা।

যাহোক, আমি সুস্থ, সম্ভবত অল্প সুস্থতার চেয়েও ভাল এবং আমি গোপনীয়তার সঙ্গে আমার গোপন অনুভূতিকে গোপন করতে বলতে পারি, আমার শরীর হল একটা প্রকান্ড প্রাণী, যে কোন যুদ্ধ করার জন্য সে প্রস্তুত। এটা বিসারবী থেকে আসা সেই মানুষটি যে কঠোরতা সইতে পারে এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে এরকম বর্ণনা দেয়।[৪৯]

আল-সাইহ[৫০] এর বিশেষ সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই দেরীতে পৌছেছে। আজ সকালে আমি মালিক/প্রকাশকের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি, তিনি আমাকে জানালেন, এখনও পর্যন্ত তার কাগজের কপি তিনি নিয়মিত পাঠাচ্ছেন, হোক তা বিশেষ সংখ্যা অথবা সাধারণ সংখ্যা।

মিষ্টি মিরিয়াম, এটা তোমার সম্পর্কে একটা বিশাল অত্যুক্তি এবং তা হল, 'আল-সাইহ' -এর সম্পাদক তার কাগজের বিশেষ সংখ্যায় লেখা না দেওয়ার জন্য তোমার প্রতি বিরক্ত। তুমি কি করে ভাবলে যে, নিউইয়র্কে আমার চারপাশে যারা আছে তারা তোমার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বিরক্ত হতে পারে? আমি হাজারবার তোমাকে বলেছি, 'শিল্পীরা প্রকৃত অর্থে কোন উৎপাদন কারখানা নয়, অর্থাৎ আমরা কোন মেশিন নই, তুমি যার এক প্রান্তে কালি ও কাগজ দিয়ে আহার যোগালে এবং আশা করলে অন্য প্রান্ত, কবিতা ও প্রবন্ধ উৎপাদন করবে। আমরা লিখি যখন আমাদের লেখার ইচ্ছা হয়, তুমি যখন চাইবে তখনই লেখা হবে না। সুতরাং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাদের একা থাকতে দিন, কারণ আমরা একই পৃথিবীর অধিবাসী-অবশ্য তুমি অন্য বিশ্বের, তুমি আমাদের একজন নও এবং আমরা তোমার দয়া পাইনি।' আমার এই কঠোর বাচনভঙ্গি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? কিন্তু সত্যিই বলছি-কোন রসিকতা নয়। তুমি কি লক্ষ্য করনি অধিকাংশ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মালিকরা ভাবে লেখক হচ্ছে গ্রামোফোনের মতো, কারণ তারা ধ্বনিসংক্রান্ত ধারণার ভেতরে জন্মেছে?

এখানে নিউইয়র্কে আমরা হচ্ছি বসন্তের শুরু, এখানকার বাতাসে একটা উপলব্ধি ও যাদুমন্ত্রের মুগ্ধতা রয়েছে, যা আত্মা, যৌবন ও উষালগ্নের আলোতে পরিপূর্ণ-গ্রাম এলাকায় স্বল্পকালীন ভ্রমন খুবই পছন্দের, এ্যাসতারতে ও এ্যাডোনিস-এর যাজক ও যাজিকাদের আফকা[৫১] গুহা পরিদর্শনের মতো।

কয়েকদিনের মধ্যে যীশু মৃত অবস্থা থেকে উঠবেন মাটির নিচে সমাহিতদের জীবন দান করতে, আপেল ও কাঠবাদাম গাছে ফুল ফুটবে এবং সুমধুর গান ফিরে আসবে আমার নদী ও তার স্রোতের ধারায়।

এপ্রিলের সবগুলি দিনে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে এবং এপ্রিলের পরও তুমি আমার সঙ্গে থাকবে-প্রতিদিন, প্রতিরাত।

প্রিয় মরিয়াম, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

জীবরান

নিউইয়র্ক ১০ ডিসেম্বর ১৯২৯.....

প্রিয় বন্ধু ম্যারী,

আজ জানলাম যে তোমার পিতা সোনালী দিগন্তের ওপরে চলে গেছেন এবং পৌঁছে গেছেন সেই লক্ষ্যে যা আমরা সবাই তৈরি করি আমাদের তীর্থযাত্রার সময়। কি বলি তোমকে? ম্যারী, তুমি খুবই মহান তোমার চিন্তায় এবং শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে। তুমি শুনতে চাও সান্ত্বনাদায়ক স্বতসিদ্ধ উক্তি। কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছা তোমার মুখোমুখি দাঁড়ানোর এবং নিরবতার ভেতরে তোমার হাত ধরার আকাঙ্খা অনুভব করা, যা তোমার

Dhaka University Institutional Repository

আত্মাকে পরিপূর্ণ করেছে, কেননা সে তোমার খুব কাছে এবং একজন অচেনা, কিন্তু তোমার অনুভব ভাগাভাগি করতে সে সক্ষম।

ঈশ্বর ম্যারী এবং মে' কে আশীর্বাদ করুন এবং প্রতিদিন ও প্রতিরাত তিনি তোমাকে রক্ষা করুন এবং তোমাকে তত্ত্বাবধান করুন তোমার বন্ধুর জন্য।

জীবরান

আমিন রায়হানীকে লেখা চিঠির নমুনা[৫২]

23 August 1910 Paris

My dear Ameen,

New York has never been and never will be the home of poets and men of imagination. But I believe that you great soul will weave a fine nest between the branches of that confused tree. Tomorrow your pain will vanish in to the abyess of the past and your strength will return to you from behind the blue horizon, you will eat (with appetite), sleep comfortably and well, and New York will become the theatre of your dreams for all its conflicts and toil. Have patience, Ameen, until the gods cure you of your pains, and then New York will seem more attactive to you than it does now.

The doctor has promised that you will be well again. How wonderful this promise is and how great. Heaven is my witness that I shall send the doctor a valuable gift if he fulfills his promise which,God willing, he must.

Since my return form London I have been entangled between lines and colours as a bird who has broken free from its cage and flown through fields and valleys. The exercises that I have done are better than anything I have done in Paris. I feel now that an invisible hand is polishing off the dust from the mirror of my soul and is tearing the veil asunder form my eyes and showing me pictures and images more clearly, may more beautifully and gloriously. Art, Ameen, is a great god. We cannot touch the hems of his robes save with fingers purified by fire and cannot look upon his face save from behind eyelids bathed in tears.

Dhaka University Institutional Repository

I Shall leave Paris in a few weeks and my joy will be great to find you recovered, strong as the sacred trees that grows before Astarte's temple and joyful as the whispering pond in Qadisha Valley. Until we meet, beloved friend, until we meet and may God keep you for your brother.

[Kahlil Gibran]

II

17 October 1910

American Express Co.
11 Rue Scribe, Paris.

My dear Ameen,

Next Saturday evening, the 22nd day of this blessed month, I leave Paris for New York aboard the SS New Amsterdam of the Holland-America Line.

I do not know now what difficulties I will find at the Customs Department in New York, but I hope my drawings and exercises will be admitted without my having to pay any custom duties. If you have time please do enquire concerning this matter and win may greatful thanks. I know that a poet does not wish to and indeed cannot descend from the higher circle of light to these worldly matters that stop the stream of his thoughts and separate from him the bride of his dreams. But what can I do, Ameen, for I have no friend in New York other than yourself?
Till now you have not told me how your shoulder is. Has the doctor cured you so well that you no longer remember it? I hope from the bottom of my heart that your silence about your illness is an indication that it has disappeared.

I stood yesterday before a statue fashioned by Michael Angelo and I remembered you because in that statue there are certain characteristics and virtue like yours-when we meet I'll show you a picture of the statue and you will see your own image taking shape before your eyes.

How I miss you and how I wish to see you recovered and happy, you who are so dear to your brother.

[Kahlil Gibran]

Dhaka University Institutional Repository

III

11 November 1910 Boston

My brother Ameen,

These days I am like a ship whose sails have been tron by the winds and whose rudder has been broken by the waves. So that it sails in all directions amid the anger of the waves and the wrath of the winds. That is why I have not written until today.

I have not yet found a place to lay my head for I am all among these dead who raise their heads towards the ars at times but soon return to their gloomy tombs. orpses that live but do not grow, that gesture but do at move, that open their jaws but do not speak.

I think of you a while and speak of you whenever I find pure ear worthy of hearing your name. How happy I will be when the days reunite us in one city, to stand together before the face of the sum and to reveal to our science what God has laid within our souls. This is wish that time, God willing, will fulfill.

Write to me, my brother, whenever you find the time do so and let me know when your peom is published the Atlantic Monthly as I want to sing it to some of Boston's poets. My greetings to our sister Mary [Khoury] and do not forget your loving brother.

[Khalil Gibran]

IV

April 1911

My Brother Ameen,

Gone are those long days when I tried to subject my surroundings to great and beautiful art. I am now between the passage of days and nights as a shaking old man between the end of evening and the beginning of night.

Do you remember, my brother, that I told you of a collection of portraits of a number of great men of our time. I am now busy painting great Americans for

Dhaka University Institutional Repository

my collection-a which ago I painted Eliot, Harvard's President, and now I want to add the portrait of Frank Sunburn, your old friend in Concord, Mass. Would you send me a letter of reference commending and introduceing me to him?

All I ask of Mr. Sunburn is half an hour of his time during which I could entertain him with oriental anecdotes such as would poease inactive old men. When will you come and visit me in Boston? Come, Ameen, for the city is beautiful and we can sepend the spring days amongst the trees and fountains.

Greetings from your loving brother.

[Kahlil Gibran]

V

Friday [December 1911] **27 Tyler St. Boston**

My brother and co-workder Ameen,

My brother in art and my co-worker in the realm of God's Law,

Since my arrival in this city I have been among friends and acquaintances like a human being in the magical caves of the djinn where ghosts and spirits hide with the swiftness of thought. I link the end of the night with the break of day- it is a life I do not like to have too much of although it has a certain aesthetic beauty.

I already miss you Ameen, do you miss me? I remembered you as I gazed upon dark [oriental] eyes- did you remember me while gazing upon the blue [western] eyes? I have other questions for your ears when I return to New York early next week.

I will not bid you a happy new year but will did the new year happiness in having you and I will not wish you what people wish each other, but I will wish for people some of what you possess-for you are rich in yourself and I am rich in you. May God keep you for your brother.

[Khalil Gibran]

Dhaka University Institutional Repository

VI

Monday, 12 June 1912

My brother Ameen,

I would have liked to kiss you farewell before your ship takes you towards that place where the sun rises. I would have wished to accompany you to that land, the rocks and valleys of whis I love and the priests and rulers of which I hate. But what dreams portray, wakefulness erases; and what hope clarifies, powerlessness hides.

On the morrow you are travelling to the most beautiful and the most sacred country in this world and I shall remain in this distant exile. How fortunate you are and how unlucky I am. If you were but to think of me on Sannin or near Byblos or in the valley of al-Fouraika, you will minimize the torment of exile and reduce the pain of separation.

There may be no one in Syria who is interested in me but there are a few individuals in whom I am interested. These are those who think a lot, speak little and feel always. To all those I send my greetings and salutations. But to those who swell like drums ans croak like frogs I send nothing- not even an iota of my contempt.

And forget not, my brother the white 'abaye [Arab cloak] embroidered with gold and stop at no price but produce the best, the most beautiful, the most glorious, the most brillint, the most splendid in Syria.

But above all recuperate and if you can, come back with another Khalil and remember that I shall be in New York God protect you and keep you

[Khalil Girban]

Dhaka University Institutional Repository

VII

[Probably 1917]

My brother Ameen,

God's peace be upon you. The situation here increases in confusion daily and my patience has reached its limit, for I am among a people whose language I do not understand and who do not understand mine.

Ameen Saliba has tried to annex the philadelphia Comittee to his own and he might succeed. Ni'mah Tadros never comes to this office and does not sign the receipts! Najib Shacrein has formally resigned and I am trying to placate him with all the proofs I have at hand.

Najib al-Kisbani is overwhelmed and doesn't know what he's doing.

Mr. Dodge informed us that he's going to the country and asked us to meet with Mr. Scott.

The city Mayor cannot give us permission for a tag day.

All the Syrians are much more interested today than they have been in the past- the leaders grow in their leadership while the gossip-mongers intensify their gossip-mongering.

All these matters, Ameen, have led me to hate life and had it not been for the cries of the hungry that filled my heart I would never have spent a minute longer in this office nor an hour longer than I should have in this city.

Tomorrow evening we shall meet and present to the Committee the matter of contributions to the American Committee. I swear by God, Ameen, that it would be better sharing the deprivation of the hungry and the suffering of the afflicted; and if I were to choose between death in Lebanon or life among these creatures I would choose death. Enjoy the greenness of the valley, Ameen, and come back to us happy and rested and may God keep you for our brother.

[Khalil Gibran]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও টিকা নির্দেশিকা

১. কবির চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২. কবির চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৩. Suheil Bodi, Gibran of Lebanon, Op.Cit, PP. 79-80.

৪. মোস্তফা মীর (অনু.), কহলীল জীবরানের প্রেমের চিঠি, বর্ণায়ন, ঢাকা-২০০২, পৃ. ১২।

৫. মোস্তফা মীর, (অনু), প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

৬. মোস্তফা মীর, (অনু), প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

৭. মোস্তফা মীর, (অনু), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩।

৮. ডা. যোসেফ জিয়াদাকে লেখা চিঠি।

৯. মোস্তফা মীর, (অনু), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

১০. Suheil Bodi, Op.Cit, PP. 79-80.

১১. মোস্তফা মীর, (অনু), প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

১২. উল্লেখ যে, উপন্যাসে সালমা একজন বিবাহিত নারী। যে তার প্রার্থনার ভেতরে গোপন প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হয়।

১৩. ১৯২৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী জিবরানকে লেখা মে-এর চিঠি।

১৪. মোস্তফা মীর, (অনু), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮।

১৫. Suheil Bodi, Op.Cit, PP. 79-80.

১৬. Suheil Bodi, Op.Cit, P. 79.

১৭. Suheil Bodi, Op.Cit, P. 80.

১৮. জীবরান এবং মে লেখালেখির মাধ্যমে অন্তরঙ্গ হওয়ার আগে জীবরান সনাতন আরবী প্রথা অনুযায়ী তাকে যে ভাষায় সম্বোধন করতেন তা মূলত অনুবাদযোগ্য নয়। যেমন তিনি মে, কে সম্বোধন করতেন, 'হাদরাত আল-আদিবাহ আল ফাদিলা (মাননীয়া বিদুষী লেখিকা) সে কারণে এ রকম সম্বোধনের স্থানে 'প্রিয় মিস জিয়াদাহ্' বন্ধনীর ভেতরে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯. জীবরান এই ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক শব্দটি শ্লেষ হিসেবে ব্যবহার করেছেন যার অর্থ ঐশ্বরিক ক্ষিপ্রতা' অথবা মে' এর বিশেষ ঐশ্বরিক আইন।

২০. আল ফাওনুন আরব পৃথিবীর একটি সাময়িক পত্র ১৯৩১ সালে নাসির আরিদা (১৮৮৭-১৯৪৬), কর্তৃক নিউইয়ার্কে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া তিনি নিউইয়ার্কে 'আল রাবিতা আল কালিমিয়া' এরও প্রতিষ্ঠাতা। তার রচনার মধ্যে বিনাইটেড স্পিরিট' নামে একটি কবিতা সংগ্রহ ও উপন্যাস 'দিক আল জিন আল হোমসী' অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

২১. আমীন (আল) রিহিনী (১৮৭৬-১৯৪০), একজন লেবানীয় লেখক জন্মেছেন উত্তর লেবাননের ফ্রেইকিতে। পরবর্তীকালে তিনি দেশত্যাগ করে নিউ ইয়ার্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি আরবি ও ইংরেজী দু'ভাষাতেই লিখতেন। তার বিখ্যাত রচনা হচ্ছে 'মুলক আল আরব' 'ক্বালব আল ইরাক' ও ক্বালব আল লুবনান'। তিনি ছিলেন জীবরান ও মে জিয়াদাহ'র বন্ধু।

২২. আরবি সুর।

২৩. থমাস কারলিলি (১৭৯৫-১৮৮১), ছিলেন দার্শনিক ও ঐতিহাসি এবং তিনি কেমব্রিজে ছাত্রজীবনে কখনই আরবি অধ্যায়ন করেন নি, কিন্তু তার 'অন হিরোজ, হিরো ওরশিপ এন্ড দ্য হিরোইক ইন হিস্ট্রি' গ্রন্থে নবী মুহাম্মদের (সা.) বীরত্ববাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

২৪. ড. শিবলী সুমাইয়েল (১৮৬০-১৯১৭), একজন লেবানীয় ডাক্তার এবং লেখক। চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তক গ্রন্থের বিবরণ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত তার কিছু রচনা আছে। তিনি মে-এর বন্ধু এবং তার লেখার ভক্ত ছিলেন।

২৫. খায়রুল্লাহ ইফেন্দি খায়রুল্লাহ (১৮২২-১৯৩০) একজন লেবানীয় লেখক যিনি প্যারিসে বসবাস করতেন এবং ফরাসী সংবাদপত্র 'লে টেম্পস' এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার পরিচালক ছিলেন। তিনি ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন নাম 'সিরিয়া'।

২৬. আল-মুকতাতাফ একটি বিখ্যাত আরবি সাময়িক পত্র। ফারসী নাইমায়, শাহীন মাকারিয়াস এবং লেবানীয় লেখক ও বিজ্ঞানী ড. ইয়াকুব সাররউফ (১৮৫৩-১৯২৭) কর্তৃক পত্রিকাটি ১৮৭৬ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্রিকা আরবের পাঠকদের কাছে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের পরিচিত করে তোলে। এই সাময়িক পত্র ১৮৮৫ সালে কায়রোতে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৫২ সালে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

২৭. হেনরী বার্গসন (১৮-৫৯-১৯৪১) একজন ফারসী দার্শনিক। ১৯২৭ সালে তিনি নোবেল পুস্কার পান- যিনি বিপক্ষীয় বস্তুবাদী দলকে আক্রমণ করতে আধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

২৮. এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (১৮০৬-১৮৬১) একজন কবি। রবার্ট ব্রাউনিং তার কবিতা পড়ে, দেখা না হওয়ার আগেই তার প্রেমে পড়েন এবং অবশেষে তাদের বিয়ে হয়।

২৯. অলিভ কেইনার (১৮৫৫-১৯২০) ছিলেন বৃটেনের একজন নারীবাদী লেখক। রাজনীতি ও নারী মুক্তির ওপর তার রচনা আছে। তিনি তার লেখায় 'ওলফ আইরন' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

৩০. তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন।

৩১. আল মাওয়াকিব (দ্য প্রসেশনস) হচ্ছে জীবরানের একটি কবিতা। এই কবিতায় তিনি মিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছেন, ছন্দের নিয়ম মেনেছেন। প্রতীকি চিত্রকলার সাহায্যে এই কবিতাকে তিনি সজ্জিত করেন, যেখানে দার্শনিক ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত এই কবিতার ওপর মে জিয়াদাহ শিরীষ পত্রিকা আল-হিলাল এ সমালোচনা লেখেন (সংখ্যা২৭, পৃঃ ৮৪৭-৮৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

৩২. আল মাহরউসাহ মিশরের একটি সংবাদপত্র, ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে মে, এর বাবা ইলিয়াস জিয়াদাহ-এর সম্পাদক মন্ডলীর একজন ছিলেন। তারপর তিনি এই পত্রিকার মালিক হন এবং মে হন-এর সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য। ১৯২০ সালে পিতার মৃত্যুর পর মে এই সংবাদপত্রের মালিক ও প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন।

৩৩. 'ইয়াম-নুউচ্চ স্তরের শহর।' কোথাকে এর উল্লেখ আছে। এটা ছিল একটি দেশ, যেখানে আদ' গোষ্ঠী বসবাস করত এবং এই শহর তৈরি হয়েছিল অনেকগুলি স্তম্ভের ওপর। জীবরান এই নামটা ধার করেছেন একটা সুফী নাটকের জন্য এবং তা লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১১ সালে।

৩৪. গ্রীক পুরাণের এটলাসের সাত কন্যা প্রাচীনকালে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। কখনও কখনও প্লেয়াডেস নামেও ডাকা হত। তাদেরকে বলা হত, সাহিত্য, চিত্রকলা ও বিজ্ঞানের তত্ত্বাবধায়ক।

৩৫. এমিলি জেদান ১৯১৪ সালে সাময়িক পত্র 'আল-লিলাল'-এর প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রিকায় প্রতিষ্ঠাতা তার বাবা জর্জ জেদান।

৩৬. হ্যামলেট, ৭ম অঙ্ক, দৃশ্য-৫, লাইন ১২৩-১২৬।

৩৭. লেভী হচ্ছে যাকোবের তৃতীয় পুত্র। তিনি ইহুদী আইনদাতা ও ধর্ম যাজক ছিলেন।

৩৮. 'দ্য ব্রোকেন উইংস, হচ্ছে জীবরানের একটি আরবি নভলেট ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়।

৩৯. টুয়েন্টি ড্রইংস, হচ্ছে এ্যালিস র‍্যাফের-এর ভূমিকা সম্বলিত জীবরানের একটা ড্রইং-এর বই। ১৯১৯ সালে নিউইর্য়কে প্রকাশিত হয়।

৪০. 'খুরুশকাফ' হচ্ছে দুটি আরবি শব্দ খুরি (যাজক) ও উসকাফ (বিশপ)-এর সম্মিলিত তৈরি সংযুক্ত শব্দ।

৪১. ঘাজীর, কীসারওয়ানে অবস্থিত একটি লেবানীয় গ্রাম। জিয়াদাহ পরিবারের বাড়ি যে শহরে এই গ্রাম তার খুবই কাছে। এখানে মে, প্রায়ই গ্রীষ্ম যাপন করতেন।

৪২. 'এ টিয়ার এন্ড এ স্মাইল' জীবরানের প্রবন্ধ ও গদ্য কবিতার সংগ্রহ। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৩. জীবরানের 'নিফ অব ত্যালী' প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। এই গ্রন্থে জীবরান অতিমাত্রিক গোঁড়ামিকে আক্রমণ করেছেন।

৪৪. 'আল-মুজাহের' (অভিসারী) একটি আরবি সংবাদপত্র, মাইকেল রুস্তম কর্তৃক ১৮৯৫ সালে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪৫. চার্লস গুয়েরিন (১৮৭৩-১৯০৭) একজন ফরাসী কবি। তিনি প্রচুর আবেগপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কবিতা লিখেছেন।

৪৬. অগাস্টি রোডিন (১৮৪০-১৯১৭) একজন ফরাসী ভাস্কর। জীবরানের স্টাইলের ওপর তার শুশোভন প্রভাব ছিল এবং রোডীনই প্রথম ব্যক্তি যিনি জীবরানের কাজকে উইলিয়াম ব্লেকের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. ইউজীন ক্যারিয়ার (১৮৪৬-১৯০৬) একজন ফরাসী চিত্রকর। ধোঁয়াশাপূর্ণ পটভূমির জন্য তার ছবি সেকালে বিখ্যাত ছিল।

৪৮. ক্লদ দেবুসি (১৮৬২-১৯১৮) প্রতিনিধিত্বশীল ফরাসী ইমপ্রেশনিষ্ট সঙ্গীত সৃষ্টিকারী। তিনি তাঁর সময়ে খ্যাতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন।

৪৯. মূল আরবি শব্দ 'যাহমউত্তিয়া' 'হিব্রু বি হেমথ' থেকে গৃহীত হয়েছে। অর্থ-প্রজাত প্রাণী।'

৫০. 'আল-সাইহ' হচ্ছে আমেরিকায় আরব অভিবাসীদের খবরের কাগজ। কবি আবদেল মাসিহ হান্দাল কর্তৃক নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয়। এই কাগজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে।

৫১. 'আফ্রিকা' হচ্ছে উত্তর লেবাননের একটি গ্রাম, ধ্বংসস্তূপের জন্য খ্যাত-বিশেষ করে এ্যাসতারেত ও এ্যাতোলিসের মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। এখানে একটা গুহাও আছে এবং গুহা হচ্ছে ইব্রাহিম নদীর উৎসস্থল।

৫২. আমিন রায়হানীকে লেখা কবির পত্রগুলোর হুবহু ইংরেজী অনুবাদ তুলে ধরা হলো-জিবরান অব লেবানন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সোহেল বোদির লিখিত প্রবন্ধ-"অন পাবলিশড জিবরান লেটারস্ টু আমিন রায়হানি" হবে। পৃ. ৮১-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপুঞ্জি

* জওয়াজ মাইদাহ, আদাবুনওয়া ও দাবাউনা ফিল মাহাজিরিল আমেরিকায়াহ, তারিখ ও প্রকাশনা নেই।

* মিখাঈল নুয়াইমা; জিবরান খলিল জিবরান, মাকতাবা, বৈরুত, লেবানন, ১৯৩৪,

* নাদিরা জামিল সিরাজ, শুরাউর রাবিতাতুল কলামিয়্যা দারুল-মা'রিফ, মিশর, ১৯৫৭,

* ইউসুফ হায়সাম "আলমুফিদা ফিল আদাবিল আরবি" বৈরুত, লেবানন, ১৯৫৩,

* ড. মনসুর ফাহমী, মাই জিয়াদাহ, আরায়িদাতিন নাহদাতিন-নিসাইয়্যাহ আল-হাদিসাহ, কায়রো, ১৯৫৪,

* জমিল জবর, রাসায়িলু জিবরান, বৈরুত-১৯৫১,

* মারুন আববুদ, জুদাদ ওয়া কুদাসা, দারুস মাকাসা, বৈরুত-১৯৮০

* মিখাঈল নুআয়মা, আল মাজমুআতুল কামিলা, দারুল ইলম লিল মালাঈন, বৈরুত, লেবানন-১৯৮৭,

* মহিউদ্দিন রেজা, বালাগাতুল আরব ফিল কারানিল ইশরীন, বৈরুত, মাতবায়াতু খাখোলকিয়া, ১৯৬৯,

* জিবরান খলিল জিবরান, দামআ ওয়াব তিসামা, মাকতাবাতু হেলাল, আলফজ্বালা মিশর, ১৯১৪,

* জিবরান খলিল জিবরান, দামআ ওয়াব তিসামা, মাকতাবাতু হেলাল, আলফজ্বালা মিশর, ১৯১৪,

* অধ্যাপক অদিয়াদেব, আশশিরুল আরাবী ফিলমাহযারীল আমেরিকী, দারুর রায়হানী লিত্তাবায়া ওয়ান্নাশার, বৈরুত, ১৯৫৫,

* মিখাঈল নুয়ায়মা, আলজিবরান, কায়রো, ১৯২৩,

* নাদিরা জামিল সিরাজ, শুরাউর রাবিতাতুল কালামিয়া, দারুল মারিফ, মিশর, ১৯৫৭,

* জিবরান খলিল জিবরান, আল মাওয়াকিব, মাকতাবা, বৈরুত, ১৯২৯,

Dhaka University Institutional Repository

* জিবরান খলিল জিবরান, আলমাদাঈ আততারাঈব, মাকতাবা, বৈরুত-১৯২৯,

* জিবরান খলিল জিবরান, আল আর ওয়াহুল মুতামারিরাদাহ, মাকতাবা, বৈরুত, লেবানন, ১৯০৬,

* আনতুন আততাস করম, মহাদারাত ফি জিবরান মা আহাদ আল দিরাসা আল আরাবিয়্যা, কায়রো, ১৯৬৪,

* জিবরান খলিল জিবরান, আল-আওয়াসিফ, মাকতবা, বৈরুত, লেবানন ১৯৩৮,

* আব্দুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৭৪,

* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা-১৯৭৪,

* জওরজ সাওয়াবো, আল-ইসলাম, সাময়িকী নিউইয়র্ক, ১৯২৮,

* জিবরান খলিল জিবরান, ঞযব ঢ়ৎড়ঢ়যবঃ, মিখাইল নুআয়না কর্তৃক আরবীতে অনুদিত, মাকতান বৈরুত, লেবানন, ১৯৩৮,

* খলিল জীবরান, প্রফেট (অনু.) হুমায়ুন আব্দুল হাই, বারিধারা, ঢাকা-১৯৯৩,

* খলিল জিবরান খলিল, আল মাওকুআতুল কামিলা, মাকতাবা বৈরুত, ১৯৫৩,

* খলিল জিবরান খলিল, আল বাদায়ে আততারায়িব, মাকতাবা বৈরুত, ১৯২৯,

* জওরাজ সাইদ্যা, আদবুনা ওয়া ওদাবাউনা ফিল মাহজিরিল আমেরিকিয়্যাহ, তারিখ বিহিন,

* কবির চৌধুরী (অনু.) কাহলিল জিবরানের কবিতা, শিলতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২,

* শক্তি চট্টপাধ্যায় ও মুকুল গুহ, কুহলিল জিব্রানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা,

* মোস্তফা মীর (অনু.), কহলীল জীবরানের প্রেমের চিঠি, বর্ণায়ন, ঢাকা-২০০২,

Dhaka University Institutional Repository

* Suheil Badi & Paul Gotch "Gibran of Lebanon, American University of Beirut Press-1986.

* Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature, Dairatul Maarif press, Osmania University, Hyderabad 1983.

* M.M. Badawi, Modern Arabic Literature. Cambridge University Press-1992,

* H.A.R Gibb, Studies in Contemporary Arabic, London, 1928, March, Modern Arabic Poetry, 1800-1970 Leidon, The Netherlands.

* Jakir Khamiri & Dr. Mampffmeyer, Leaders in Contemporary Arabic Literature, Labanon, 1930,

* Salma Khadra Joyyusi. Modern Arabic Poetry, Columbia University Press, Newyork, 1987,

* Ismat Mahdi, Modern Arabic litarature, Dairul Maarif Press, Osmania University,
Hayderabad, 1983,

* Kahlil Gibran, The wisdom of Kahlil Gibran, UBS Publishers, Distributors Ltd.
New Delhi ..... London,